পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 132 Monday, 13 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৩২ সংখ্যা ❋ ২৯ চৈত্র ১৪৩২, সোমবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘উত্তরবঙ্গে যখন হাহাকার, তৃণমূল তখন কলকাতায় উৎসবে ব্যস্ত’

শিলিগুড়ি থেকে বন্যা নিয়ে বিঁধলেন মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিলঃ লক্ষ্য ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের দামামা বাজতেই বাংলায় লাগাতার প্রচার চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝোড়ো প্রচার সেরে রবিবার উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়িতে সভা করলেন তিনি। আর সেখান থেকেই উত্তরবঙ্গের প্রতি দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসকে নজিরবিহীনভাবে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী। সরাসরি নাম না নিলেও কলকাতার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল এবং নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যের সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। বিগত ১৫ বছর ধরে তৃণমূল সরকার উত্তরবঙ্গকে অবহেলা করে আসছে - বিজেপির এই চেনা অভিযোগের সুর এদিন মোদির গলায় আরও চড়া ছিল। শিলিগুড়ির সভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার উত্তরবঙ্গকে ইচ্ছাকৃতভাবে পিছিয়ে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘‘তৃণমূল উত্তরবঙ্গ বিরোধী। এরা এখানে কাজ করেনি এবং কেন্দ্রকেও কাজ করতে দেয়নি। উন্নয়নের জন্য পাঠানো কেন্দ্রীয় অর্থ এরা নয়ছয় করেছে বা ব্যবহারই করেনি।’’ বাজেট বরাদ্দ নিয়ে তৃণমূলের ‘তুষ্টিকরণ’ নীতিকেও এদিন তুলোধনা করেন নরেন্দ্র মোদি। কলকাতার পুজো কার্নিভালকে

কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘যখন এখানে প্রবল বৃষ্টিতে হাহাকার চলছিল, মানুষ সমস্যায় জর্জরিত ছিল, তখন তৃণমূল সরকার কলকাতায় উৎসব পালন করছিল।’’ বাজেটের বৈষম্য তুলে ধরে মোদি আরও বলেন, ‘‘এই সরকার মাদ্রাসার জন্য ৬ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করেনি। নিজেদের বিশেষ ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করতেই ওরা বেশি ব্যস্ত।’’ রাজ্যের শাসক দলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন যে, পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে। তাঁর আশ্বাস, ‘‘৪ মে-র পর বাংলায় নতুন সরকার আসবে এবং সব ছবি বদলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ আর অত্যাচার সহ্য করবে না। ভয় নয়, এবার ভরসা চাই - এটাই বিজেপির মন্ত্র।’’ উত্তরবঙ্গের জন্য একগুচ্ছ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এখানে ক্যানসার হাসপাতাল, ফ্যাশন ইনস্টিটিউট এবং আইআইটি-র মতো বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। এ দিনের সভায় ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, দেশে এমন এক শক্তি রয়েছে যারা শিলিগুড়ি করিডর বা ‘চিকেন নেক’ কেটে দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতকে দেশ থেকে আলাদা করার হুমকি দিয়েছিল। মোদির তোপ, ‘‘তৃণমূল এই ধরণের দেশবিরোধী শক্তিকেই রাস্তা থেকে সংসদ পর্যন্ত সমর্থন জুগিয়ে আসে।’’ সবশেষে বাংলার মানুষের কাছে ‘এক মওকা’ বা একটি সুযোগ চান মোদি। নারী সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং গরিবদের বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তাঁর কথায়, ‘‘বাংলার সংস্কৃতিকে তুষ্টিকরণের রাজনীতি থেকে বাঁচাতে মোদিকে একবার সুযোগ দিন।’’ উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য ছাব্বিশের লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

‘ফোন করে প্রার্থী-মন্ত্রীদের ভয় দেখাচ্ছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া ও আসানসোল, ১২ এপ্রিলঃ রবিবাসরীয় প্রচারের শুরুতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খণ্ডঘোষের প্রথম নির্বাচনী সভা থেকেই তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সভার অনুমতি দ্রুত মিললেও তৃণমূলের ক্ষেত্রে টালবাহানা করছে কমিশন। একই সঙ্গে বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের স্ত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজকে নাকা চেকিংয়ের নামে হেনস্থার ঘটনা টেনে এনে মহিলাদের ‘অসম্মান’ করার অভিযোগে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘‘আজকে আমার মিটিং-এর পারমিশন দিচ্ছিল না। মোদির সভার পারমিশন দিতে পারো অল্প সময়ে। আর মাঠ খালি থাকলেও তোমরা আমার মিটিং-এর পারমিশন দাও না। কেন? তোমাদের নতুন করে এখানে কাজে আনা হয়েছে বলে?’’ প্রশাসনে সাম্প্রতিক রদবদল ও নতুন আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে এ ভাবেই সরাসরি প্রশ্ন তুলে দেন নেত্রী। শনিবার রাতে শুটিং থেকে ফেরার পথে নাকা চেকিংয়ের মুখে পড়েন অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজ মল্লিক। সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় তিনি অভিযোগ করেন, কোনও মহিলা কনস্টেবল ছাড়াই একজন পুরুষ পুলিশ আধিকারিক রাস্তার মাঝে তাঁর ব্যাগ খুলে স্যানিটারি ন্যাপকিন বা অন্তর্বাসের মতো ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বের করে হেনস্থা করেছেন। এমনকি ব্যাগের মেকআপ পাউচ দেখে ব্যঙ্গও করা হয় বলে তাঁর দাবি। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে মমতা বলেন, ‘‘মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে নাকা চেকিং-এর নামে। মেয়েদের ব্যাগ খুলে চেক করছে, লজ্জা করে না! কাঞ্চন মল্লিকের বউকে হ্যারাস করা হয়েছে। মেয়েদের ব্যাগ খুলে সব টেনে বের করে অসম্মান করছে।’’ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, চেকিংয়ের নামে মহিলাদের গোপনীয়তা ও নারীত্বের মর্যাদা নষ্ট করা হচ্ছে। মমতা বলেন, ‘‘ভোটের মেশিন খুব সাবধান। এদের প্ল্যান স্লো ভোটিং। স্লো কাউন্টিং। প্রথমে দেখাবে বিজেপি জিতছে। অনেককে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছে। আজ মধ্যরাত থেকে অপারেশন শুরু হবে। খবর আমরাও পাই। টিভিতে যদি দেখায় ওরা জিতছে, মিথ্যে বলছে।’’ জয়ের বিষয়ে ‘আত্মবিশ্বাসী’ মমতা আরও বলেন, ‘‘আমরাই জিতব। কোনও ক্ষমতা নেই, আমাদের হারাবে। আমরাই জিতব।’’ এর আগেও একাধিকবার ইভিএম কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মমতা। বহিরাগতদের দিয়ে ভোট লুটের চক্রান্তের আশঙ্কাও করেছেন তিনি। সম্প্রতি বিভিন্ন ভোটপ্রচার মঞ্চ থেকে এ নিয়ে জনগণকে সতর্ক করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ভোট কিনতে বিজেপি টাকা বিলি করছে।

কাউকে অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতেও বারণ করেন তিনি। মমতার কথায়, ‘‘অ্যাকাউন্ট নম্বর দিলে যেটুকু টাকা আছে তুলে নেবে। আর কালো টাকা ঢুকিয়ে দেবে। এরপর ইডি, সিবিআই পাঠিয়ে দেবে। বাইরে অনেক শত্রু ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার নাম করে বললেও শুনবেন না।’’ বলে রাখা ভালো, রবিবার মোট ৩টি জনসভা করেন মমতা। প্রায় প্রতিটি সভামঞ্চ থেকে ভোটারদের সতর্ক করেছেন তিনি। খণ্ডঘোষের পর মমতার পরবর্তী গন্তব্য ছিল বাঁকুড়ার ওন্দা এবং ছাতনা। ঘটনাচক্রে, শনিবারই এই দুই কেন্দ্রে সভা করে গিয়েছেন অমিত শাহ। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে শাহের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতে তৈরি তৃণমূল নেত্রী। দিনের শেষে আসানসোলেও সভা করেন তিনি। নির্বাচনী প্রচারে নতুন করে জনমুখী প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারের সভা থেকে তিনি জানান, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ধাঁচে এবার গোটা রাজ্যে চালু হবে দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা, যেখানে মানুষের বাড়ির কাছেই পৌঁছে যাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা। সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্যে কৃষকদের স্বার্থে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আলু চাষিদের জন্য বিমা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং ফসল নষ্ট হলে কৃষকরা আর্থিক সহায়তা পাবেন। তিনি অভিযোগ করেন, বন্যার সময় কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ সাহায্য করে না। তিনি আরও বলেন, ‘‘রাজ্যে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বিজেপি খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছে পাশাপাশি আশ্বাস দেন, প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে কোনও কাঁচা বাড়ি থাকবে না। সবই কাঁচা বাড়িই পাকা বাড়িতে রূপান্তরিত হবে।’’ বিজেপিকে কটাক্ষ করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে কমিশন কার্যকর করার কথাও পুনরায় উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। যুবসমাজের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘যুবসাথীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা আমরা করবই।’’ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ভোটের সময় সবকিছু নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং বিরোধী দল ভোটের আগে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তিনি সতর্ক করেন, অচেনা কারও কাছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য না দেওয়ার জন্য। বিরোধী বিজেপিকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তারা বিভাজনের রাজনীতি করছে এবং নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে তা পূরণ করে না। সভা থেকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি এবং অভিযোগ করেন, তার সভার অনুমতি দিতে দেরি করা হয়েছিল। একই সঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার বিষয়েও সরব হন। সবশেষে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, ‘‘প্রার্থী নয়, কাজ দেখে ভোট দিন। ২৯৪টি আসনেই আমিই প্রার্থী।’’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ‘মোটাভাই’ সম্বোধন করে মমতা অভিযোগ করেন, ভয় দেখিয়ে বিরোধী প্রার্থীদের ভাঙিয়ে নেওয়ার খেলা চলছে। তাঁর দাবি, ‘‘সঙ্গে এসেছেন মোটাভাই। তাঁর সঙ্গে এল ইডি, সিবিআই। সব প্রার্থী, মিনিস্টারদের ভয় দেখাচ্ছে। সিট কম থাকলে তুমি সমর্থন কোরো, এই বলে চাপ দিচ্ছে। আমি সব খবর রাখি। কাকে ফোন করছেন সব জানি।’’ দলে ভাঙন ও দলবদলু নেতাদের আক্রমণ করতে গিয়ে নেত্রী এদিন ‘চরিত্র’ ও ‘অনুগত্য’ নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, ‘‘যারা গদ্দার হয়, তাদের মানুষ চিরকাল গদ্দারই বলে। চরিত্র হারালে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না।’’ বিজেপির জনসভাগুলোতে ‘টাকা দিয়ে লোক আনা হচ্ছে’ বলে অভিযোগ তুলে মমতার দাবি, তিনি হেঁটে মিছিল করেন আর বিজেপি নেতারা বিলাসিতার গাড়িতে চেপে ঘোরেন। এজেন্সির ভয় দেখিয়ে তাঁকে দমানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে ‘দিল্লির লাড্ডু’ হিসেবে কটাক্ষ করে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘‘এজেন্সি পাঠিয়ে লড়াই জেতা যাবে না। জনসমর্থনই তাঁর শক্তি। আসানসোলের এই ভিড়কে সাক্ষী রেখে মমতার হুঙ্কার- আমাকে তো দমাতে পারেনি! বাংলায় জিতে এবার দিল্লি যাব।’’

কেশপুরকে বিজেপির ‘শেষপুর’ করার ডাক অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কেশপুর, ১২ এপ্রিলঃ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘কেশপুর হবে সিপিএমের শেষপুর।’ পশ্চিম মেদিনীপুরের এই বিধানসভা আসনে এখন বামেদের প্রভাব নেই বললেই চলে। কেশপুরের জামসেদ আলি ভবনে চেনা ভিড় অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে। সেই এলাকায় মাথাচাড়া দিচ্ছে বিজেপি। ২০২১ সালে এই কেন্দ্রে সিপিএমকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিল বিজেপি। রবিবার সেই কেশপুরে সভা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আজকে আমি বলে যাচ্ছি, ২০২৬ সাল, এই কেশপুর কেন্দ্রে বিজেপির সরকারের শেষপুর। ২০২৯ সালের আগে কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙবে।’’ লোকসভা নির্বাচনে এই আসনে বিজেপির থেকে কয়েকগুণ এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। এ বার বিধানসভায় গোটা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে এই আসনে তৃণমূলকে রেকর্ড ব্যবধানে জেতার বার্তা দিলেন তৃণমূল সাংসদ। কেশপুর বিধানসভা এলাকায় সিপিএম নেতৃত্বের একাংশ বর্তমানে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছে বলে এ দিন অভিযোগ করেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ‘‘বাম আমলে কেশপুরে ধারাবাহিক ভাবে বিরোধীদের উপরে অত্যাচার করা হতো। যার নেতৃত্বে ছিলেন তরুণ রায়, ইমতিয়াজ আলি। প্রশাসন বলে কিছু ছিল না। সিপিএমের অন্যতম নেতা যাঁর নাম তন্ময় ঘোষ, তিনি এখন বিজেপির নেতা। তাঁর ভাই সুবীর ঘোষ বিজেপির নেতা। নতুন বোতলে পুরোনো মদ। জার্সি পাল্টে বাম থেকে রাম হয়েছে।’’ রাজ্যে পালাবদলের পরেও ২০১১ সালে এই আসন জিতেছিলেন বাম প্রার্থী রামেশ্বর দোলুই। ২০১৬ সালে সেই চিত্র বদলায়। প্রায় এক লক্ষের বেশি ব্যবধানে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা। তবে দ্বিতীয় আসনে ছিল সিপিএম। ২০২১ সালে মাত্র ৬ শতাংশ ভোট পায় সিপিএম। বিজেপি একলাফে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সিপিএমের বিশাল অংশের কর্মী, সমর্থক নেতৃত্ব বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন বলে এ দিন ইঙ্গিত দেন অভিষেক। তাঁর কটাক্ষ, ‘‘লাল রং একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেলে গেরুয়া হয়ে যায়। এখন তাই হয়েছে, বামের রং ফিকে হয়ে গিয়ে গেরুয়া হয়েছে। এই মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটি। আগামী দিন ২৪-এর ব্যবধানকেও টপকে যেতে হবে।’’ এ দিনের সভায় বেনাচাপড়া কঙ্কাল কাণ্ডের কথাও মনে করান অভিষেক।

আসরে রাহুল, সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা-খাড়্গে! বাংলার ভোটের প্রচারে ‘চাঁদের হাট’ বসাচ্ছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পারদ এখন সপ্তমে। একদিকে ঘাসফুল শিবিরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকা, অন্যদিকে গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লাগাতার আক্রমণ - এই দ্বিমুখী লড়াইয়ের মাঝে এবার দাপটের সঙ্গে প্রবেশ করছে জাতীয় কংগ্রেস। এত দিন স্থানীয় স্তরে প্রচার চললেও, এবার আসরে নামছেন স্বয়ং রাহুল গান্ধি। আগামী ১৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে একটি বিশাল জনসভা করতে আসছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। লক্ষ্য একটাই - হাত শিবিরের ‘তুরুপের তাস’ মুর্শিদাবাদকে কোনওভাবেই হাতছাড়া না করা। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের মানুষের আবেগকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই প্রথম সভার জন্য সামশেরগঞ্জকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে শুধু রাহুল গান্ধীই নন, আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে বাংলায় কংগ্রেসের প্রচারে কার্যত ‘চাঁদের হাট’ বসতে চলেছে। ওই দিন থেকে ধারাবাহিকভাবে ময়দানে নামবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। ভোটারদের মন জয় করতে দিল্লি থেকে উড়ে আসবেন এআইসিসি সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও। থাকছেন বিশিষ্ট বক্তা ইমরান প্রতাপগারী। এক লহমায় কেন্দ্রীয় নেতাদের এই ভিড় বুঝিয়ে দিচ্ছে, ছাব্বিশের লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়তে রাজি নয় হাত শিবির। মুর্শিদাবাদ বরাবরই কংগ্রেসের দুর্ভেদ্য গড় হিসেবে পরিচিত। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণে সেখানে তৃণমূল ও বিজেপির ক্রমবর্ধমান প্রভাব কংগ্রেসের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ঝিমিয়ে পড়া কর্মী-সমর্থকদের মনে নতুন করে অক্সিজেন জোগাতে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার মতো ‘তারকা’ প্রচারকদের ওপরই ভরসা রাখছে এআইসিসি। রাহুল গান্ধির সভা থেকে কী বার্তা উঠে আসে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন জেলার রাজনৈতিক কর্মীরা। কংগ্রেস যখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত, তখন

বিজেপিও তাদের প্রচারের ঝাপটা বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দফায় দফায় রাজ্যে এসে প্রচারের সুর বেঁধে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, প্রথম দফার প্রচার পর্বে সব মিলিয়ে ৩০টি জনসভা ও জনসংযোগ কর্মসূচি রয়েছে শাহের। প্রধানমন্ত্রী নিজে ১১টি মেগা জনসভা করবেন। পিছিয়ে নেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও, তাঁর ঝুলিতেও রয়েছে ১১টি সভা। শুধু তাই নয়, ভিন রাজ্যের হেভিওয়েট বিজেপি নেতাদেরও বাংলার লড়াইয়ে নামিয়ে দিয়েছে পদ্ম শিবির। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি রাজ্যে ১৩টি জনসভা করবেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ৯টি সভা করার দায়িত্ব পেয়েছেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব - প্রত্যেকেই ৮টি করে সভা করবেন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সহ-পর্যবেক্ষক নিতিন নবীন থাকছেন ১০টি সভায়। একদিকে মোদি-শাহ-যোগীদের ঝোড়ো ব্যাটিং, অন্যদিকে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের গড় রক্ষার লড়াই - সব মিলিয়ে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন যেন দিল্লির রাজনীতিরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে উঠেছে বাংলার মাটিতে। দুই জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের এই টক্করে শেষ পর্যন্ত বাংলার সাধারণ মানুষ কার দিকে পাল্লা ভারী করেন, তা সময়ই বলবে। আপাতত আগামী মঙ্গলবার সামশেরগঞ্জে রাহুলের সভার দিকেই নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল।

একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি প্রচার! মোদি থেকে শাহ-আদিত্যনাথ-কঙ্গনা-হেমা, প্রথম দফায় বাংলায় কার নামে ক'টা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম অমিত শাহ! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কর্মসূচির সংখ্যাই যেন সেই কথা বলছে। ৩০টি কর্মসূচি ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। সাযুজ্য রেখেই বঙ্গ বিজেপির চার্জশিট থেকে সংকল্পপত্র প্রকাশ, সবটাই হয়েছে নরেন্দ্র মোদির ডেপুটির হাত ধরে। আবার তিনিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে শুভেন্দু অধিকারীকে বলেছিলেন বলে খবর। শুধু বলেই ক্ষান্ত নয়। শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পর্বে হাজিরও থাকলেন। এরইমধ্যে আবার জানিয়েও দিয়ে গেলেন ভোট বঙ্গে টানা ঘাঁটি গেড়ে বসার কথা। সাম্প্রতিক রাজনীতিতে অমিত শাহকে বারবার নিশানা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে লড়াইটা আর শুধু আর শুভেন্দু অধিকারী,

শমীক ভট্টাচার্যদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সেই লড়াই ক্রমশ নিজের কাঁধেই তুলে নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তাঁর কর্মসূচি সাজানোতেই তা স্পষ্ট হচ্ছে বলে মত রাজনীতির কারবারিদের। ভোট ঘোষণার আগে থেকেই বাংলায় ঝোড়ো প্রচার চালাচ্ছে পদ্ম শিবির। ভোট ঘোষণার পর যেন গতি আরও বেড়ে গিয়েছে। আপাতত স্থির যা হয়েছে প্রথম দফায় নরেন্দ্র মোদির ১১টি কর্মসূচি রয়েছে। অমিত শাহর কর্মসূচির সংখ্যা সেখানে ৩০টি। আসছেন যোগী আদিত্যনাথও। রয়েছে একেবারে ১১টি কর্মসূচি। পাশাপাশি নীতিন নবীন থেকে রাজনাথ সিং, কেউই বাদ নেই। সূত্রের খবর, নীতিন নবীনের কর্মসূচির সংখ্যা ১০টি। রাজনাথ সিংয়ের ৬টি। নীতিন গডকরির কর্মসূচির সংখ্যা ২টি। জে পি নাড্ডার কর্মসূচির সংখ্যা ৬, মানিক সাহা ৯, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৮, মোহন চরণ মাঝি ৬, রেখা গুপ্তার সংখ্যা সেখানে ৫টি। ময়দানে আছেন কঙ্গনা রানাওয়াতও। তাঁর কর্মসূচির সংখ্যা ৭টি। স্মৃতি ইরানির কর্মসূচির সংখ্যা ১৩টি। এই কর্মসূচিগুলোর মধ্যে জনসভা এবং রোড শো রয়েছে। বিপ্লব কুমার দেবের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা সেখানে ৮টি। বাবুলাল মারান্ডির ক্ষেত্রে সংখ্যা ৪টি। অর্জুন মুণ্ডার ২ থেকে ৪। হেমা মালিনীর সেখানে একটি কর্মসূচি।

সুরের জগতে নক্ষত্র পতন, ৯২-তে প্রয়াত আশা ভোঁসলে

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ এপ্রিলঃ সুরের জগতে মহা পতন। প্রয়াত এশিয়ার ‘নাইটেঙ্গল’ আশা ভোঁসলে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ সকলে। গতকাল সন্ধ্যাবেলাতেই বুকে সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন আশা ভোঁসলে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। আজ দুপুরে এল দুঃসংবাদ। পরিবারের তরফে তাঁর মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত করা হয়। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মাল্টিপল অর্গান ফেলিওরের কারণে আশা ভোঁসলের মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামিকাল বিকেল ৪টের সময় মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে আশা ভোঁসলের। ১৯৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে সঙ্গীত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন আশা ভোঁসলে। মাত্র ১০ বছর বয়সে প্রথমবার সিনেমায় গান গেয়েছিলেন তিনি। মারাঠি ছবি ‘মাজা বাল’ সিনেমায় গেয়েছিলেন ‘চালা চালা নাভ বালা’। সেই থেকে শুরু। আট দশকের দীর্ঘ কেরিয়ারে ২০টিরও বেশি ভাষায় ১১ হাজারের বেশি গান গেয়েছেন তিনি। ‘ও হাসিনা জুলফোবালি’-র মতো গান যেমন গেয়েছেন, তেমনই ‘দিল চিজ ক্যায়া হ্যায়’র মতো গজল ও বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল গানও গেয়েছেন। শর্মিলা ঠাকুর, আশা পারেখ, রেখা, উর্মিলা মাতোন্ডকার, করিশ্মা কপূর, ঐশ্বর্য্য রাই বচ্চন- বলিউডের বিভিন্ন সময়ের অভিনেত্রীদের কণ্ঠে গান গেয়েছেন তিনি। ২০২২ সালে তিনি শেষ হিন্দি সিনেমায় গান গেয়েছিলেন। ৯১ বছর বয়সে ‘সাইয়া

বিনা’ গান প্রকাশ করেন। এই গান তাঁর প্রয়াত স্বামী তথা সঙ্গীত পরিচালক আরডি বর্মনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি উমরাও জান সিনেমায় গান গাওয়ার জন্য প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে ইজাজত সিনেমার জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুরস্কার পান। এরপর ২০০০ সালে ভারতীয় সিনেমার সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড পান। ২০০৮ সালে পদ্মবিভূষণ পান। কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করলেও, ব্যক্তিগত জীবনে নানা সময়ে চড়াই-উতরাইয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ব্যক্তিগত সেক্রেটারি গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে পালিয়ে যান এবং বিয়ে করেন। তিন সন্তান হয় তাদের, তবে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের কাছে অত্যাচারিত হতেন। শেষে ১৯৬০ সালে গণপতরাওয়ের থেকে আলাদা হয়ে যান তিনি। ২০ বছর পর আশা ভোঁসলে বিয়ে করেন রাহুল দেব বর্মনকে। ২০১২ সালে তাঁর মেয়ে বর্ষা আত্মহত্যা করেন। তাঁর বড় ছেলে হেমন্ত ২০১৫ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। ছোট ছেলে আনন্দ আজ মায়ের মৃত্যু খবর দেন। তাঁর দিদি লতা মঙ্গেশকরও সুরের জগতে আরেক নক্ষত্র ছিলেন। এক সময়ে দুই বোনের মধ্যে রেষারেষির গল্পও খুব চর্চিত হয়েছিল। তবে পরে লতা মঙ্গেশকর এক সাক্ষাকারে জানিয়েছিলেন যে নিজেরাই এই সমস্ত গল্প নিয়ে হাসাহাসি করতেন। জীবনের অদ্ভূত সমাপতন, দুই বোনই একই বয়সে প্রয়াত হলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, ‘আশা ভোঁসলেজির প্রয়াণে অত্যন্ত দুঃখিত। উনি দেশের সবথেকে আইকনিক ও প্রতিভাবান কণ্ঠ ছিলেন। কয়েক দশকব্যাপী তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতযাত্রা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিশ্বজুড়ে অগণিত হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।’ স্মৃতিচারণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

যামিনী রায়ের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

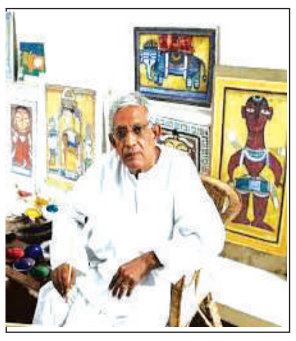

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ যামিনী রায়ের জন্মদিবসে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে একটি বার্তার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার উজ্জ্বল নক্ষত্র, বাংলার গর্ব, ''যামিনী রায়ের জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।''উল্লেখ্য, যামিনী রায় তাঁর অনন্য সৃজনশীলতার মাধ্যমে বাংলার লোকচিত্র, বিশেষ করে 'কালীঘাট পটচিত্র' শিল্পকে বিশ্বদরবারে সমাদৃত করে তুলেছিলেন। প্রথাগত পটুয়া না হয়েও তিনি নিজেকে পটুয়া হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ১৮৮৭ সালের ১১ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামতরণ রায় এবং মাতার নাম নগেন্দ্র বালা দেবী।চিত্রশিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে ১৯০৩ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। শিল্পকলায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'পদ্মভূষণ'এ ভূষিত করে। এছাড়াও ১৯৫৫ সালে তিনি ললিতকলা একাডেমির শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন। চারু শিল্পের ইতিহাসে প্রথম ললিতকলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্রশিল্পী হিসেবেও তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তামিলনাড়ুতে এবারের এনডিএ সরকার গঠন করবে, আশাবাদী প্রহ্লাদ যোশী

হুবলি-ধারওয়াড় (কর্ণাটক), ১২ এপ্রিল ঃ তামিলনাড়ুতে এবারের ভোটে এনডিএ জিতবে বলে আশাবাদী বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তিনি বলেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে এবার তামিলনাড়ুতে এনডিএ সরকার গঠন করবে এবং এই নির্বাচনের পর এমকে স্ট্যালিন ও উদয়নিধি স্ট্যালিনের অপশাসনের অবসান ঘটবে।কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে কংগ্রেস পার্টির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। এটি ডিকে শিবকুমার এবং সিদ্দারামাইয়ার মধ্যকার লড়াই এবং তাছাড়াও, তারা সবসময় সংখ্যালঘু ভোটারদের উপর নির্ভর করে। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তোষণ করে শুধুমাত্র তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠদের আমি বলিঃতারা আপনাদের ভোট নেয় কিন্তু শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের কথাই ভাবে। কর্ণাটকের উপনির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি বিজেপির জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক ফলাফলের আশা করছি।

রাজ্যে আসছেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার

কলকাতা,১২এপ্রিলঃভোটের প্রাক্কালে রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে তিনদিনের সফরে সোমবার রাজ্যে আসছেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। তাঁর সঙ্গে থাকছেন কমিশনের আরও দুই শীর্ষ আধিকারিক অভিনব আগরওয়াল ও এসবি জোশি।কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, সোমবার দিল্লি থেকে প্রথমে অন্ডাল বিমানবন্দরে পৌঁছবেন তাঁরা। সেখান থেকে সড়কপথে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় গিয়ে দিনভর প্রশাসনিক পর্যালোচনা করবেন। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন কমিশনের প্রতিনিধি দল।সবশেষে বুধবার সকালে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে একটি জরুরি বৈঠক করবেন তাঁরা। সেখানে জেলার রিপোর্ট, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কাটিহারে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ১২ এপ্রিলঃ বিহারের কাটিহার জেলার কোড়া ব্লকের বাসগড়া চকের কাছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে শনিবার গভীর রাতে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।রবিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সামাজিক মাধ্যমে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই ঘটনাকে অত্যন্ত ' বেদনাদায়ক' বলে বর্ণনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি অবিলম্বে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে তদারকি করছেন। বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবও এই দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।জানা গেছে, হরদা থেকে পূর্ণিয়াগামী একটি বাস প্রথমে দুই বাইক আরোহীকে পিষে দেয় এবং তারপরে সামনে থেকে আসা একটি যাত্রীবোঝাই পিকআপ ভ্যানে সরাসরি ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় ১০ জন মহিলা, ২ জন পুরুষ এবং ১টি শিশুসহ মোট ১৩ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১১ জন পূর্ণিয়ার এবং ২ জন কাটিহারের বাসিন্দা।নিহতদের মধ্যে রয়েছেন-তলু সোরেন (৪৮), রাধিকা হাঁসদা (১৯), তেলমি দেবী (৪০), পাপ্পু হাঁসদা, তলপু সোরেন, তানা টুডু, বিটিকা মান্ডি, পাপ্পু দেবী, চিন্তামণি মাহাতো (৩৫), সদানন্দ মুর্মু, দুর্গা বাশকি (৬০), রঞ্জিতা হেমব্রম (৫৫)। অপর একজনের পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি।এই দুর্ঘটনায় ৩২ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাথমিক চিকিসার পর গুরুতর আহতদের পূর্ণিয়া জিএমসিএইচ-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে।ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ইতবারি বাসুকি জানান, বাসের গতি অত্যন্ত বেশি ছিল এবং চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। বাসটি প্রথমে বড়হরা কোঠি থেকে ফেরা সদানন্দ মুর্মু ওরফে রাজেশ (৪০) ও তাঁর ছেলেকে পিষে দেয়। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝাড়খণ্ডের মেলা দেখে ফেরা পুণ্যার্থীবোঝাই পিকআপ ভ্যানটিতে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মৃতদেহগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল আহতদের চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছে বলে মনে করা হয়।

ইজলামাবাদে ব্যর্থ শান্তি আলোচনা, ইরানের সঙ্গে সমঝোতা হল না আমেরিকার দেশে ফিরলেন ভ্যান্স

ইজলামাবাদ, ১২ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ প্রায় ২১ ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকের পরও ইরান ও আমেরিকার মধ্যে কোনও সমঝোতা হল না। ইজলামাবাদে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় কোনও চুক্তি ছাড়াই দেশে ফিরলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে. ডি. ভ্যান্স।শনিবার শুরু হওয়া এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক রবিবার ভোর পর্যন্ত চলে। দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু-বিশেষ করে পারমাণবিক কর্মসূচি, হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি-নিয়ে আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত মতৈক্যে পৌঁছানো যায়নি।মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে. ডি. ভ্যান্স জানান, দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা কোনও চুক্তিতে পৌঁছাতে পারিনি। আমাদের দৃষ্টিতে এটি ইরানের জন্য আরও বড় খারাপ খবর। তিনি আরও স্পষ্ট করেন, আমেরিকার মূল দাবি ছিল-ইরান যেন কোনওভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা সেই সক্ষমতা অর্জনের পথে এগোতে না পারে। কিন্তু ইরান সেই শর্ত মানতে রাজি হয়নি বলেই আলোচনা ভেঙে যায়।জানা গেছে, রবিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৯ মিনিটে ' এয়ার ফোর্স টু' বিমানে করে পাকিস্তান ছাড়েন ভ্যান্স। এর আগে তিনি ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সরাসরি আলোচনা চালান, কিন্তু কোনও ফল মেলেনি।এদিকে পাকিস্তান এই আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। ভ্যান্স পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির-এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলতে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে, ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই সামাজিক মাধ্যমে জানান, আলোচনায় একাধিক বার্তা ও নথি বিনিময় হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। তবে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ব্যর্থ আলোচনা পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা এবং পারমাণবিক ইস্যু ঘিরে ভবিষ্যতে উত্তেজনা আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বিহারে পর্যবেক্ষক শিবরাজ, দায়িত্ব পেলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

রাইসেন ও নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় যাওয়ার পরে বিহারের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে চর্চা রয়েছে রাজনীতিতে। নীতীশের দল জেডিইউ, না কি জোট সঙ্গী বিজেপির কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রবিবার বিজেপির সংসদীয় বোর্ড বিহারে বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচনের জন্য পর্যবেক্ষক হিসাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের নাম ঘোষণা করল।প্রসঙ্গত, বিহার সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৪ এপ্রিল সকাল ১১টায় নীতীশ-মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়েছে এবং সেটিই এই পর্বের শেষ বৈঠক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সে দিনই নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা হতে পারে বলে অনেকের মত। এই পরিস্থিতিতে শিবরাজের নিয়োগ ঘিরে বিহারের রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী-জল্পনা আরও বাড়ল।বিহারে দলের পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের জন্য বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এই দায়িত্ব পাওয়ার পর রবিবার মধ্যপ্রদেশের রাইসেনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, আমি দলের একজন কর্মী এবং কর্মী হিসেবে আমার ওপর অর্পিত যে কোনও কাজ সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে করা আমার কর্তব্য। দল আমাকে যে দায়িত্বই দিক না কেন, আমি তা পালন করি। আমি ১৪ তারিখে বিহার যাব।উল্লেখ্য, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং জেডি (ইউ)-এর জাতীয় সভাপতি নীতীশ কুমার ১০ এপ্রিল রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

আরএসএস-এর নামে ফের ভুয়ো চিঠি, আবারও কংগ্রেসের নিম্নমানের রাজনীতি প্রকাশ্যে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ এপ্রিল ঃ অসমে নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নামে আবারও একটি ভুয়ো চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, এটি আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন। অসমে আরএসএস এবং বিজেপি সম্পর্কে কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের অশালীন ও অমার্জিত মন্তব্যের পর আরএসএস-এর নামে এই ভুয়ো চিঠি প্রকাশের ঘটনাটিকে কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। আরএসএস-এর প্রচার বিভাগের প্রাক্তন কার্যকর্তা এবং সুরুচি পাবলিকেশনসের সভাপতি রাজীব তুলি এই ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন, যদিও এটি আমাদের স্বয়ংসেবক এবং আরএসএস-এর সঙ্গে পরিচিতদের প্রভাবিত করে না, তবে নির্বাচনী রাজনীতির জন্য অহেতুক আরএসএস-কে আক্রমণ করে কংগ্রেস আরও নীচে নামছে। মানুষ এই নিম্নমানের মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করছে।প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর লেটারহেডে এবং আরএসএস সরসঙ্ঘচালকের ভুয়ো স্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিটির ভাষা এতটাই নিম্নমানের ও দুর্বল যে, আরএসএস-এর কোনও স্বয়ংসেবক তো দূরের কথা, সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন যে কেউই তা প্রত্যাখ্যান করবে। অভিযোগ, এই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে যে অসমে বিজেপির অভ্যন্তরে যা ঘটছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠেছে, তা গুরুতর এবং এর সমাধান করা আবশ্যক। এর মাধ্যমে আরএসএস নিজস্ব অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। অধিকন্তু, চিঠিটি প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক বা পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে।রাজীব তুলি এটিকে একটি হাস্যকর ও নির্লজ্জ প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এটি কংগ্রেসের প্রচার বিভাগ করুক বা অন্য কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী, তারা আরএসএস এবং তার স্বয়ংসেবকদের বুঝতে ব্যর্থ। তাদের এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই যে, আরএসএস কখনও তার কোনও সহযোগী সংগঠনকে চিঠি লেখে না বা প্রকাশ্যে নির্দেশ দেয় না, ভারতীয় জনতা পার্টিকে তো নয়ই। আরএসএস এবং এর সমমনো ভাবাপন্ন সংগঠনগুলোর কার্যপদ্ধতি এতটাই শক্তিশালী যে, সংগঠনটির সকল ঊর্ধ্বতন কার্যকর্তা নির্দিষ্ট সময় পর পর সমন্বয় সভায় মিলিত হন, জাতীয় ও সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং তারপর সেগুলোর ওপর সমন্বিতভাবে কাজ করেন। আরএসএস তার কোনও সহযোগী সংগঠনকে নির্দেশ দেয় না বরং, এটি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যা বা বিবাদের সমাধান করে। তা সত্ত্বেও, আরএসএস-এর বিরোধীরা এই ধরনের নিম্নমানের ও ভুয়ো চিঠি প্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের স্নায়ুচাপ এবং নির্বাচনী পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে। তাদের কি কোনও ইস্যুর অভাব আছে বা জনসমর্থনের অভাব হয়েছে যে তারা নির্বাচনী রাজনীতিতে আরএসএস-এর নাম ব্যবহার করতে চাইছে?রাজীব তুলি বলেন, অসমে আরএসএস সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতির করা মন্তব্যগুলো স্বয়ং দেশের বিরুদ্ধে। এগুলো গৃহযুদ্ধের ডাক দেওয়ার সমতুল্য। মুসলিম ভোটের লোভে এবং আরএসএস-এর নামে ভয় ছড়ানোর চেষ্টায় তিনি আরএসএস-কে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এমনকি নমাজের পরেও আরএসএস-কে হত্যা করার জন্য হামলা চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন। কংগ্রেস বরাবরই হিন্দু ও মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টান, অথবা হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতপাতের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখলের মানসিকতা পোষণ করে এসেছে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ যে, মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। তারা এই ভয় দেখানোর রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এসেছে। সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্তরা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের কাজ এবং নিরন্তর আলোচনার মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে ছড়ানো মিথ্যাগুলো অনেকাংশেই খণ্ডন করেছেন। আরএসএস সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবতও বহু প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে স্পষ্ট করেছেন যে, ভারতীয় হিন্দু এবং ভারতীয় মুসলিমদের ডিএনএ একই। আমাদের পূর্বপুরুষরা একই। কেবল উপাসনার রীতি এবং পোশাকের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে। আরএসএস মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের সঙ্গেও নিরন্তর ও সুস্থ আলোচনা বজায় রাখে এবং জাতীয় স্বার্থে সমগ্র সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য তাদের আহ্বান জানায়।

কয়লা কেলেঙ্কারিঃকলকাতায় ইডির চার্জশিট পেশ, ৬৫০ কোটির দুর্নীতির তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ প্রায় ৬৫০ কোটি টাকার কয়লা চুরি এবং তোলাবাজি মামলায় পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কলকাতার বিশেষ আদালতে চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।ইডির কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে পেশ করা এই চার্জশিটে চিন্ময় মণ্ডল, কিরণ খান এবং তাঁদের সহযোগীদের নাম রয়েছে। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর অধীনে এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে।তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এটি একটি সুসংগঠিত চক্র যা অবৈধ কয়লা খনি, চুরি, বেআইনি পরিবহন এবং জালিয়াতির মাধ্যমে চলত। ইডি-র তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, কয়লা পরিবহন এবং এই সিন্ডিকেট সচল রাখতে রাজ্য সরকারের কিছু আধিকারিক এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়মিত ঘুষ দেওয়া হতো। দুর্গাপুর ও আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল), সিআইএসএফ এবং স্থানীয় পুলিশের দায়ের করা মোট ৫৪টি এফআইআরের ভিত্তিতে এই তদন্ত শুরু করে ইডি।তদন্তে জানা গিয়েছে, চিন্ময় মণ্ডল এবং কিরণ খান একটি সুসংগঠিত কয়লা সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি তাঁদের পিএমএলএ-র ১৯ নম্বর ধারায় গ্রেফতার করা হয়। ইডি-র দাবি, এই সিন্ডিকেট বৈধ লটারির ডেলিভারি অর্ডার হোল্ডার, পরিবহনকারী এবং ক্রেতাদের কাছ থেকে পদ্ধতিগতভাবে তোলা আদায় করত। এই তোলাবাজিকে ' জিটি (গুন্ডা ট্যাক্স) বা 'রঙদারি ট্যাক্স' বলা হতো, যা কাগজে-কলমে হ্যান্ডলিং ফি বা দান হিসেবে দেখানো হতো।জানা গিয়েছে, প্রতি টন কয়লায় ২৭৫ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত তোলা নেওয়া হতো, যা কয়লার প্রকৃত মূল্যের প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। এই জুলুমের কারণে বরাদ্দ হওয়া কয়লা অনেকেই তুলতে পারতেন না, ফলে ইসিএল-এর ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। গত পাঁচ বছরে শুধুমাত্র এই তোলাবাজির মাধ্যমেই ৬৫০ কোটি টাকারও বেশি বেআইনি আয় হয়েছে বলে তদন্তকারীদের অনুমান।তদন্ত চলাকালীন বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট, ব্যাঙ্কের নথি এবং ডিজিটাল প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে। গত ২১ নভেম্বর ২০২৫ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর অভিযানে প্রায় ১৭.৫৭ কোটি টাকা নগদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডি-র মতে, অভিযুক্তরা ভুয়ো কোম্পানি খুলে এই কালো টাকা সাদা করার চেষ্টা করতেন।

আশা ভোঁসলের প্রয়াণ সঙ্গীতজগতে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করলোঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ এপ্রিল ঃ কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এক্স মাধ্যমে শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি জানান, আশা ভোঁসলের প্রয়াণ সঙ্গীতজগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করলো। রবিবার ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন আশা ভোঁসলে। তাঁর প্রয়াণে সুরের যুগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হল। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে

আশার।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, আশা ভোঁসলেজির প্রয়াণ সঙ্গীত জগতে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। একজন কিংবদন্তিতুল্য গায়িকা হিসেবে তাঁর কর্মজীবন ভারতের সঙ্গীতের একটি যুগকে সংজ্ঞায়িত করেছে। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপচারিতার মধুর স্মৃতি আমার রয়েছে। একজন শিল্পী এবং ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজের শর্তে জীবনযাপন করেছেন। সুমধুর ও কালজয়ী কণ্ঠ দিয়ে তিনি কয়েক দশক ধরে ভারতীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সঙ্গীত চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাঁর মৃত্যু সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর পরিবার এবং অগণিত অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।অন্যদিকে কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে সোমবার। মুম্বইয়ের দাদর স্থিত ঐতিহাসিক শিবাজি পার্কে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। রবিবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শনিবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।আশা ভোঁসলের পুত্র আনন্দ ভোঁসলে এদিন জানিয়েছেন, বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল, যার ফলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত তাঁর মরদেহ লোয়ার পারেলের বাসভবনে শায়িত রাখা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ ও গুণমুগ্ধরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। এরপর বিকেল ৪টে নাগাদ শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী আশিস শেলার গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, আজ মহারাষ্ট্র তথা গোটা দেশ শোকাচ্ছন্ন। একটি যুগের অবসান হলো। আশাটাই (আশা দিদি) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর উপস্থিতি আমাদের বছরের পর বছর মানসিক প্রশান্তি দিত। দুঃখকে জয় করে মানুষকে আনন্দ দেওয়াই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। গোটা বিশ্ব তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ ছিল। মন্ত্রী আরও জানান, পরিবারের ইচ্ছানুযায়ী মরদেহ বাড়িতে রাখার পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় জানানো হবে এই কিংবদন্তিকে।

অন্যান্য অফিসের কর্মী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দ্রুত মেটানোর উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,১২এপ্রিলঃরাজ্যের অনুদান পাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অফিসের কর্মী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দ্রুত মেটানোর উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের অর্থ দপ্তর অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। দপ্তরগুলির কাছে চিঠি পাঠিয়ে নবান্ন বলেছে, ১ এপ্রিলের বৈঠকে ২০০৮ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ এবং ডিআর প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দিষ্ট এসওপি তৈরির নির্দেশ দেওয়া দেওয়া হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দপ্তর সেই এসওপি জমা দেয়নি। এর ফলে বকেয়া ডিএ মেটানোর প্রক্রিয়া অকারণে বিলম্বিত হচ্ছে। তাই অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে ১৩ এপ্রিলের মধ্যে এসওপি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অর্থ দপ্তর যে দপ্তরগুলিকে এই নির্দেশ পাঠিয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর, স্কুল শিক্ষা দপ্তর, গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর, নগর উন্নয়ন ও পুর দপ্তর, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর, পরিবহণ দপ্তর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই এসওপি জমা পড়লেই বকেয়া ডিএ বা ডিআর প্রদানের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে এবং ধাপে ধাপে তা মেটানো হবে। বৃহস্পতিবার হাড়োয়ার জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মীদের বকেয়া ডিএ দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হবে বলেই জানিয়েছিলেন।

তৃণমূলে যোগ দিলেন নেতাজির পৌত্র চন্দ্র বসু, দুষলেন বিজেপিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃবিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে যোগ দিলেন চন্দ্র বসু। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের এই সদস্য রবিবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ব্রাত্য বসু এবং তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের উপস্থিতিতে রাজ্যের শাসকদলে যোগ দেন। তৃণমূলে যোগ দিয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন চন্দ্র। তিনি বলেন, বিজেপি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ মানে না। বিজেপিতে থেকে নেতাজির আদর্শ নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়।তৃণমূলে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আজ আমরা দেখছি যে, বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াচ্ছে। এখন ভারতকে বাঁচাতে এবং বিভেদের রাজনীতিকে রুখতে লড়াই করতে হবে। চন্দ্র কুমার বসু আরও বলেন, বিজেপি সংবিধানের বিরুদ্ধে, কারণ তাদের একমাত্র এজেন্ডা হলো বিভাজন ও শাসন, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য সম্প্রদায়গুলোকে বিভক্ত করা। এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন আমার পিতামহ শরৎচন্দ্র বসু এবং তাঁর ছোট ভাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আমি বিজেপির এই চিন্তাভাবনা মেনে নিতে পারি না। আমি দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনও দলে যোগ দিইনি। আমি দেখেছি তৃণমূল একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণের কাছাকাছি আসে। তিনি আরও বলেন, বাংলায় নির্বাচন হচ্ছে। তৃণমূল অবশ্যই জিতবে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার অনেক বড় দায়িত্ব তৃণমূলের। 'ভারতীয়' হওয়ার ধারণা বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তবেই আমরা টিকে থাকব। আমি জ্যোতিষী নই, কিন্তু নিশ্চিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর থেকে) জিতবেন।

সোমবার ' নারী শক্তি বন্দন সম্মেলন'-এ বার্তা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিলঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার নয়াদিল্লিতে ' নারী শক্তি বন্দন সম্মেলন'-এ ভাষণ দেবেন। ভারতের উন্নয়ন গতিপথ নির্ধারণে নারীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণের প্রতি অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এই জাতীয় পর্যায়ের সম্মেলনটির আয়োজন করা হচ্ছে। এতে পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত সকল স্তরে শাসন ও নেতৃত্বে নারীদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হবে। এই কর্মসূচিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের বর্ধিত প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বের ওপরও জোর দেওয়া হবে।বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী নারীদের পাশাপাশি সরকার, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, উদ্যোক্তা, গণমাধ্যম, সমাজসেবা এবং সংস্কৃতির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত করার যাত্রাপথে নারীদের ভূমিকার ওপর এই সম্মেলনটি আলোকপাত করবে।২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, সংসদ আইনসভাগুলিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য ' নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাশ করে। এই আইনে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারাদেশে নারী সংরক্ষণ বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করে এই মাসের ১৬ তারিখ থেকে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করা হবে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন নতুন আইডিয়া আর এনার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি নিজেকে নতুন প্রজেক্ট বা লক্ষ্যগুলোর দিকে এগোতে দেখবেন। আপনার লিডারশিপ ক্ষমতা সবাই চিনবে, আর মানুষ আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে।
বৃষঃ শারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। তাাহুো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে ব। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে। অর্থ ব্যয় হবে
মিথুনঃ আজকের দিনটা খুবই ইতিবাচক দেখাচ্ছে। এটা আপনার জন্য সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন সম্পর্ক গড়ার সময়। শুভদিন
কর্কট রাশি ঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা ঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা। করে দিতে চাইবেন। শুভ দিন হবে
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ ব্যয় হবে।
ধনুঃবিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।
মকরঃ যদি আপনি সাম্প্রতিককালে হতাশ বোধ করে থাকেন-তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ এবং চিন্তা অত্যধিক সেই প্রয়োজনীয় অব্যাহতি দেবে।
কুম্ভঃ আজকের দিনটা বিশেষ। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে আর আপনি নতুন আইডিয়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইন্সপিরেশন পাবেন। পুরনো একটা প্রজেক্ট শেষ করার সময় এসে গিয়েছে, যেটা আপনার জন্য শান্তি নিয়ে আসবে। এই মুহূর্তে আপনার রিলেশনশিপে ভাল সময় থাকবে।
মীনঃএকটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। আপনি যার সঙ্গে থাকেন তার সঙ্গে বিতর্ক শুরু না করার জন্য সতর্ক থাকুন-যদি কোন দ্বন্দ্বমূলক ব্যাপার থেকেও থাকে তাহলেও তা ভদ্রভাবে সমাধান করা উচিত। সংসারে শান্তি আসতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হবে। শুভ রং লাল

আবহাওয়া

আগামী কয়েক দিন রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কমার কোনও লক্ষণ নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে আবহাওয়া বদলালেও মূলত শুষ্ক পশ্চিমী ও উত্তর-পশ্চিমী বাতাসের কারণে গরম বাড়বে পাল্লা দিয়ে।রবিবার দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ১৩ থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলোতে ফের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও দুই মেদিনীপুরে হালকা বর্ষণ হতে পারে। তবে ১৪ থেকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া চরমে পৌঁছাবে। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী পাঁচ দিনে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে লু-এর মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং-এই তিন জেলায় বৃষ্টির দাপট বেশি থাকতে পারে। বৃষ্টির পাশাপাশি এই জেলাগুলোতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। তবে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৩শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৬মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৩মনিটে হতে পারে।

সন্দেশখালিতে টিনের বাক্সে মা-মেয়ের অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১২ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত এলাকায় রবিবার ভোরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। বাড়ির ভিতরে একটি টিনের বাক্স থেকে মা ও তাঁর তিন মাসের কন্যার অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনার জেরে মৃতার স্বামী বিপ্লব মাইতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সুনীতা মাইতি (৩৫) এবং তাঁর তিন মাসের কন্যা শুদ্ধি মাইতি। রবিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ আচমকাই চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন বিপ্লব মাইতি। তাঁর চিৎকার শুনে পরিবারের অন্য সদস্যরা এবং প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। বিপ্লবের দাদা ও বৌদি অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার ঘরে গিয়ে দেখেন, ঘরের ভিতর ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পরিস্থিতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। ঘরের ভিতরে একটি বড় টিনের বাক্সের ঢাকনা খোলা অবস্থায় ছিল। সেই বাক্সের ভিতরেই অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল সুনীতা এবং তাঁর কন্যার দেহ। দ্রুত প্রতিবেশীদের সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করে সন্দেশখালির খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হাওড়ার ডোমজুড়ে পাকুড়িয়া ব্রিজে দুর্ঘটনা, জখম বাইক আরোহী দম্পতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১২ এপ্রিল ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ে পাকুড়িয়া ব্রিজে দুর্ঘটনা, জখম বাইক আরোহী দম্পতি। রবিবার দুপুরে হাওড়ার ডোমজুড়ের পাকুড়িয়া ব্রিজের উপরে একটি বাইকে ধাক্কা মারে পিছন থেকে ছুটে আসা একটি লরি। ঘটনাস্থলে বাইক আরোহী এক দম্পতি জখম হন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, লরিটিকে আটক করা হয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাস্তার সিসিটিভি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের বাড়ি বাঁকড়া পশ্চিম পাড়ায় বলে জানা গেছে।

হুগলিতে ১৮-০ হবে, বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে বিজেপি ১০০ বার ভাববে

দুরন্তবার্তা, প্রীতম সাধুখাঁ, হুগলী, ১২ এপ্রিল ঃ বিপুল সংখ্যায় মানুষের উপস্থিতি, মা বোনেদের উপস্থিতি প্রমাণ করছে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জিতছে। আঠেরো শূন্য হবে হুগলির ফলাফল। বুধবার হুগলির সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা ময়দানে আয়োজিত সভায় এই কথা বলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এদিন তিনি বলেছেন এদিন তিনি ডানলপ কারখানার ময়দানে বিজেপির বিসর্জনের খুঁটি পুজো করে দিয়ে গেলেন। দশমীর বিসর্জন টা আগামী ৪ মে হবে। যারা মানুষকে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রেখেছেন। এই নির্বাচনে শুধু মাত্র তৃণমূল প্রার্থীদের জেতানোর নির্বাচন নয়। গত ২০২১ সালের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী শুধু মাত্র আরামবাগ মহকুমার চার আসন হাতছাড়া হয়েছিল। জেলার ১৮ আসনের মধ্যে আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, পুরশুরা ছাড়া বাকি ১৪ আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল। গত সপ্তাহে খানাকুলে সভা করেছি। সভা ছিল বিকেল চারটে থেকে। যেতে দেরি হয়েছিল। কিন্তু সেখানে বেলা এগারোটা থেকে মানুষ অপেক্ষা করছিল। এবার ওই চার আসনে এবার তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। জোড়া ফুল ফুটবে। জেলার বাকি আসনগুলো থেকে এমনভাবে জবাব দিতে হবে, যাতে আগামীদিনে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার আগে বিজেপি যেন একশবার ভাবে। আজকে যেভাবে গরিব মানুষের একশ দিনের টাকা,বাড়ির টাকা, গ্রামীণ রাস্তার টাকা, জল জীবন প্রকল্পের টাকা ওরা আটকেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে অভিষেক ব্যানার্জীর বলেছেন, কয়েকদিন আগে অমিত শা বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করে বলেছেন, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের নাকি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেবেন। আমি আজ আমার এক্স হ্যান্ডেলে একটা ভিডিও পোস্ট করেছি। সেখানে দেখ বেন, যে বিজেপি নির্বাচনের আগে বিহারের মায়েদের ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছিল, নির্বাচনের পর তাঁদের বাড়িতে গিয়ে টাকা ফেরত চাওয়া হচ্ছে। না দিলে বুল ড্রোজার চালিয়ে তাঁদের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে বিজেপির আসল স্বরূপ। অমিত শাহ বলেছেন বাংলায় তারা ক্ষমতায় এলে লদীর ভান্ডার হবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, দেশের দশ থেকে বারোটি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে।

প্রথম দফার ভোটে রেকর্ড ভোটার সংখ্যা, মুর্শিদাবাদে সর্বাধিক; প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ এপ্রিলঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে নজিরবিহীন চিত্র। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দফায় মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৭১ জন ভোটার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এই বিপুল সংখ্যক ভোটারই প্রমাণ করছে যে, রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়া কতটা বিস্তৃত এবং অংশগ্রহণমূলক। আগামী ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। এই দফায় রাজ্যের ১৬টি জেলার মোট ১৫২টি বিধানসভা আসনে ভোট প্রক্রিয়া আয়োজিত হবে। কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই আসনগুলিতে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৯৬ জন, মহিলা ভোটার রয়েছেন ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ২১০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৪৬৫। এই পরিসংখ্যান রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণের একটি স্পষ্ট প্রতিফলন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রথম দফার এই ভোটারের সংখ্যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তুলনীয়। ২০২৬ সালের তথ্য অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা যেখানে ২ কোটি ৭২ লক্ষ এবং বেলজিয়ামের জনসংখ্যা ১ কোটি ১৮ লক্ষ, সেখানে বাংলার প্রথম দফার ভোটারের সংখ্যা এই দুই দেশের জনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফলে এই নির্বাচন শুধু রাজ্যের মধ্যেই নয়, বৈশ্বিক স্তরেও এক গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান হিসেবে উঠে এসেছে। প্রথম দফার পর ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। সেই দফায় বাকি ১৪২টি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আগামী ৪ মে ঘোষণা করা হবে নির্বাচনের ফলাফল। ইতিমধ্যেই প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে যাতে প্রতিটি ভোটার নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছেন। এই জেলায় মোট ৫০ লক্ষ ২৬ হাজার ভোটার প্রথম দফায় ভোট দেবেন। সংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, যেখানে ভোটারের সংখ্যা ৪১ লক্ষ ৬০ হাজার। পশ্চিম মেদিনীপুরে ভোটারের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৭০ হাজার। অন্যদিকে, সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে কালিম্পং জেলায়, যেখানে মাত্র ২ লক্ষ ১ হাজার ভোটার ভোটগ্রহণে অংশ নেবেন। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহারে সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে, সংখ্যাটি ২২ লক্ষ ৬৩ হাজার। জলপাইগুড়িতে ১৭ লক্ষ ১৯ হাজার এবং আলিপুরদুয়ারে ১১ লক্ষ ৬৪ হাজার ভোটার রয়েছেন। দার্জিলিং জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১১ লক্ষ ১০ হাজার। এছাড়াও উত্তর দিনাজপুরে ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ১১ লক্ষ ৫৯ হাজার ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। মালদা জেলায় ভোটারের সংখ্যা ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়ায় ২৯ লক্ষ ১৯ হাজার, পুরুলিয়ায় ২২ লক্ষ ৫২ হাজার এবং ঝাড়গ্রামে ৯ লক্ষ ১০ হাজার ভোটার রয়েছেন। পশ্চিম বর্ধমানে ভোটারের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৬৫ হাজার এবং বীরভূমে ২৬ লক্ষ ৯১ হাজার। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে ভোটারদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

বনগাঁ উত্তরে রবিবাসরীয় প্রচার ঘিরে উত্তেজনা, বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে তপ্ত এলাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা ১২ এপ্রিলঃ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের সাহা পাড়া এলাকায় রবিবার সকালে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়ার নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, শেষপর্যন্ত বনগাঁ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হয়। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার সকালেই। বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সাহা পাড়া এলাকায় প্রচার কর্মসূচি শুরু করেন। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূলের একাংশ কর্মী-সমর্থক তাঁদের মিছিলে ঢুকে পড়ে এবং প্রচারে বাধা দিতে শুরু করে। বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে 'গো ব্যাক' স্লোগান তুলতে থাকেন তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পালটা স্লোগানে সরব হন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরাও। দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, যা মুহূর্তের মধ্যে বড় আকার ধারণ করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এমন আশঙ্কায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনগাঁ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁদের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। ঘটনার পর বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া গুরুতর অভিযোগ তোলেন শাসকদলের বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাঁর প্রচার কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে কয়েকজন মহিলাকে ৫০০ টাকার বিনিময়ে তাঁর প্রচারে বাধা দিতে পাঠানো হয়েছিল। এমনকি আগের রাতেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই টাকা বিলি করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, তএটা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত। কাউন্সিলরের নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।দ তবে সমস্ত বাধা সত্ত্বেও তিনি প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন বলেই দাবি করেন বিজেপি প্রার্থী। আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি বলেন, 'বদলও হবে, বদলাও হবে। অন্যদিকে, বিজেপির এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস এই প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, যিনি পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার যোগ্য নন, তাঁর মুখে এই ধরনের বড় বড় কথা মানায় না। গত পাঁচ বছরে একজন বিধায়ক হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বনগাঁর মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন।দ তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ দাস জানান, ওই দিন অশোক কীর্তনীয়া অনুমতি ছাড়াই প্রচার করছিলেন। তাঁর দাবি, বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাই উল্টে তৃণমূলের কর্মীদের উপর চড়াও হন এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলেন। তিনি বলেন, তআমাদের প্রচার চলাকালীন ওরা এসে ঝামেলা বাধায়। কোনও অনুমতি ছিল না ওদের। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ওরা আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালায়।দ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের আগে এই ধরনের সংঘর্ষ যে ভোটের আবহকে প্রভাবিত করতে পারে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক মহল।

ভোটের মুখে বড়সড় ভাঙন বিজেপিতে

অভিষেকের সভায় তৃণমূলে যোগ একাধিক নেতা-কর্মীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা, ১২ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের বড়সড় রদবদলের ছবি সামনে এল। রবিবার হুগলি জেলার সপ্তগ্রামের ডানলপ কোয়ার্টার গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বিজেপি থেকে একাধিক নেতা-কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন। এই যোগদান কর্মসূচিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ভোটের আগে এই ঘটনাকে শাসকদলের শক্তিবৃদ্ধি হিসেবে দেখছে তৃণমূল শিবির। এই দিন বিজেপির হুগলি জেলা সহ-সভাপতি সুরেশ সাউ আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন। তাঁর পাশাপাশি বিজেপির বিভিন্ন স্তরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীও দলবদল করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাঁশবেড়িয়া মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, হুগলি জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রভাত গুপ্ত, সহ-সভাপতি রাজেশ যাদব, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ও সপ্তগ্রামের আইটি ইন-চার্জ সুমিত অধিকারী, চুঁচুড়া মণ্ডলের প্রাক্তন যুব সভাপতি পবন চৌধুরী, সোশ্যাল মিডিয়ার সহ-আহ্বায়ক অর্ণব দাস, এসসি/এসটি সেলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস, চুঁচুড়া মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি বিবেক সাউ এবং বাঁশবেড়িয়া কিষাণ মোর্চার সভাপতি সনৎ নন্দী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই যোগদান শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নয়, বরং রাজ্যের উন্নয়ন ও মানুষের স্বার্থে অনুপ্রাণিত হয়েই বিজেপির একাংশ নেতা-কর্মী দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলীয় নেতৃত্বের মতে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ এবং 'মা-মাটি-মানুষ'-এর আদর্শেই আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এদিকে একই দিনে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ উত্তর বিধানসভা এলাকাতেও দলবদলের চিত্র দেখা যায়। গোপালনগর ২ পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৫০টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। রবিবার দুপুরে জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তৃণমূল জেলা সভাপতির হাত ধরে তাঁরা দলে যোগ দেন। এই পরিবারগুলির মধ্যে কেউ বিজেপির সমর্থক ছিলেন, আবার কেউ সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গেছে। যোগদানকারীদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে তাঁদের এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নয়ন হয়নি। সেই কারণেই তাঁরা শাসকদলের প্রতি আস্থা রেখে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। তিনি নতুন সদস্যদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন এবং তাঁদের স্বাগত জানান। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে উন্নয়ন ও সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি। তবে এই যোগদান কর্মসূচিকে ঘিরে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

নদীয়ায় শক্তি প্রদর্শনে অভিষেক! করিমপুর, রানাঘাটে জোড়া সভায় বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ১২ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্রমশই তুঙ্গে উঠছে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ। সেই আবহেই সোমবার নদীয়ার দুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় জোড়া জনসভা করতে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম সভাটি হবে সীমান্তবর্তী করিমপুরে, এরপর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে মতুয়া অধ্যুষিত রানাঘাটে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই দুই জায়গা বেছে নেওয়ার মধ্যে স্পষ্ট কৌশল রয়েছে। সীমান্ত লাগোয়া করিমপুর অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচনী সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে সরাসরি ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং বার্তা পৌঁছে দিতেই এই সভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে রানাঘাট;বিশেষত মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায়;এই সভা ঘিরে রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বেড়েছে। জানা গিয়েছে, রানাঘাট পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নাসারা স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে এই সভা হওয়ার কথা রয়েছে। মতুয়া ভোটব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করেই এখানে আলাদা বার্তা দিতে পারেন অভিষেক, এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ইতিমধ্যেই এই জোড়া সভাকে কেন্দ্র করে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকদের আনতে একাধিক সংগঠনিক বৈঠক করা হয়েছে। কোন বিধানসভা এলাকা থেকে বেশি জনসমাগম হবে, তা নিয়েও দলীয় কর্মীদের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে বলে খবর। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, সভাস্থলে ১৫ থেকে ১৭ হাজার মানুষের জায়গা থাকলেও উপস্থিতি ২০ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সভাগুলিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরাসরি বার্তা দিতে পারেন অভিষেক ব্যানার্জী।

ভিন রাজ্যে পাড়ি নয়, ঘরেই কাজ; নবদ্বীপে কর্মসংস্থানের বড় প্রতিশ্রুতি বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি-শেখরের!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ১২ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের উত্তাপে যখন রাজনৈতিক প্রচার তুঙ্গে, তখন কর্মসংস্থানকে কেন্দ্র করে বড় বার্তা দিলেন নবদ্বীপ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি-শেখর গোস্বামী। কাজের অভাবে ভিন রাজ্যে চলে যাওয়া শ্রমিকদের পুনরায় নিজের এলাকায় ফিরিয়ে এনে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন এলাকাবাসীর। রবিবার সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ চর মাঝদিয়া ও চরম নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে বের হন তিনি। তীব্র রোদ উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, শোনেন তাদের দৈনন্দিন সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ। প্রার্থীর এই সরাসরি যোগাযোগে খুশি সাধারণ মানুষও। জনসংযোগের ফাঁকেই শ্রুতি-শেখর গোস্বামী জানান, এই এলাকায় তিনি বহুবার ভাগবত পাঠ করতে এসেছেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, 'এখানকার মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। ওপার বাংলা থেকে নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য এঁরা এখানে এসেছেন। কিন্তু আজ আবার তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে। আগামী প্রজন্মের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই আমার লক্ষ্য। আমি একজন মন্দিরের সেবাইত, মানুষের আশীর্বাদই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।' এছাড়াও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন চর মাঝদিয়া ও চর ব্রহ্মনগর এলাকার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পের কথা। একসময় এই অঞ্চলে বহু হস্তচালিত তাঁত শিল্পীর বসবাস ছিল, যারা কাপড় বুনে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরবর্তীতে পাওয়ারলুমের আগমন ঘটলেও বর্তমানে সেই শিল্পও চরম সংকটের মুখে। ফলে বহু শ্রমিক বাধ্য হয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করেছেন বা কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। এই পরিস্থিতি বদলানোর আশ্বাস দিয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, তাঁত ও পাওয়ারলুম শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে স্থানীয় স্তরেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে, যাতে এলাকার মানুষকে আর বাইরে যেতে না হয়। নির্বাচনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে প্রশ্ন উঠছে;পাঁচবারের বিধায়ক কি আবারও ষষ্ঠবারের জন্য আস্থা অর্জন করবেন, নাকি পরিবর্তনের হাওয়ায় নতুন মুখকেই বেছে নেবে নবদ্বীপবাসী? সেই উত্তর মিলবে ফল ঘোষণার দিনই।

তৃণমূলে যোগ দিলেন নেতাজির প্রপৌত্র চন্দ্র বসু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বঙ্গ রাজনীতিতে বড়সড় চমক এনে বিজেপির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র চন্দ্র বসু। রবিবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং সাংসদ কীর্তি আজাদের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখান তিনি। দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়ে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বার্তা দেন চন্দ্র বসু। দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকার পর হঠাৎ এই দলবদল ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিন নিজের বক্তব্যে চন্দ্র বসু স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন, তকয়েক বছর আগে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে ঐতিহাসিক ভুল করেছিলাম। সেই ভুল আমি আজ সংশোধন করে নিলাম।দ তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক তাৎপর্য খুঁজছে ওয়াকিবহাল মহল। সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির নোটিস পাওয়ার পর থেকেই বিজেপির প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। নিজেকে নেতাজির প্রপৌত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন তাঁকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, তনেতাজির প্রপৌত্র আমি, আমাকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখাতে হবে! কোন পথে এগোচ্ছে ভারত?দ এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল।

পাঁচ বছরে সম্পত্তি পাঁচ গুণ বৃদ্ধি লাভলি মৈত্রর; হলফনামায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১২ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র আবারও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কেন্দ্র থেকে ফের প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অরুন্ধতী মৈত্র, যিনি সাধারণ মানুষের কাছে লাভলি মৈত্র নামেই পরিচিত। ২০২১ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়ে প্রথমবার বিধায়ক হন তিনি। এবারও দল তাঁর উপর আস্থা রেখে প্রার্থী করেছে। ইতিমধ্যেই তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে জমা দিয়েছেন নিজের হলফনামা, যেখানে তাঁর আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ছবি সামনে এসেছে। লাভলি মৈত্রর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল অভিনয় জগত থেকে। একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয়ের মাধ্যমে পরিচিতি পাওয়ার পর তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ২০২১ সালে প্রথমবার ভোটে লড়ে জয়লাভ করেন। সেই সময় তিনি খড়দহের ভোটার হলেও, বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সোনারপুর দক্ষিণেই নিজের ভোটার পরিচয় স্থানান্তর করেন। বর্তমানে তিনি ওই কেন্দ্রেরই বাসিন্দা ও ভোটার। তবে এবারের নির্বাচনে তাঁর হলফনামা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। কারণ, সেখানে দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছরে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২১ সালে যেখানে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা, সেখানে বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫২৫ টাকা। অর্থাৎ, পাঁচ বছরে তাঁর সম্পত্তি প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে তাঁর স্বামী সৌম্য রায়ের সম্পত্তিতেও বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০২১ সালে তাঁর নামে ৪১ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০০ টাকার সম্পত্তি থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৩২ টাকা। হলফনামা অনুযায়ী, লাভলির কাছে বর্তমানে ৯০ হাজার টাকা নগদ রয়েছে, আর তাঁর স্বামীর কাছে রয়েছে ২০ হাজার টাকা। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে তাঁর দু'টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেখানে যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৬৮ টাকা এবং ১৯ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৯৩ টাকা জমা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর ৪৫ লক্ষ টাকার বেশি স্থায়ী আমানত রয়েছে। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পিপিএফ অ্যাকাউন্টেও তাঁর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা জমা রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই জীবনবিমা ও অন্যান্য বিনিয়োগ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গয়নার পরিমাণেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০২১ সালে লাভলির কাছে ৭৫০ গ্রাম গয়না ছিল, যার বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৩৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫০০ টাকা। বর্তমানে তাঁর গয়নার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে এক হাজার গ্রাম বা ১০০ ভরি, যার বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। একইভাবে সৌম্য রায়ের গয়নার পরিমাণও বেড়েছে। বর্তমানে তাঁর কাছে রয়েছে ৫০ ভরি গয়না, যার বাজারমূল্য প্রায় ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। যদিও সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে, তবুও হলফনামা অনুযায়ী লাভলি বা তাঁর স্বামীর নামে কোনও জমিজমা বা বাড়িঘর নেই। তবে এবারে তাঁর নামে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে, যা ২০২১ সালে ছিল না।

বঙ্গে ফিরছে গাত্র দহন জ্বালা

দুরন্তবার্তা, বিশেষ প্রতিবেদক, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ মনোরম বসন্তের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল রাজ্যে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সাম্প্রতিকতম পূর্বাভাস অনুযায়ী, কালবৈশাখী বা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পালা শেষ করে ফের বাংলাজুড়ে ফিরছে প্রাণান্তকর গরম। আগামী সাতদিন রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, বরং পাল্লা দিয়ে বাড়বে রোদের তেজ এবং লু-এর দাপট। বিশেষ করে ১৩ থেকে ১৬ এপ্রিল;এই চারদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া 'ভয়ঙ্কর' রূপ নিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন আবহাওয়াবিদেরা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, গোটা রাজ্যেই তাপমাত্রার পারদ এক ধাক্কায় অনেকটা চড়বে।হাওয়া অফিসের বুলেটিন বলছে, আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানে দহনজ্বালা চরমে উঠবে। শুষ্ক গরম বাতাসের পাশাপাশি আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলবে। যদিও সোমবার স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের ফলে দু-এক জায়গায় ছিটেফোঁটা বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না হাওয়া অফিস, তবে সেই বৃষ্টিতে দহনজ্বালা কমার বদলে ভ্যাপসা গরম আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।কলকাতার চিত্রও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। রবিবার সকাল থেকেই তিলোত্তমার আকাশ পরিষ্কার, তবে বেলার বাড়ার সাথে সাথে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে শুরু করেছে। গত শনিবার যেখানে শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রবিবারের মধ্যেই তা একলাফে কয়েক ডিগ্রি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বুধবারের মধ্যে মহানগরীর পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই উপরে অবস্থান করবে। মূলত শুষ্ক পশ্চিমা বাতাসের প্রভাবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় রোদের তাপ ত্বকে জ্বালা ধরাবে। আগামী কয়েক দিন বেলা বাড়লে খুব প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মানুষকে বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা।এদিকে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার কিছুটা মিশ্র ছবি ধরা পড়ছে। পাহাড়ি জেলাগুলোতে এখনও হালকা বৃষ্টির আমেজ থাকলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলিতে রবিবার পর্যন্ত হালকা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে আগামী সপ্তাহ থেকে পাহাড়ের চিত্রও বদলাতে শুরু করবে। সেখানেও বৃষ্টির দাপট কমে গিয়ে রোদের তেজ বাড়তে শুরু করবে। মালদহ এবং দুই দিনাজপুরের মতো উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের জেলাগুলোতেও পারদ ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

জয়নগরে ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা, মৃত এক গুরুতর আহত দুই

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ১২ এপ্রিল ঃ আবার মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা জয়নগরে। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ জয়নগর থানার শ্রীপুর পঞ্চায়েতের বহড়ু উওরপাড়া নিজের শফি সেখের মোড় এলাকায় একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত এক, গুরুতর আহত দুই জন। এদিন বেলায় বহড়ু ময়দা রোডে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ব্রেক ডাউন রিকভার ভ্যানে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে সামনা সামনি ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়ে একটি মোটরসাইকেল। আর তাতেই মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে মোটর সাইকেল চালক সাহালাম মোল্লা, বাড়ি জয়নগর থানার উওরপাড়া নিজ এলাকায়। গুরুতর আহত হন মোটর সাইকেল আরোহী মুজিবর মিস্ত্রি, বাড়ি জয়নগর থানার উওরপাড়া নিজ এলাকায় এবং আরেক মোটরসাইকেল আরোহী শ্যামল সেন, বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু বিডিও অফিসের পাশে। স্থানীয়রা আহতদের প্রথমে জয়নগরের স্পন্দন নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা চলাকালীন চোট মারাত্মক রকমের হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে দূর্ঘটনা গ্রস্থ মোটরসাইকেল ও দূর্ঘটনা গ্রস্থ ব্রেক ডাউন রিকভার গাড়ি টিকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। মৃতদেহটি পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এদিনের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায়ের বর্ণাঢ্য প্রচার মধ্য হাওড়ায়

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ রবিবাসরীয় প্রচারে মধ্য হাওড়ার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন এক বর্ণাঢ্য প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রচারে অংশ নেন মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়। হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য শ্যামল মিত্র, দলের মধ্য হাওড়ার সহ সভাপতি সুশোভন চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এদিন উপস্থিত ছিলেন। এদিনের প্রচারে কেরলিয়ান নৃত্য, বাংলার লোকনৃত্য, সঙ্গীতে সাংস্কৃতিক দল অংশ নেয়। হুডখোলা গাড়িতে প্রচার করেন প্রার্থী। এদিনের কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া সদর জেলার নেতৃত্ব সহ কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্বামী বিবেকানন্দ রোডে স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে রবিবার সকালের প্রচার কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর তা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন-এ বিদেশি ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রের সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ এপ্রিল ঃ সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন-এ চালু হতে চলেছে এক আধুনিক Foreign Language Study Centre, যা উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য এক নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করছে। International Foreign Language School-এর সহযোগিতায় গড়ে ওঠা এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মানের ভাষা শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলা। এই উদ্যোগের শুভ সূচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. দেবব্রত মিত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. স্বাগতা দাস মোহান্ত এবং অনান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ। এই ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে IELTS পরীক্ষার প্রস্তুতির পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শেখার সুযোগ থাকবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু ভাষাগত দক্ষতাই অর্জন করবে না, বরং উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে। আগামী ১১ই এপ্রিল থেকে এই ভাষা ইউনিটে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. দেবব্রত মিত্র বলেন, বর্তমান সময়ে বহুভাষিক দক্ষতা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিক থেকে এই নতুন ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র কেবল একটি শিক্ষাপ্রকল্প নয়, বরং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩২ সংখ্যা, সোমবার, ২৯ চৈত্র, ১৪৩২

বেঙ্গল কেমিক্যালে হেমচন্দ্র

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ গান লিখছেন সেই বয়সের বাঙালি কিশোর,যুবকদের প্রাণ কিভাবে নির্লিপ্ত থাকে! তিনি তখন বছর পনেরোর কিশোর,টগবগে প্রাণ। সভা;সমিতি,মিছিলের একদম সামনের সারিতে থাকতেন। এই ছেলের পিতা পড়াশোনার সব খরচ দিতে পারতেন না। শোনা যায় তাঁর মাত্র একটি বাড়তি পোশাক ছিল। রাতের বেলা বইকে বালিশ বানিয়ে ঘুমোতেন। পরের বার পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হলেন। এমএ'র জৈব রসায়ন ছিল তাঁর স্পেশাল পেপার,ওই পেপারে পেলেন রেকর্ড নম্বর। একই মানুষ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ভারতীয় হিসেবে গর্বের ডিএসসি ডিগ্রি পেয়েছিলেন নাম হেমেন্দ্রকুমার সেন। হেমেন্দ্রকুমার সেন,আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম প্রিয় ছাত্র তাঁর আর্থিক অনটনের কথা প্রফুল্লচন্দ্র জানতে পেরে তাঁকে নিজের গবেষণা সহকারী করে নিলেন,যদিও সেইসময় এমন পদ ছিল না,আসলে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য ওই পদ তৈরি করেছিলেন। ৯১নম্বর আপার সার্কুলার রোডে প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার বেশ কিছুদিন থেকেছেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া ছেড়ে কলকাতায় পড়তে এসে হেমেন্দ্রকুমার সেন ১৯০৪সালে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেছেন। এফ.এ'র পর বি.এ. পরীক্ষা পাশ করলেন সিটি কলেজ থেকে। এবার এমএ পড়বেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তিও হলেন। ভেবেছিলেন পদার্থবিজ্ঞান পড়বেন। কিন্তু পরে বদলে গিয়েছিল পছন্দ। ভর্তি হলেন রসায়ন পড়বেন। প্রিয় বন্ধু বিমানবিহারী দে ও প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সঙ্গে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৯১২সালে তাদের গবেষণাপত্র বের হয়গ্ধ ওই বছরে পেলেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি। বিদেশের ডাক যেন শুনতে পারছিলেন । ১৯১২সাল,লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের লক্ষে পাড়ি দিলেন। বন্ধু বিমানবিহারী মাস কয়েক আগে সেখানে গিয়েছিলেন। দুজনে এত ভাল কাজ করেছিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সব বেতন মুকুব করে দেয়। শুধু তাই নয় কেমিক্যাল সোসাইটি ও অন্যান্য জায়গা থেকে বেশ কিছু অনুদানও মেলে ফলে গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি আর রাসায়নিক কেনার সমস্যা থাকল না।

অধ্যাপক জসলিন থর্পের অধীনে কাজ করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার, গবেষণার ফল প্রকাশিত হল ১৯১৩,১৪ ও ১৫সালে। অনেকে তাঁকে বিদেশে থেকে যেতে বলেন তবে সিদ্ধান্ত নিলেন ফিরবেন ভারতে। ১৯১৫ সালে জামশেদপুরে টাটা আয়রন ওয়ার্কসে রসায়নবিদ হিসেবে যোগ দিলেও বেশিদিন থাকেন নি,বার্মার একটি সালফিউরিক অ্যাসিড কারখানায় প্রধান রসায়নবিদ হিসেবে যোগ দেন। ১৯১৭সালে হেমেন্দ্রকুমার সেন,কবি নবীনচন্দ্রের দৌহিত্রি কল্পনারানীকে বিয়ে করেন। কিন্তু তিনি মারা গেলেন ১৯২০সালে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ওই বছর ফলিত রসায়নে নতুন অধ্যাপকপদ তৈরি করেছেন,তিনি যোগ দিলে বাংলার বাঘ খুশি হন। হেমেন্দ্রকুমার চলে এলেন কলকাতায়, রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিলেন।

বলশেভিক বিপ্লব

১৯১৭ সাল। বলশেভিক বিপ্লব। সেই দুনিয়া কাঁপানো দশদিন! পৃথিবীর মানচিত্রে এক নতুন রাষ্ট্রের প্রসব কাল। সোভিয়েত ইউনিয়ন। সনাতন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এক বিকল্প সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর যার নেতৃত্বে একটি নাম। ভ্লাদিমির ইলিচ উইলিয়ানভ। লেনিন নামে যিনি অধিকতর পরিচিত সারা দুনিয়ার কাছে। আর এই নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই আড়াআড়িভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল পৃথিবী। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শিবির। ১৯২৪ সালে ক্ষমতায় আসেন তাঁর ভাবশিষ্য তথা উত্তরসূরী জোসেফ জুগাসভিলি। লেনিনের মতোই যার দুনিয়াজোড়া পরিচিতি স্তালিন নামে। তাঁর নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি নবজাতক রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল, কিভাবে প্রতিহত এবং পরাস্ত করেছিল ফ্যাশিবাদের মতো এক দানবিক রাষ্ট্রশক্তিকে, ঠান্ডা যুদ্ধের সময় তাঁর ভূমিকা এসব নিয়ে যেমন লেখালেখি হয়েছে প্রচুর, ঠিক একইভাবে বিপক্ষ মতেরও প্রকাশ ঘটেছে অসংখ্য লেখনীতে, সারা পৃথিবীব্যাপি। প্রথম পক্ষের মতে স্তালিনকে এক প্রকৃত দেশনায়ক, দুনিয়া জোড়া কম্যুনিস্ট সৌভ্রাত্রের প্রতীক, সাম্রাজ্যবাদ ও ফাশিবাদ প্রতিরোধের নেতা, শোষিত মানুষের পরম এক মিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর বিরুদ্ধ পক্ষের মতে স্তালিন , এই নামটা স্বৈরাচারী এক শাসক, গণহত্যাকারী, গণতন্ত্রের শ্বাসরোধকারী, নররূপী রাক্ষসের সমতুল্য। এই দ্বিতীয় পক্ষে শুধু পশ্চিমি রাজনীতিবিদ বা পণ্ডিতরাই নন, বহু বামপন্থী বিদ্বজ্জন বা বুদ্ধিজীবিরাও রয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বনাম পশ্চিমি রাষ্ট্রশক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ঠান্ডা যুদ্ধের সময় এই বিতর্ক আরো বেড়েছে। আর ঠিক এই বিশ্বজোড়া তুমুল বিতর্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নয়, এই বইদুটো। প্রথম বই। শিরোনাম ঞ্জ প্রসঙ্গ স্ট্যালিন। পূজিত অথবা ঘৃণিত, একইসঙ্গে অবশ্যই 'বিতর্কিত' এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সুবিখ্যাত সব রাজনৈতিক নেতা, মনীষী, রাষ্ট্রনায়কদের মতো বিখ্যাত সব মানুষেরা। যাদের মধ্যে একটি পক্ষ স্তালিনবাদের অনুসারী হলেও আরেক উল্লেখযোগ্য অংশ আদৌ স্তালিনের নীতি বা মতাদর্শের সমর্থক নন বরং চূড়ান্ত বিরোধীই বলা চলে। দুপক্ষের এই দীর্ঘ তালিকায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য কিছু নাম যথাক্রমে ইলিয়া এরেনবুর্গ, আলবার্ট আইনস্টাইন, জর্জ বার্নার্ড শ, অ্যানা লুই স্ট্রং, জওহরলাল নেহেরু, লুই ফিসার, পাবলো নেরুদা, এইচ জি ওয়েলস, পারলো পিকাসো, লিওঁ ট্রটস্কি, মাও সে তুঙ, ম্যাক্সিম গোর্কি, জাঁ পল সার্ত্র, এম এন রায়, উইনস্টন

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

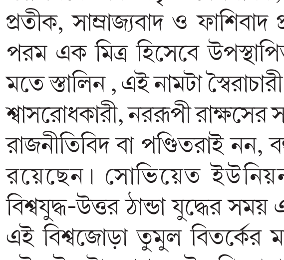

জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সন্তানদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ সব সন্তানরা সত্যের পুজারি। তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। ঠাকুর সব সময়ে সন্তানদেরকে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি । তার মতো শক্তি আর কারোর নেই।আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। অ শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মানচারিনী মাতা। জীবনে চলতে গেলে শ্মশানচারিনী মাতার শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শশ্মানচারিনী মাতার বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই শশ্মানচারিনী মাতার শক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি 'বিদ্রোহী' কবিতা রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি বিদ্রোহী কবি নজরুল সম্পর্কে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। কারণ কাজী নজরুল ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনে বিশ্বাসী। অহিংস অন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর কোনও আগ্রহ প্রকাশ পেত না। তাঁর রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতা বাংলার বিপ্লবীদের মানসিক উৎসাহ দিতে থাকে। তার ফলে গান্ধিজি এই

কবিতাটি কোনও সময়ে পড়েও দেখলেও তিনি এই কবিতার বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধিজি দেখা করেছেন এবং শান্তিনিকেতনে এসেছেন। কবিগুরুর সঙ্গে ভারতের স্বদেশি আন্দোলন নিয়ে বহু কথা হয়েছে। কিন্তু কবি নজরুলের সঙ্গে তিনি দেখা করতে খুবই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। কবি নজরুলকে বেশি পচ্ছন্দ করতেন সুভাষ চন্দ্র বোস এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ রায় এবং কবিগুরু। কডিনিস্ট নেতা মুজফফর আহমেদ নজরুলের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। কবি নজরুল বিশ্বাস করতেন যে ভারতের স্বাধনতা লাভ কোনও সময়ে ভিক্ষার দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতাকে আদায় করতে গেলে লড়াই করে নিতে হবে। তার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে এক মাত্র উপায়। কংগ্রেসের নরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনও রকম বিবাদ না করে শুধু মাত্র আলোচনার ওপরে ভিত্তি করে ইংরেজ শাসকদের ভারত ত্যাগ করিয়ে দেশকে স্বাধীন করার কথা চিন্তা করে গিয়েছে। এই সব অবাস্তব চিন্তাকে কবি নজরুল বেশি প্রশয় দিতেন না। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত গান্ধিজির পরিচয় থাকলেও তিনি কিন্তু গোপনে বিপ্লবীদের সহযোগিতা করতেন। ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতায় বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। এমনকী অরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলে গেলে সেখানেও গিয়ে উপস্থিত হয়ে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। অরবিন্দের জীবদ্দশায় কবিগুরু একটি কবিতা লিখেন 'অরবিন্দ, লহ রবীন্দ্রের প্রণাম' । যদিও কবিগুরু গান্ধিজিকে মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত করেন। তবও বিপ্লবীদের সাহায্য করতে রবীন্দ্রনাথ পিছুপা হননি। তিনি রাসবিহারী বোসকে জাপানে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। সুভাষচন্দ্র বোসকে 'দেশনায়ক' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি নজরুলের সম্পর্কে কবিগুরু উচ্চাশা প্রকাশ করতেন। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে গান্ধিজি কবি নজরুল সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন। কবি নজরুলের বিদ্রোহী মূলক কবিতার ভাব ধারাকে তিনি পচ্ছন্দ করতেন না। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা যখন চালর্স টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুলে একজন নিরীহ পথচারীকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়েন তখন গোপীনাথ সাহার ব্যাপারে কংগ্রেস দল থেকে কোনও রকম শব্দ উচ্চারণ করতে দেখা যায় না। কিন্তু নজরুল গোপীনাথ সাহার শহিদ হওয়াতে ব্যথিত হন। কবি নজরুল তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকাতে গোপীনাথকে নিয়ে একটি আত্ম বেদনাময় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন যা ইংরেজ সরকারের নজর এড়িয়ে যায়নি। ফলে সব সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি কাজী নজরুল ইসলমাকে এড়িয়ে চলেছেন। তার একটি মাত্র কারণ কাজী নজরুল সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতা ভিক্ষা করে অর্জন করার মধ্যে কোনও পুরুষত্ব নেই। বরং তা কাপুরুষতার সমান।)

শৈশবকাল থেকেই নজরুলের কবিতা লেখা। তারপরে তিনি পেটের দায়ে লেটো দলে মিশে গিয়ে গান লিখা শুরু করলেন। মাটির গান লিখতে লাগলেন। সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য ছিল এখানকার পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করা। তাছাড়াও কলকাতা ছিল বিপ্লবীদের পীঠস্থান। নজরুল সাহিত্য চর্চার উন্নতি এবং রাজনৈতিক সংগঠন বিশেষ করে বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার একটা গোপন মানসিক ইচ্ছা তিনি পোষন করতেন। কলকাতায় তাঁর সাহিত্য চর্চা এবং রাজনৈতিক দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমেদ। একেবারে ছায়ার মতো নজরুলের পাশে থেকেছেন। নজরুল যখন সেনা বাহিনীতে তখন কিন্তু নিজেকে কবি বলতে দ্বিধাবোধ করতেন। তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করলেও তা পেশায় পরিণত হয়নি। কোনও কালেই সাহিত্য চর্চা তাঁর পেশা ছিল না। সবটাই ছিল নেশা। পরবর্তীকালে দেশপ্রেমের উৎস থেকে তাঁর কবিতা, গান এবং পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা জাগরিত হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫) এবং বিপ্লবী অরবিন্দের সশস্ত্র সংগ্রাম শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার তখনও রেশ রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের আশায় সশস্ত্র সংগ্রামের পথটা পরিত্যাগ করেনি বিপ্লবীরা। এই সব বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হল নজরুলের। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও বেশি করে শক্তিশালী করার জন্যই কলম ধরলেন নজরুল। বাঘা যতীনের বালাসর সংগ্রাম (১৯১৫) শেষ হয়ে গিয়েছে। এদিকে মলঙ্গা লেনে রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠের পরিকল্পনা রচিত হয়ে গিয়েছে বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে। বিপ্লবীদের আস্তানার কাছেই তালতলা লেনে এসে বসবাস করতে শুরু করলেন নজরুল ও মুজফফর আহমেদ। স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে নজরুল বেশ কয়েকটি কবিতা ইতিমধ্যে রচনা করে ফেলেছেন। দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও আর্শীবাদ লাভ করলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে প্রিয় কবি রূপে পরিচিত হলেন। বাংলা তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলে অ্যাখ্যা দিতে কসুর করল না। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ধূমকেতু' (১৯২২) স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রিয় মুখপত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করল।

স্কুল বন্ধু শৈলজানন্দ মুখার্জির সঙ্গে শ্যামবাজারের একটি মেশে (এখন রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের কাছে) সাময়িকভাবে বসবাস করতেন নজরুল। কিন্তু সেই মেসে থাকা আর সম্ভব হল না। কারণ মেসের রাধুনিরা জানতে পারলো যে নজরুল জাতে মুসলিম। তাঁর খাওয়া এঁটো বাসন মাজতে বা ধরতে পারবে না বলে কর্মচারিরা ঘোষণা দিল। ফলে বন্ধু শৈলজানন্দকে নজরুলের খাবার আনা থেকে শুরু করে এঁটো বাসন ধুঁয়ে হতো। বন্ধুর এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি সেই মেস পরিত্যাগ করলেন। পরে শৈলজানন্দের মামার বাড়ি কৈলাস বোস স্ট্রিটের বাড়িতে কিছু দিন বসবাস করেন। তখন সেনা বাহিনীতে চাকরির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কলকাতায় উপস্থিত। পরে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই মুজফফর আহমেদের সঙ্গে সেখানেই পরিচয়। তারপরে দু'জনেই তালতলায় চলে আসে। মুজফফর আহমেদ বলেছেন, সেই বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিলেন নবাব ফেজুলেসা চৌধুরীর পুত্র। মুজফফর আহমেদের সঙ্গে কবি নজরুল উত্তর পূর্ব দিকের একটি ছোট ঘরে থাকতেন। সেখানেই কবি নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছিলেন। একটি পুরো রাত জেগে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচিত। এই কবিতাটি রচনার ব্যাপারে মুজফফর আহমেদ লিখছেন, 'In this room Kabi Nazrul Islam composed his famous creation 'Bidrohi. He composed it in the night. But at what hour I do not know beacause I got asleep after 10 O'Clock. In the morning I woke up after washing my face and sat Nazrul informed me that he composed a poem. He read out the whole poem and probably I was the first listener of the poem 'Bidrohi'. Muzffer Ahmed informed- I think that Nazrul woke up in the small hours of night and composed it otherwise he could not read it so early in the morning. Generally he was late raiser and he could not wake up so early like me.'

বিদ্রোহী কবিতাটি যখন তিনি রচনা করেছিলেন সেই মাসটা ছিল ডিসেম্বর ১৯২১ সাল। কবি নজরুল ইতিমধ্যে রচনা করেছেন গল্প 'ব্যথার দিশারী', 'রিক্তের বেদন', উপন্যাস ঃ 'বাঁধনহারা'। কবিতা ঃ 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপাড়ের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহরমক', 'কামাল পাশা' ইত্যাদি।

সিলভার ইকোনমি মূলত হেলদি এজিংকে ত্বরান্বিত করে থাকে

বুদ্ধদেব মিশ্র

সিলভার ইকোনমি মূলত হেলদি এজিংকে ত্বরান্বিত করে। এই বিষয়ের উপরে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মিস সোনালী ঘোষাল, শ্রী অনিন্দ দাস, সুশ্রী পৌলোমী ভট্টাচার্য, শ্রী সুরেশ কুমার, মিহির কান্তি গোস্বামী, শ্রী রাজাগোপাল জি। কীভাবে একটি স্বচ্ছ আয় শরীারে এবং মানসিকভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আসলে আয় যদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে সেই আয় সম্পর্কে মানুষের উচ্চাশা প্রকাশ হতে

থাকে। তার প্রভাব শরীরের ওপরে এবং মনের মধ্যে রেখাপাত করে এবং শরীর এবং মনকে শক্তি জোগায়। সৎ পতের আয় নিশ্চিন্তে রাতের ঘুম কেড়ে নেয় না। মনের মধ্যে কোনও রকম ভয় ভীতির উদ্রেক করে না। বরং শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সজীব করে তোলে এবং মনের মধ্যে অপরিসীম সাহস দেখা দিতে থাকে। প্যানেল আলোচনাঞ্জ জেরিয়াট্রিক যত্নের বিকাশ - প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যত্নের মডেল এবং সম্প্রদায় সংযোগ। ডাঃ রীমা নাদিগ, ডাঃ ধীরেস কে. চৌধুরী, ড. প্রফেসর অরুণাংশু তালুকদার, শ্রীমতি নীলাঞ্জনা মৌলিক, শ্রী প্রতীপ সেন, সুপর্ণা সেনগুপ্ত। পরে আর একটি প্যানেল আলোচনাঞ্জ প্রযুক্তি, পরিষেবা এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ফাঁকগুলি পূরণ করা। এই বিষয়ে মিঃ জেসন জোস, মিঃ মনোজ মাইতি, মিঃ শরৎ সত্তুর, ডাঃ এশা চক্রবর্তী, মিঃ সুরেশ কুমার প্রমুখ ব্যক্তিরা আলোচনা করেন।

সিলভার ইকোনমি হল প্রবীণ বা বয়স্ক ব্যক্তিদের (সাধারণত ৬০ উর্ধ্বে) চাহিদা মেটানোর জন্য পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন, বিতরন এবং ব্যবহারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সহজ কথায়, ত্রুটি প্রবীণদের ক্রয়ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি নতুন ক্ষেত্র। বয়স্ক জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে তাদের বিশেষ চাহিদাও বাড়ছে। যেমন - স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষায়িত বাসস্থান, যাতায়াত এবং বিনোদন। এটি স্বাস্থ্যসেবা, বিমা, প্রযুক্তি এবং আবাসন খাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করছে। বিশেষ করে Direct to Consumer ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে। হেলদি এজিং মানে কেবল রোগহীন থাকা নয়, বরং বার্ধ্যক্যের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ভাবে সক্রিয় ও কর্মক্ষম থাকা। এটি প্রবীণদের গুণগত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া।

বার্ধক্যেও প্রবীণরা যেন তাদের স্বাধীনতা এবং কাজের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন, সুষম খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম, মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং সামাজিক অংশগ্রহণ।

টেলিমেডিসিন, পরিধানযোগ্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম, এবং AI - চালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রবীণদের বাড়িতে বসেই সুস্থ থাকতে সাহায্য করছে। বিশেষ ধরনের আবাসন এবং প্রবীণবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা সুস্থ বার্ধক্য নিশ্চিত করে।

অবসরের পরও খন্ডকালীন কাজ বা কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ প্রবীণদের মানসিকও শারীরিক ভাবে কর্মক্ষম রাখে।

অনেক প্রবীণের জন্য উপযুক্ত পেনশন বা স্বাস্থ্য বিমা নেই। সরকারের ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম বা বেসরকারি বিমা কোম্পানি গুলোর বয়সভিত্তিক বিমা পলিসি এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। প্রবীণদের নতুন পযুক্তির সাথে মানিয়ে নিতে প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বার্ধক্যকে 'বোঝা' না ভেবে, অভিজ্ঞ মানবসম্পদ হিসেবে গণ্য করা জরুরি।

সিলভার ইকোনমি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই আনবে না, বরং এটি আমাদের সমাজকে আরো মানবিক ও সংবেদনশীল করে তুলবে, হেলদি এজিং বা সুস্থ বার্ধক্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা প্রবীনদের জীবনের শেষ অধ্যায়টি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ করতে পারে। প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া উচিত। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।**

ভারতীয় মহাকাব্যে 'মহাভারত' জটিল অঙ্কে রচিত

বিশেষ প্রতিবেদক

মহাকাব্যকেন্দ্রিক সাহিত্যের আলোচনায় আগের প্রবন্ধে রামায়ণের কথা বলেছি। এবারে বলছি মহাভারতের কথা। মহাভারত এক সুবিশাল মহাকাব্য। সারা বিশ্বে সম্ভবত এত বড় আকারের মহাকাব্য আর রচিত হয় নি। ধর্ম, নীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্র শাসন, রাজগ্ধ ব্যবস্থা, সমাজতত্ত্ব কি নেই এই সুবিশাল গ্রন্থে। রামায়ণ যেমন ছিল ইক্ষ্বাকু বংশদ্ভুত সূর্যবংশীয় রাজবংশের ইতিহাস মহাভারত তেমনি চন্দ্রবংশ এবং কুরুবংশীয় রাজপরিবারের ইতিহাসগাথা।

আদিতে মহাভারতের নাম ছিল 'জয়'। পরবর্তীকালে এই মহাকাব্যের শাখা আরো বিস্তৃত হয়। মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তিনি নিজ মুখে বলে গেছেন আর গণেশ ঠাকুর লিখে গেছেন। পরবর্তী কালে বেদব্যাস তাঁর শিষ্য পৈল, বৈসম্পায়ন, জৈমিনী এবং সুমন্তকে এই মহাভারত শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়ন ঋষি মহাভারতের প্রধান নায়ক অর্জুনের প্রপৌত্র রাজা জনমেজয়কে তাঁর সর্পযজ্ঞের সভায় প্রথম মহাভারত পাঠ করে শোনান। মহাভারত হল দ্বাপর যুগের উপাখ্যান। রামায়ণের প্রধান নায়ক যেমন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ ও হনুমান তেমনি মহাভারতের প্রধান নায়ক হলেন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং ভীম। যদিও মহাভারতে নায়ক ও প্রতিনায়কদের বিরাট ভিড়। প্রত্যেকেরই নিজের মত করে কাহিনী রয়েছে। কিন্তু সমস্ত কাহিনীকে ছাপিয়ে যেন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। তবে মহাভারতের প্রথমের অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পূর্ণ মানব। মানুষের মতই তাঁর সব ভালো মন্দগুলি বিরাজ করছে। মহাভারতে খান্ডব দহন অংশটা পড়লে বোঝা যায় যে সে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মানবীয় চরিত্রের প্রতিষ্ঠীত। তবে শ্রীরামচন্দ্রের মত শ্রীকৃষ্ণও একজন পূর্ণ মহাপুরুষ। তবে মহাভারতের পর্ব যত এগিয়েছে ততই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মানব থেকে অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মহাভারতের খিলভাগ হরিবংশপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ মানব এবং ভগবান দুটোই। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে এসে তিনি পূর্ণ ভগবান।

শ্রীরামচন্দ্রও যেমন কতগুলি ধাপ পেরিয়ে ধীরে ধীরে মধ্যযুগের কবিদের রচনায় পূর্ণ ভগবানে পরিণত হয়েছেন যদিও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যিকদের রচনায় তিনি মূলতঞ্জ মানব রূপেই বন্দিত হয়েছেন। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন জৈন এবং বৌদ্ধ সাহিত্যি মূলতঞ্জ মানুষ রূপে বর্ণিত হলেও আদি মধ্যযুগ পর্বে ধীরে ধীরে ভগবানে পরিণত হয়েছেন।

বর্তমানে আমরা যে মহাভারত পড়ি তা মূলতঞ্জ আঠারোটি পর্বে বিভক্ত এবং একলাখ ছন্দে লেখা। যেমন ১. আদি পর্ব, ২. সভা পর্ব, ৩. আরণ্যক পর্ব, ৪. বিরাট পর্ব, ৫. উদ্যোগ পর্ব, ৬. ভীষ্ম পর্ব, ৭. দ্রোণ পর্ব, ৮. কর্ণ পর্ব, ৯. শল্য পর্ব, ১০. সৌপ্তিক পর্ব, ১১. স্ত্রী পর্ব, ১২. শান্তি পর্ব, ১৩. অনুশাসন পর্ব, ১৪. অশ্বমেধিক পর্ব, ১৫. আশ্রমবাসিক পর্ব, ১৬. মৌষল পর্ব, ১৭. মহাপ্রস্থানিক পর্ব, ১৮. স্বর্গারোহন পর্ব। আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে মনে হয়েছে যে মহাভারতের আদি পর্ব, সভা পর্ব, আরণ্যক পর্ব সব থেকে প্রাচীনতম অংশ। এই পর্ব দুটি অনেকটাই অবিকৃত এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ এখানে বেশি যুক্ত হয় নি। তবে ১২ থেকে ১৮ পর্যন্ত পর্বগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে আমার মনে হয়।

মহাভারত মহাকাব্য রামায়ণের মত সহজ সরল নয়। গোটা মহাকাব্য জুড়েই রাজনীতি ও কূটনীতির ব্যাপক ওঠা নামা চলে। সুতরাং সহজভাবে এই মহাকাব্যকে ব্যাখ্যা করা মনে হয় উচিত হবে না। মহাভারতের প্রাচীন পাঠ আমরা দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় দেখতে পাই। প্রাচীন পান্ড্য রাজা মাদুরাইতে একটা তামিল অ্যাকাডেমী স্থাপন করেছিলেন। ওই অ্যাকাডেমীতে পান্ড্য রাজার পৃষ্ঠপোশকতায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদ তামিল ভাষায় করা হয়েছিল।

পল্লব রাজ মহারাজা নন্দিবর্মণের তত্ত্বাবধানে 'ভারত বেন্‌পা' নামে মহাভারত রচিত হয়। এই রচনাটি ৮৫০-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি পুরো না পাওয়া গেলেও এর আটশোটা ছন্দ পাওয়া যায়। এরপরে বিল্লিপুত্তুরার নামে একজন প্রসিদ্ধ কবি তাঁর নিজের নামে 'বিল্লিভারতম' নাম দিয়ে মহাভারতের আরো একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এটাই মহাভারতের তামিল সংস্করণ গুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংস্করণ ছিল। এর পরবর্তীকালে নল্লপ্পিল্লাই নামে আরো একজন কবি 'ভারতম' নাম দিয়ে মহাভারতকে নতুন ভাবে লিখলেন। এরপর সুব্রমনিয়ম ভারতী 'পাঞ্চালী চপতম্' নামে মহাভারত কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করেন। মহাভারত তামিলনাড়ুর গ্রামীণ এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই সব যায়গায় মহাভারতের কথকতার সাথে সাথে মহাভারত কেন্দ্রিক লোক নাট্য এই সব যায়গায় অনুষ্ঠিত হত। মহাভারত তামিলনাড়ুর প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যের অমূল্য পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন সঙ্গমকালীন কবিরা প্রত্যেকেই মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের কন্নড় সাহিত্যে মহাভারত বিশেষ অবদান রেখেছিল। পম্পা নামে একজন প্রসিদ্ধ কবি বিক্রমার্জুন বিজয় নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন যাকে 'পম্পা ভারত'ও বলা হত। একই সময়ে বিশিষ্ট কবি রন্না মহাভারত থেকে 'ভীম বিজয়' কাব্য রচনা করেছিলেন। এরপরে মহাভারত অবলম্বনে কবি নারণপ্পা 'কুমারব্যাস ভারত' এবং কবি লক্ষ্মীশ 'জৈমিনী ভারত' রচনা করেন। এছাড়া উড়িষ্যায় সরলা দাস মহাভারত রচনা করেন এবং বাংলাদেশে বর্ধমানের কবি কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতকে কাশীদাসি মহাভারত বলা হয়। মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিচারে প্রথমেই আসে পিতামহ ভীষ্মের নাম। ভীষ্ম এমন একজন চরিত্র যিনি কুরু রাজবংশের বৈধ বংশধর হওয়া সত্ত্বেও নিজে বিবাহ করলেন না এবং রাজত্ব গ্রহণ করলেন না। মহাভারতের বিরাট ষড়যন্ত্রে তিনিও লিপ্ত ছিলেন। নেপথ্যে থেকে ঘটনা প্রবাহকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন। ভীষ্ম এক জটিল চরিত্র আবার ট্র্যাজিক চরিত্রও বটে।

নবদ্বীপের ডায়েরি ঃ এখনও প্রাচীন ঐতিহ্য

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

গাজন। আমাদের নবদ্বীপে বারে মাসে তেরো পার্বণ তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পোদ্দার বাড়িতে, স্কুল এ তখন বার্ষিক পরীক্ষা শেষ প্রহর গোনা কবে নবদ্বীপে ফিরবো বর্ধমান থেকে, ব্যাগ পত্র গোছানো শেষ, বছরের এই সময়টা দুটো দিন চৌধুরী বাড়িতে বরাদ্দ আমার আর মামের (চৌধুরী বাড়ি মামের বাপের বাড়ি)। বেশীর ভাগ সময় যতদিন আমার দাদু বেঁচে ছিলেন ততদিন নিজে গিয়ে মনা আর তার আদরের বড়বৌমাকে নিয়ে আসতেন, পরে বাবাই গাজনের দিন বেশীরভাগ সময় আমাদের পৌঁছে দিয়ে বিকালে বর্ধমান ফিরে যেত। গাজন সে সময় আমার কাছে আর পাঁচটা দিনের মতো নয়, তখন অটুট সাহসী হয়নি আজকের পরিস্থিতির শিকার হয়ে, তখন ভুতের ভয় পাড়াতে মুণ্ড কাটা কালা পিসি দিদার ভয় বেশ জাঁকিয়ে সবার মধ্যে, ব্যতিক্রম আমার সতীন কাঁটা ওরফে ঠাম্মা। সে ডাকাতে নৌকার মাঝি এটা তার প্রবচন, এগুলো খুব মিস করি, এখন আমাকে আর ভাইকে কেউ অতিশাইরা বলে না প্রায় এক বছর। বিশাল বাড়িতে একা দাপটে ঘুরে বেড়ান দিনে না রাতে ও ঘুম থেকে উঠে সারা একতলা থেকে তিনতলা দেখে আসা তার অভ্যাস জন্ম ইস্তক দেখেছি, আমরা পেছনে এটা ওনার বাতিক বললেও সামনে কেউ বলার সাহস পেতাম না শুধু আমি ছাড়া। সেদিন মাম ছোটমা আমি আর ভাইয়ের গন্তব্যে ঠাম্মার ঘরে বিছানায়, তিনি অবশ্য মাটিতে বিছানা করে শুতেন সেই দিন,কুটুন বুড়ো যতদিন বেঁচে ছিল তারা ঠাম্মার পায়ের কাছে। এই দিনটা সন্ধ্যা নামতো মনে হতো অন্যদিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি, তখন নবদ্বীপে কারেন্ট চলে যাওয়ার প্রথা, বাড়িতে জেনারেটর থাকলেও চারদিকে বিশেষ করে তখন সামনে কলকাতা আখড়া আর পুঁচকে কাকুদের বাড়িতে ইদারার পাড় ঘেঁষা বিরাট নিম গাছকে ঘর পেড়িয়ে উঠোন থেকে মনে হতো কেউ বসে পা দোলাচ্ছে। কারণ কলকাতা আখড়া রাস্তাটুকু পেড়িয়ে গোঁসাই বাজার এর মাছ বাজার আর সেখানে বট গাছের তলায় রাখা শব দেহ, সেখানে আগে শ্মশান ছিল তাই রাতে এখানে শ্মশান জাগানো পুজো করে ডাক দিয়ে যোগনাথের সন্ন্যাসীরা মরা নিয়ে যাবে আমাদের বাজার রোডের রাস্তা দিয়ে বেশ রাতে।

সেদিন চারিদিকে একটা অজানা শিহরন অনুভব হতো বড় থেকে ছোটদের, তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে সবাই গল্প করলেও কান বাজার রোডে, ঠিক মধ্য রাতে নিঃস্তব্ধতা খান খান করে যেত ডাক আর শব। ঠাম্মা সেই রাত জেগে থাকতো পকাই কাঁটা খেলে সিঁদুর মাখা হাতে ত্রিশূল নিয়ে বাড়ি ফিরে দুধ গোবিন্দ ভোগ চাল দিয়ে শুদ্ধ হবিষ্যি করতো শেষ প্রহরে তারপর উনুনো ভাঙা হতো সে বছরের মতো,মাম একবার পকাই-এর এই রূপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিল,মাম অবশ্য পকাই ওরফে ছোটকাকু বেষ্ট ফ্রেন্ড এক ব্যাচ সিনিয়র সে কিন্তু পোদ্দার বাড়ির সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু মায়ের পকাই, দুজনে কম কথা বলে আর দুজনে বিজ্ঞান প্রিয় মানুষ। সেই রাতে বাথরুমে যাওয়ার হলে মাম ছোটমা ঠাম্মাকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে দুজনে একসাথে বাথরুম যেত ভয়ে, আমাদের পুরানো দিনের বাড়ি,উঠোন পেরিয়ে সুবিশাল বাথরুম। সেখানে পুঁচকে কাকুদের নিমগাছের পাতা ডাল এসে পরতো। সেদিন আমাদের বাড়িতে শেষ বেলায় রান্না ঘর ঝাড়া কারণ এরপর দিন ফল সেদিন সাত জন শিব ফল গ্রহণ।

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ, আইএনটিটিইউসি-র ভূমিকা বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ১২ এপ্রিলঃ ধূপগুড়িতে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-কে ঘিরে বিতর্ক, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ সিপিএমের। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অধীন ধূপগুড়ি ইনস্পেকশন বাংলোতে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে একটি নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগ, নির্বাচন আচরণবিধি বলব থাকা সত্ত্বেও সরকারি জায়গায় এই সভার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। বিরোধী দলগুলির দাবি, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্বাচনী সময়ে কোনও সরকারি স্থানে রাজনৈতিক সভা বা জমায়েত করার অনুমতি নেই। সেই নিয়ম উপেক্ষা করেই ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের সমর্থনে এই কর্মিসভা করা হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন নির্মান কর্মী ও টোটো চালক, যাঁরা আইএনটিটিইউসি-র সদস্য। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং, আইএনটিটিইউসি-র ধূপগুড়ি ব্লক সভাপতি আলম রাহমান এবং প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়। সরকারি বাংলোর ভিতরে এই সভা হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ও সিপিএম। দুই দলের তরফেই নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

সিপিআইএম নেতা জয়ন্ত মজুমদার বলেন, ''নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও সরকারি জায়গায় এই ধরনের সভা করা সম্পূর্ণ বেআইনি। প্রশাসন কীভাবে এই ঘটনায় নীরব ভূমিকা নিচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি।'' অন্যদিকে বিজেপি নেতা চন্দন দত্ত বলেন, ''অনুমতি ছাড়াই এবং নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করে এই সভা হয়েছে। শাসকদল বলেই সবকিছু করা যায় এই মানসিকতারই প্রমাণ এটি। বিরোধীরা সভা করতে গেলে নানা জায়গায় অনুমতি চাইতে হয়, তবুও অনুমতি মেলে না। আমরা ইতিমধ্যেই অনলাইনে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।'' এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং বলেন, ''এটি কোনও নির্বাচনী জনসভা নয়, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কর্মী বৈঠক ছিল। কেউ যদি অতি উৎসাহিত হয়ে তৃনমূলের কোনও ব্যানার লাগিয়ে থাকে সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। নির্বাচন আচরণবিধি মেনেই এই কর্মসূচি করা হয়েছে।'' ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ধূপগুড়ি বিডিও সোমনাথ হালদার বলেন, ''আমরা অভিযোগ পেয়েছি সেখানে কর্মীদের পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।''

সাধুবেশে প্রতারণা, ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে সব লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১২ এপ্রিলঃ ভোটের কড়া নিরাপত্তার মাঝেই নদিয়ার চাপড়া থানার চাপড়া এলাকায় চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা। বাসরিক অনুষ্ঠানের সুযোগে সাধুবেশে কয়েকজন বাড়িতে ঢুকে যায়। তারপর ভেষজ ওষুধ খাওয়ানোর নামে পরিবারের পাঁচ সদস্যকে অচৈতন্য করে সোনাদানা ও নগদ অর্থ লুট করে পালায়। বর্তমানে অসুস্থরা শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ধুবুলিয়া থানার একটি গ্রামের বাসিন্দা শম্পা প্রামাণিকের মায়ের বাসরিক অনুষ্ঠান চলছিল। ডোম পুকুরে একটি সাধুসঙ্ঘের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থান থেকে একাধিক সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। অভিযোগ, শম্পা প্রামাণিকের এক আত্মীয় করিমপুর থেকে 'কৃষ্ণ বাগ' নামে এক সাধুকে নিয়ে আসেন। তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী এবং নৈহাটি থেকে আসা এক মহিলা। যিনি নিজেকে ওই সাধুর ধর্মকন্যা বলে পরিচয় দেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর অভিযুক্ত ওই সাধু শম্পার পিসির বাড়ি চাড়াতলা এলাকায় যান। সেখানে শরীরের ব্যথা সারানোর নাম করে তিনি নিজেই রান্না করেন এবং পরিবারের

সদস্যদের ভেষজ ওষুধ খাওয়ান। ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির পাঁচজন সদস্য অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং কারও সঙ্গে যোগাযোগের অবস্থায় ছিলেন না। অসুস্থদের নাম, বিজয় প্রামাণিক, কার্তিক প্রামাণিক (৬৫), বুদ্ধদেব প্রামাণিক (৩৫), সুপর্ণা প্রামাণিক (৩৬) এবং অঞ্জলি প্রামাণিক (৫৫)। বর্তমানে তারা শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরিবারের দাবি, ওই অবস্থার সুযোগ নিয়ে নৈহাটি থেকে আসা মহিলা ঘরে থাকা সমস্ত সোনাদানা-গলার হার, কানের দুল, চুড়ি সহ মূল্যবান সামগ্রী-লুট করে পালিয়ে যায়। বাড়ির একটি শোকেসে রাখা সমস্ত গয়না উধাও হয়ে যায়। ঘটনার কথা প্রথম জানতে পারেন পরিবারের এক আত্মীয় রাম প্রামাণিক। সকালে কাজে যাওয়ার আগে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে তিনি ঘরে ঢুকে দেখেন সবাই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। কারও মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছিল বলেও দাবি করেন তিনি। পরে জল ছিটিয়ে তাদের জ্ঞান ফেরানো হলেও তারা ঘটনার বিষয়ে কিছুই স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। শম্পা বলেন, ''করিমপুর থেকে আসা ওই সাধু পুরো বিষয়টি জানেন। তার ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত। স্থানীয়দের মতে, নানা ধরনের প্রলোভন-স্বাস্থ্য ভালো করা, আয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কথা বলে ওই ভেষজ ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল।'' ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তিন দলের তিন ইস্তাহার

বাংলায় উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ গড়তে কার ভাবনা কেমন, কে বেশি যত্নশীল

বিশেষ প্রতিবেদন

ইস্তাহার দেখে কি একজন নির্বাচক তাঁর ভোটাধিকার প্রদান করেন? মনে তো হয় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ ভোটারই বোধহয় উলটেও দেখেন না একটি দলের রাজনৈতিক ইস্তাহার, জানেনই না কী লেখা আছে সেখানে। কিন্তু তবু ইস্তাহার গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইস্তাহার প্রকাশ করে একটি দলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে। যেহেতু পেশাগত কারণে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তাই খুঁটিয়ে পড়ছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি ও সিপিআই(এম)-এর ইস্তাহার তিনটি শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা, সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলি। বলা বাহুল্য, তিনটি ইস্তাহারই শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা একেবারেই দলগুলির মতাদর্শগত অবস্থান এবং নির্বাচন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহারে গুরুত্ব পেয়েছে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা। বলা হয়েছে যে, প্রযুক্তি-নির্ভর চাকরির বাজারের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এআই ল্যাবের সুবিধা প্রদান করা হবে। সন্দেহ নেই এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ইস্তাহারে আরও বলা হয়েছে যে-সমস্ত সরকারি এবং সরকারি-সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে বাংলার গৌরবগাথা নিয়ে একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই তৃণমূল বারবার বাঙালি অস্মিতার ওপর জোর দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে এবার ক্ষমতায় এলে একেবারে স্কুলস্তর থেকে বাঙালি কাকে বলে সে বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা ভবিষ্যৎ ভোটারদের মধ্যে তৈরি করতে তৃণমূল আগ্রহী। বিজেপি যে-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তার থেকে বাংলার সংস্কৃতি কতখানি আলাদা সেটিকেই খুব স্পষ্ট করে দাগিয়ে দেওয়া হবে সিলেবাসকে ব্যবহার করে। ক্ষমতায় এলে সমস্ত সরকারি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলির একটি সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপন, সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির উপযোগী দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তৃণমূল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তৃণমূল বলেছে যে, শিক্ষায় সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে জিডিপির ৪.৫ করা হবে। শিক্ষা সমাপনান্তে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, স্কুল সার্ভিস কমিশন, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন বা কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের কোনো

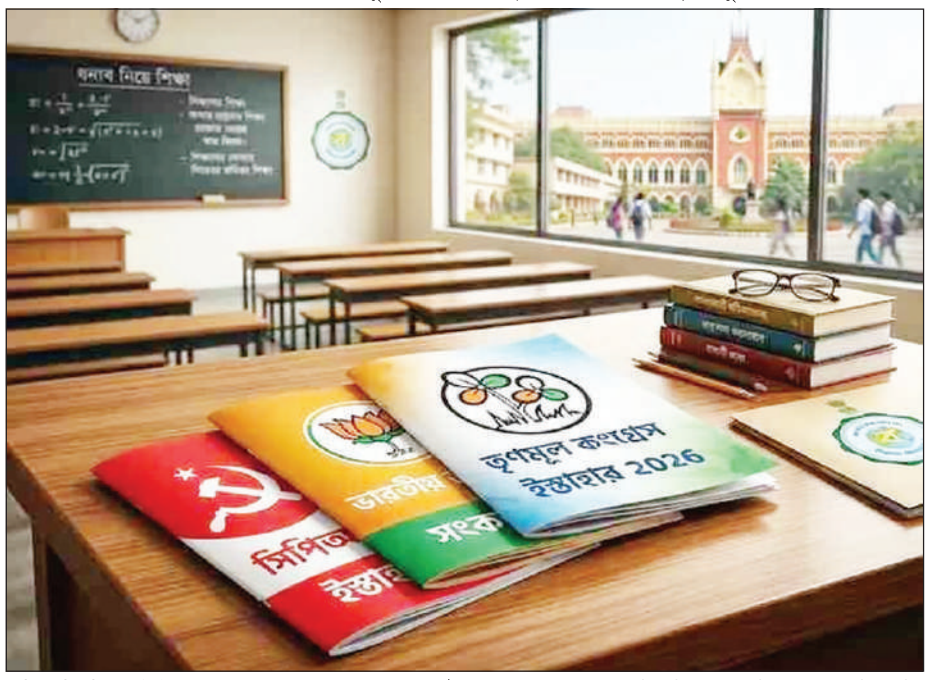

প্রতিশ্রুতি কিন্তু এই ইস্তাহারে দেওয়া হয়নি। একইভাবে পার্শ্ব শিক্ষক বা চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীদের জন্য নেই কোনো প্রতিশ্রুতি। ইস্তাহারটি পড়লে মনে হয় তৃণমূলের দৃষ্টি রয়েছে মূলত স্কুলশিক্ষার ওপরে। উচ্চশিক্ষা যেন খানিকটা অবহেলিতই। এর কারণটি বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। উচ্চশিক্ষা লাভ করে যে-তরুণতরুণীরা তাদের ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তৃণমূল যেন খানিকটা ধরেই নিয়েছে যে, এই অংশটি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে আসছে না যে-সমস্ত ভবিষ্যতের ভোটার তাদের মস্তিষ্কই প্রাথমিক অবস্থাতেই কব্জা করতে চাইছে তৃণমূল। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গত কয়েক বছরে প্রায়শই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না-থাকার কারণে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন নিয়ে কিন্তু তৃণমূলের ইস্তাহার নীরব। বিজেপির ইস্তাহারেও গুরুত্ব পেয়েছে স্কুলশিক্ষা। বলা হয়েছে যে, সরকারি স্কুলগুলিকে শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হবে। প্রতি ৫০ জন ছাত্রপিছু ন্যূনতম একজন শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক-ছাত্রের সঠিক অনুপাত নিশ্চিত করা হবে। একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে প্রতিটি স্কুলে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি এবং খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা হবে। বলা হয়েছে যে, সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে কোডিং, ডেটা মাইনিং এবং স্টেম শিক্ষার প্রসার ঘটাতে 'অটল টিঙ্কারিং ল্যাব' স্থাপন করা হবে। সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মান এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে তা বেসরকারি নামী স্কুলগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। কলেজের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য একটি সম্মানজনক ন্যূনতম বেতন সুনিশ্চিত করা হবে। উচ্চশিক্ষার প্রসারে উত্তরবঙ্গকে এক নতুন দিশা দিতে সেখানে আইআইটি ও আইআইএম-এর মতো জাতীয় স্তরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে। রাজ্যে প্রকৃত অর্থে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা হবে। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাবতীয় অস্বচ্ছতা দূর করে সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করা হবে। বিজেপি ইস্তাহারে স্বাভাবিক কারণেই নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে এই ইস্তাহার প্রায় নীরব। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, জাতীয় স্তরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল তৈরি করা হবে উত্তরবঙ্গে। পশ্চিমবাংলায় এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালযের সংখ্যা মাত্র এক। কিন্তু, নতুন কোনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি। বোঝাই যাচ্ছে যে, বিজেপির কাছেও পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্কুলশিক্ষা। সিপিআই(এম)-এর ইস্তাহারে কিন্তু গুরুত্বের বিচারে স্কুলশিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষাকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, রাজ্য বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হবে, স্নাতকস্তর পর্যন্ত টিউশন ফি মকুব করা হবে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত-এর মাধ্যমে বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কলেজ স্তরে শিক্ষাদানে গুরুত্ব আরোপ করা হবে, বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা এবং কলেজ স্তরে পর্যায়ক্রমে স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা হবে। বিজেপি এবং তৃণমূলের ইস্তাহারের মতনই এই ইস্তাহারেও বলা হয়েছে যে, বৃত্তিমূলক শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে এবং বৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে যে, এসএসসি, পিএসসি, সিএসসি, ও মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্ত শূন্যপদে ক্রমান্বয়ে নিয়োগ করা হবে এবং একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সব শূন্যপদে ক্রমান্বয়ে নিয়োগ করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি কিন্তু তৃণমূল বা বিজেপির ইস্তাহারে নেই। তবে বিজেপির ইস্তাহারের মতনই সিপিআই (এম)-এর ইস্তাহারেও সব স্তরের পার্শ্বশিক্ষক ও অস্থায়ী শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই ইস্তাহারে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষায় সর্বক্ষেত্রে ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে। এই ইস্তাহারটি পড়লে স্পষ্টই মনে হয় যে, ইস্তাহারে শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্বকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনটি ইস্তাহারের মধ্যে সিপিআই(এম)-এর ইস্তাহারেই উচ্চশিক্ষা পর্যাপ্ত গুরুত্ব পেয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে তিনটি ইস্তাহারের কোনোটিতেই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে তা নিয়ে তেমন কিছুই স্পষ্ট করে বলা নেই। এর অর্থ কি এই যে, পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রটি যে ক্রমশ বেসরকারি পুঁজির দ্বারাই শাসিত হতে থাকবে তা একপ্রকার মেনেই নিয়েছে এই তিনটি দল? একমাত্র সিপিআই(এম)ই তবুও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বচ্ছভাবে নিয়মিত নিয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। বাকি ইস্তাহার দু-টি তো এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবই! সরকারি বা সরকার পোষিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত স্বচ্ছভাবে নিয়োগ না হলে, কোনো সন্দেহ নেই যে, রমরম করে চলবে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। দেখার এখন এটিই, এ-রাজ্যের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এই তিনটি ইস্তাহারের মধ্যে কোনটিতে ভরসা বেশি রাখে।

তমলুকবাসীর প্রত্যাশা পূরণে তৃণমূল ও বিজেপি-র লড়াই

একদিকে ড. হরেকৃষ্ণ বেরা অন্যদিকে ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুকঃ যে তমলুকের বুকে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ, ঈৎ সিং থেকে সংঘমিত্রা মহেন্দ্র, সেই তমলুক আজ সেই গরিমা হারিয়ে ফেলেছে। তমলুকের মাটিতে পা দিয়েছিলেন নদীয়া থেকে আগত মহাপ্রভু। তমলুকের ইতিহাস বহু প্রাচীন। স্বাধীনতা সংগামের পীঠস্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আকর ছিল তমলুক। আজ সেই তমলুক বন্দরের সৌন্দর্য আটকে গিয়েছে রূপনারায়ণ নদের হোগলার বনে। এই ঐতিহাসিক তমলুকের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পাটির প্রার্থী ড. হরেকৃষ্ণ বেরা ও অপরদিকে তৃণমূল প্রার্থী তমলুক রাজ পরিবারের সদস্য, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়। গত নির্বাচনে ঐ বিজেপি প্রার্থী ড. হরেকৃষ্ণ বেরা মাত্র ৬৮৩ ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন ড. সৌমেন মহাপাত্রের কাছে। কিন্তু গত লোকসভার ভোটে বিজেপি প্রায় ঊনিশ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস এর থেকে। সেই ব্যবধান কাটিয়ে উঠার জন্য তৃণমূল সুপ্রিমো ভরসা রেখেছেন দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, রাজপরিবারের শিক্ষিত ব্যক্তি ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের উপর। তাম্রলিপ্ত পৌরসভার ২০টি ওয়ার্ড সহ তমলুক গ্রামীনের ৪টি এবং শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে আজ তমলুক

বিধানসভা। পৌরসভার মানুষের কাছে বিশেষ পরিচিত মুখ তৃণমূল প্রার্থী ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি জনগণের কাছে তার ইস্তাহারে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তমলুকে দুটি পলিটেকনিক কলেজ তৈরি, পান চাষীদের জন্য হিমঘর, গবেষণাকেন্দ্র, হাসপাতালে রোগীদের আত্মীয়দের রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা, তার এলাকায় প্রতিটি বাস স্টপেজে শৌচালয়ের ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পথবাতি এবং সিসি টিভি-র ব্যবস্থা করা। তমলুক শহরে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র করা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্মভিটে থেকে নোনাকুড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মানের ব্যবস্থা। জোরকদমে প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকাবুকো নেতা চঞ্চল খাঁড়া প্রকাশ্য মঞ্চে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছেন ড. হরেকৃষ্ণ বেরা মহাশয়কে। তিনি কবে কতগুলো সমাজসেবায় বা নানা কর্মসূচীতে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পৌরবাসীর মানুষের বক্তব্য চঞ্চলবাবুর মতো মানুষ কতটা তৃণমূলকে বাড়তি সুবিধা দেবেন সেটা দেখার। কারণ চঞ্চলবাবু কিছুদিনের জন্য পৌরসভাতে পৌরপিতার দায়িত্বে বসলেও কোর্টের নির্দেশে সরে যেতে হয়। আবার এই বিধানসভায় হুমায়ুন কবিরের জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রার্থী দিয়েছে। একদিকে ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ বাবুর যেমন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে ঠিক তেমনি বিজেপি প্রার্থী ড. হরেকৃষ্ণ বাবুর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে জনমানসে। তার উপর লোকসভা ভোটের নিরিখে বিজেপি প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন। আবার তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি ইস্যু, ছাবিবশ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল, তমলুক পৌরসভার বিশৃঙ্খলা, বারে বারে চেয়ারম্যান পরিবর্তন, মানুষের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে তা আগামী ২৩ তারিখ ভোট বাক্সে প।বে। বিজেপি প্রার্থী তিরিশ হাজারের মার্জিনে জিতবেন বলে দাবী করলেও এই বিধানসভা ভোট যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পুরুলিয়ায় যেন 'শোলে'র রিমেক! 'বিয়ে দিতেই হবে', রেগে জলের ট্যাঙ্কে উঠে গেল ২২ বছরের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১২ এপ্রিলঃ পর্দায় ছিল রামড়, আর বাস্তবের মাটিতে পুরুলিয়া। পর্দায় ছিলেন ধর্মেন্দ্র ওরফে 'বীরু' আর বাস্তবে বছর বাইশের যুবক আব্বাস আনসারী। ব্লকবাস্টার 'শোলে' সিনেমার সেই আইকনিক দৃশ্য, যেখানে বসন্তীকে পাওয়ার জন্য বীরু জলের ট্যাঙ্কে উঠে আত্মহত্যার দুলমি এলাকা যখন সবে আড়মোড়া ভাঙছে, তখনই এলাকার বাসিন্দাদের চোখে পড়ে এক অভাবনীয় দৃশ্য। এলাকার বিশাল উঁচু জলের ট্যাঙ্কের মাথায় দাঁড়িয়ে এক যুবক। চিৎকার করছেন। তাঁর একটাই দাবি, বিয়ে করতে চাই! মুহূর্তের মধ্যে খবর রাষ্ট্র হয়ে যায়। পুরুলিয়া মফস্বল থানার রামপুর বিয়ের দাবি করছিল। আমরাও বলেছিলাম বিয়ে দেব। কিন্তু আজ সকালে দেখি ও এই কাণ্ড করে বসে আছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে টালবাহানা। একদিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুবকের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা, অন্যদিকে নিচে উৎসুক জনতার ভিড়, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে

হুমকি দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ঘটনারই যেন হুবহু রিমেক দেখল পুরুলিয়াবাসী। তবে তফাত শুধু একটাই, সিনেমাতে বীরুকে আটকানোর জন্য গব্বর বা মৌসিজি ছিল, আর এখানে আব্বাসকে নামাতে কালঘাম ছুটল পুলিশ ও দমকল কর্মীদের। রবিবার এমনিতেই ছুটির আমেজ। পুরুলিয়া শহরের গ্রামের বাসিন্দা আব্বাস আনসারীর এই 'বীরু-গিরি' দেখতে নিচে ভিড় জমান শয়ে শয়ে মানুষ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আব্বাসের মাথায় ইদানিং বিয়ের নেশা প্রবলভাবে চেপে বসেছে। বাড়ির লোকের কাছে বারবার দাবি জানিয়েও যেন তর সইছিল না তাঁর। যদিও পরিবারের দাবি, তাঁরা বিয়ে দিতে রাজিই ছিলেন। কিন্তু রবিবার সকালে কাউকে কিছু না জানিয়েই আব্বাস পৌঁছে যান দুলমি এলাকায়, উঠে পড়েন জলের ট্যাঙ্কে। সেখান থেকেই শুরু হয় হাই-ভোল্টেজ ড্রামা। চৈত্রের গরমে যখন প্রকৃতি পুড়ছে, তখন পুরুলিয়ার এই 'প্রেম-তপ্ত' যুবকের কাণ্ড দেখে হতবাক পুলিশও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। ছুটে আসে দমকল। নিচে দাঁড়িয়ে যুবকের বাবা হাবিব আনসারী ছেলেকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেন। কিন্তু কাজ অত সহজে হয়নি। হাবিব বলছেন, ছেলে হয় প্রশাসনকে। শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে 'বীরু' থুড়ি আব্বাসকে নিচে নামিয়ে আনার তোড়জোড় শুরু হয়।

রেস্টুরেন্টের জন্য স্টাফ প্রয়োজন (ভাদোদরা, গুজরাট)
ভাদোদরায় (গুজরাট) গত ৬ বছর ধরে সাফল্যের সাথে চলা আমাদের একটি পিওর ভেজ (নিরামিষ) রেস্টুরেন্টের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। এখানে শুধুমাত্র টেবিল সার্ভিস দেওয়া হয় (কোনো ক্যাটারিং বা ব্যাঙ্কোয়েটের কাজ নেই - মাত্র ১০টি টেবিল)।* পদ ও মাসিক বেতন:
- ক্যাপ্টেন: ১৪,০০০ টাকা
- ওয়েটার: ১৩,০০০ টাকা
- হাউসকিপিং (পরিচ্ছন্নতা কর্মী): ১২,০০০ টাকা
- বাসন মাজার লোক (মোরি): ১২,০০০ টাকা* বিশেষ সুযোগ-সুবিধা:* থাকা এবং খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রি (থাকার আলাদা সুব্যবস্থা আছে)।
- সপ্তাহে একদিন ছুটি (শনিবার, রবিবার এবং উৎসবের দিন বাদে)।
- টানা ৬ মাস কাজ করার পর ৩০ দিনের অতিরিক্ত লম্বা ছুটি পাওয়া যাবে।* কাজের সময়: সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৪টে এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত (দুপুর ৪টে থেকে ৬টা পর্যন্ত রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকে)।
- বেতন: প্রতি মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে।
- প্রয়োজনীয় নথি: আধার কার্ড, জন্ম শংসাপত্র, ভোটার কার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক।যোগাযোগ

করুন:বাংলার জন্য: 9924764549
হিন্দির জন্য: 7046074447

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works" at 01 (one) no. place i.e Patharghata High School of Patharghata Rd, Action Area III, Newtown, Kolkata- 700135, PS-Technocity, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 14.04.2026) (Ref. Id - 20013345)." **Tender No: NIQ No-32/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Bid Submission end date: **14.04.2026 up to 10:30 A.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৫১৯৯ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৭৯১
রেজি. অফিসঃ বনগানগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫১৩, ভারত
হেড অফিসঃ ৪১০, বর্ধান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬,
ইমেল-krypton@kryptongroup.com, ওয়েবসাইট-www.kryptongroup.com

০২রা জুলাই, ২০২৫ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 অনুযায়ী, সকল শেয়ারহোল্ডারকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ভৌত শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধসমূহ পুনরায় জমা দেওয়ার সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে ০৭ই জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ই জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত-অর্থাৎ ছয় (৬) মাসের মেয়াদের জন্য-একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছিল। অধিকন্তু, উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে পূর্ব নোটিশ ২৫শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে প্রদান করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায়, শেয়ারহোল্ডারগণ যাতে এই বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে তাঁদের হস্তান্তরের অনুরোধসমূহ পুনরায় জমা দিতে পারেন, সেই লক্ষ্যে এখন আরও অতিরিক্ত ছয় (৬) মাসের জন্য একটি নতুন বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে যা ০৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ০৬ই জুন, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে।
এই সুবিধাটি ১লা এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে দাখিলকৃত সেই সকল হস্তান্তর দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা নথিপত্র/প্রক্রিয়ায় ত্রুটি/কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত পাঠানো অথবা অনিষ্পন্ন রয়ে গিয়েছিল।
যেসব বিনিয়োগকারী ৩১শে মার্চ, ২০২১-এর পূর্বনির্ধারিত সময়সীমাটি মিস করেছেন, তাঁদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-অর্থাৎ, মহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড-এর ঠিকানায় ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, লাল বাজার, কলকাতা ৭০০০০১ ই-মেইলঃ mdpldc@yahoo.com প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।
উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত শেয়ার, ট্রান্সফার-কাম-ডিম্যাট পদ্ধতির মাধ্যমে যথাযথ যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে প্রক্রিয়াজাত করা হবে অর্থাৎ, শেয়ার হস্তান্তরের পর সেগুলি কেবল ডিম্যাটেরিয়ালাইজড রূপেই ইস্যু করা হবে। নথিপত্র জমা প্রদানকারী ব্যক্তির অবশ্যই একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর থাকতে হবে এবং আরটিএ-এর নিকট হস্তান্তরের নথিপত্র জমা দেওয়ার সময়, তাঁকে শেয়ার সার্টিফিকেট ও হস্তান্তরের নথিপত্রের পাশাপাশি তাঁর ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট-ও প্রদান করতে হবে। ২০২৬ সালের ৬ই জুনের পর জমা দেওয়া হস্তান্তরের কোনো অনুরোধ কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক গ্রহণ করা হবে না।

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রিয়া আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্ট অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০৪.২০২৬

পেটপুজো

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও

পৃথিবীর ১০ ভয়ংকর রহস্যময় স্থান যেখানে গেলে আর ফেরার নিশ্চয়তা নেই!

পৃথিবী যেমন সু ন্দর, তেমনই রহস্যে ঘেরা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও এমন বহু জায়গা রয়েছে, যেগুলো আজও মানুষের বোধগম্যের বাইরে। এইসব স্থানের সঙ্গে জ।ড়িয়ে আছে নিখোঁজ হওয়া মানুষ, অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনা, অলৌকিক দাবি এবং ভয়ঙ্কর কাহিনি। চলুন জেনে নেওয়া যাক পৃথিবীর এমন ১০টি রহস্যময় স্থান সম্পর্কে, যেগুলো নিয়ে আজও শিহরণ জাগে।

১. সুইসাইড ফরেস্ট (জাপান)
জাপানের Mount Fuji-এর পাদদেশে অবস্থিত এই ঘন অরণ্য সুইসাইড ফরেস্ট নামে পরিচিত। এখানে গাছের শিকড় মাটির উপর জালের মতো ছড়িয়ে থাকে এবং অদ্ভুতভাবে কম্পাস কাজ করা বন্ধ করে দেয়। প্রতি বছর বহু মানুষ এখানে প্রবেশ করেন, কিন্তু অনেকে আর ফিরে আসেন না। এই বন ঘিরে রয়েছে গভীর মানসিক ও অতিপ্রাকৃত রহস্য।

২. Bermuda Triangle-বিশ্বের অন্যতম কুখ্যাত রহস্যময় অঞ্চল। Florida, Puerto Rico এবং Bermuda-এর মধ্যবর্তী এই ত্রিভুজাকার এলাকায় বহু জাহাজ ও বিমান হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি।

৩. Hoia Baciu Forest-রোমানিয়ার এই বনভূমিকে বলা হয় ট্রানসিলভানিয়ার বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। এখানে গাছগুলো অদ্ভুতভাবে বাঁকানো, আর অনেকেই দাবি করেন-এই বনে ঢুকলে সময়ের ধারণা হারিয়ে যায়। ইউএফও দেখা যাওয়ার কথাও শোনা যায়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও স্পষ্ট নয়।

৪. Bennington Triangle (আমেরিকা)-Vermont-এর এই পাহাড়ি অঞ্চলে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে একাধিক মানুষ রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। নিখোঁজদের মধ্যে ছিল

সাধারণ মানুষ থেকে অভিজ্ঞ শিকারিও। আজও সেই রহস্যের কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা নেই।

৫. Nahanni Valley-কানাডার এই উপত্যকা ভ্যালি অফ হেডলেস মেন নামে কুখ্যাত। অতীতে এখানে সোনার খোঁজে গিয়ে বহু মানুষ প্রাণ হারান, এবং তাদের দেহ মাথাবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। স্থানীয়দের বিশ্বাস-এই এলাকায় কোনো অশুভ শক্তির বাস রয়েছে।

৬. Devil's Kettle- Minnesota-এর এই রহস্যময় জলপ্রপাতের একটি অংশ স্বাভাবিকভাবে নিচে প।ে, কিন্তু অন্য অংশ একটি গহ্বরে ঢুকে হঠা অদৃশ্য হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা ডাই বা জিপিএস ব্যবহার করেও সেই জলের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারেননি।

৭. Mariana Trench-প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর স্থান। এখানে জলের চাপ এত বেশি যে মানুষের পক্ষে সেখানে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। এই অন্ধকার গভীরে কী ধরনের প্রাণী বা অজানা জগত রয়েছে, তা এখনও গবেষণার বিষয়।

৮. Door to Hell- Karakum Desert-এ অবস্থিত এই বিশাল গর্তে ১৯৭১ সাল থেকে আগুন জ্বলছে। মিথেন গ্যাস আটকাতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আগুন জ্বালিয়েছিলেন, যা আজও জ্বলছে। রাতের অন্ধকারে এটি যেন নরকের দরজার মতোই মনে হয়।

৯. Roopkund Lake (ভারত)-উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ে অবস্থিত এই হ্রদ স্কেলেটন লেক নামে পরিচিত। বরফ গললে এখানে শত শত প্রাচীন কঙ্কাল দেখা যায়। গবেষকরা মনে করেন, শতাব্দী আগে ভয়াবহ শিলাবৃষ্টিতে এত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তবে স্থানীয়দের মতে, এই জায়গা এখনও রহস্যময় আত্মাদের আবাস।

১০. Nevada Triangle (যুক্তরাষ্ট্র)-Las Vegas সংলগ্ন এই অঞ্চলটি বিমান নিখোঁজ হওয়ার জন্য কুখ্যাত। গত কয়েক দশকে এখানে হাজার হাজার বিমান হারিয়ে গেছে বলে দাবি করা হয়। প্রবল বায়ুপ্রবাহ, চৌম্বকীয় অস্বাভাবিকতা বা অন্য কোনো কারণ-কিছুই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। না রহস্যের পেছনে বিজ্ঞান নাকি কল্পনা? এই সব জায়গার অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে-যেমন চৌম্বকীয় পরিবর্তন, প্রাকৃতিক গ্যাস, আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি। তবে সব প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। মানুষের কৌতূহল, ভয় এবং অজানার প্রতি আকর্ষণই এই জায়গাগুলিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

পৃথিবীর এই রহস্যময় স্থানগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়-সব কিছু আমরা এখনও জানি না। Bermuda Triangle থেকে Aokigahara Forest-প্রতিটি জায়গাই যেন অজানার এক দরজা খুলে দেয়। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, এই স্থানগুলো আজও মানুষের কল্পনা, গবেষণা এবং ভয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে। আর সেই কারণেই এগুলো শুধু ভৌগোলিক স্থান নয়-এগুলো রহস্য, কাহিনি এবং অজানার প্রতীক। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও মানবজীবনের মৌলিক চাহিদা, মূল্যবোধ এবং সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব একেবারেই কমে যায়নি-বরং নতুনভাবে তা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে আমরা যেমন দ্রুত যোগাযোগ, উন্নত চিকিসা, সহজতর শিক্ষা এবং বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহের সুবিধা পাচ্ছি, তেমনি এর অপব্যবহার আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই প্রযুক্তি শুধু সুবিধার মাধ্যম নয়, এটি দায়িত্বশীল ব্যবহারেরও একটি ক্ষেত্র। বিজ্ঞান আমাদের যুক্তিবাদী করে তোলে, কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয় এবং নতুন উদ্ভাবনের পথ দেখায়। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের মানবিকতা, নৈতিকতা ও সহমর্মিতার চর্চাও বজায় রাখতে হবে। যন্ত্রনির্ভর জীবনে মানুষ যেন যন্ত্রে পরিণত না হয়, সেটি নিশ্চিত করাও আমাদের দায়িত্ব। প্রযুক্তি আমাদের সময় বাঁচায়,

NAME CHANGE
I, Mrinal Kanti Roy (Old Name) S/o Kalipada Roy Residing at 13J, D N Ghosh Road, P.o - Bhawanipore, P.s - Kalighat, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mrinal Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-04-2026. Mrinal Kanti Roy (Old Name) and Mrinal Roy (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Shayamal Kumar Ghosh (Old Name) S/o Anil Kumar Ghosh Residing at 413/1, Dum Dum Cossipore Road, P.o - Motijheel, P.s - Dum Dum, District - North 24 Parganas, Pin - 700074, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shyamal Kumar Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-04-2026. Shayamal Kumar Ghosh (Old Name) and Shyamal Kumar Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Maniklal Ghosh (Old Name) S/o Bhagirath Ghosh Residing at Vill - Ghosh Para, P.o+P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743263, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Manik Ghosh (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat vide affidavit no 4732 Dated 01-04-2026. Maniklal Ghosh (Old Name) and Manik Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Binod Hela (Old Name) S/o Bhokul Hela Residing at 33/A Shariff Lane, P.o - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Vinod Hela (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-04-2026. Binod Hela (Old Name) and Vinod Hela (New Name) both are same and one identical person.

Name correction
I, Ajay Kumar Halder, Ajoy Kumar Haldar (Old Name) S/o Sunil Haldar Residing at Gumki, P.o - Panchnan, Sundarban - 743336, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Kumar Haldar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2026. Ajay Kumar Halder, Ajoy Kumar Haldar (Old Name) and Ajay Kumar Haldar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Monjura Bibi (Old Name) W/o Hosen Ali Gazi Residing at Mukundakati, P.o - Itinda, Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743292, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Monjura Bibi Gazi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Monjura Bibi (Old Name) and Monjura Bibi Gazi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ashutosh Kumar Jha (Old Name) S/o Jay Krishna Jha Residing at Udayan Pally, Rania, P.o - Boral, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700154, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ashutosh Jha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-04-2026. Ashutosh Kumar Jha (Old Name) and Ashutosh Jha (New Name) both are same and one identical person.

Name correction
I, Nilufa Yeasmin Bibi (old name) W/o- Mostaque Ahamed Sarkar residing at Raijotpara, Katlamari, Raninagar, Dist-Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NILUFA YEASMIN BIBI to NILUFA YASMIN BIBI and henceforth I shall be known as NILUFA YASMIN BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/04/2026. NILUFA YEASMIN BIBI (old name) and NILUFA YASMIN BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, BIVA KARAR W/o Bholanath Karar re-siding at Naskar Para, Banipur, P.S.-Sankrail, Dist-Howrah, Pin-711304 do hereby solemnly affirm & declare my actual name BIVA KARAR instead of BIMA KARAR and my Husband's actual name BHOLANATH KARAR instead of NOT NON KARAR, vide an affidavit sworn be-fore the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Sadar Howrah dated on 24/12/2025. BIVA KARAR and BIMA KARAR both are same and one identical person. BHOLANATH KARAR and NOT NON KARAR both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, BIVA KARAR W/o Bholanath Karar re-siding at Naskar Para, Banipur, P.S.-Sankrail, Dist-Howrah, Pin-711304 do hereby solemnly affirm & declare my actual name BIVA KARAR instead of BIBHA DATTA and my father's actual name NAGENDRA CHANDRA DUTTA instead of NAGENDRA NATH DATTA, vide an af-fidavit sworn before the Ld. Executive Mag-istrate 1st Class at Sadar Howrah dated on 30/12/2025. BIVA KARAR and BIBHA DATTA both are same and one identical person.
NAGENDRA CHANDRA DUTTA and NAGENDRA NATH DATTA both same and one identical person.

NAME CHANGE
I, RASHID MD, s/o FATEH MOHAMMED, residing at 45/1A Old Ballygunge 1st Lane, Kolkata-700019, do hereby solemnly affirm & declare my &my father's actual name is RASHID MD & FATEH MOHAMMED instead of RASHID MAHAMOOD & P. MAHAMOOD which is wrongly recorded in my driving licence vide no. WB-0119970929499, vide an affidavit sworn before the LD. Judicial Magistrate, 1st class at Alipore dated 18.05.2025 RASHID MD s/o FATEH MOHAMMED and RASHID MAHAMOOD s/o P. MAHAMOOD are same and one identical person

NAME CHANGE
I, BAPI BISWAS S/o Late Sunil Biswas residing at Vill.-Serpur, P.O.-Rampur Bhatpara, P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743249 do hereby solemnly affirm & declare my wife's actual name RITA BISWAS instead of PUJA BISWAS, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas dated on 09/04/2026. RITA BISWAS and PUJA BISWAS both are same and one identical person.

২০১৪-২৬ সময়ে ৫৪,৬০০ কিমি রেলপথ নবীকরণ

১২ এপ্রিল ঃ ভারতের রেলপথের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে গত এক দশকের বেশি সময়ে বড়সড় উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় রেলওয়ে। ২০১৪ সাল থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশজু।ড়ে মোট প্রায় ৫৪,৬০০ কিলোমিটার রেলপথ নবীকরণ করা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ট্র্যাক আপগ্রেডেশন ও নবীকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়মিতভাবে করা হয়। রেললাইনের বয়স, ট্রাফিকের চাপ, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ট্র্যাক নবীকরণের কাজ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল-নির্ধারিত গতিতে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রাখা।

রেলপথের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় ভারতীয় রেলে। এজন্য একটি সুসংগঠিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যা ' ওয়ে ম্যানুয়াল'-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে প্রতিদিন ট্র্যাক পেট্রোলিং, পায়ে হেঁটে পরিদর্শন, ট্রলি ইন্সপেকশন এবং লোকোমোটিভ থেকে পর্যবেক্ষণের মতো বিভিন্ন পদ্ধতিতে রেললাইন পরীক্ষা করা হয়। এর পাশাপাশি ট্র্যাকের জ্যামিতিক অবস্থা নির্ভুলভাবে যাচাই করার জন্য ট্র্যাক রেকর্ডিং কার এবং অসিলেশন মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গোটা রেল নেটওয়ার্ক নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকে। পরিদর্শনের ভিত্তিতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে ট্র্যাকের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে।রেলপথের উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং শক্তিশালীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই লক্ষ্যে ভারতীয় রেল একাধিক আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন-আধুনিক ট্র্যাক কাঠামোতে ৬০ কেজি ও ৯০ ঈঞ্জঙ্ক রেল, প্রশস্ত ও ভারী প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার এবং উন্নত ফাস্টেনিং ব্যবস্থার ব্যবহার করা হচ্ছে।

টার্নআউট নবীকরণে থিক ওয়েব সুইচ ও ওয়েল্ডেবল ক্রঙ্ক ক্রসিং ব্যবহার করা হচ্ছে।

২৬০ মিটার দীর্ঘ রেল প্যানেল ব্যবহার বা।ানো হয়েছে, যাতে জোড়া লাগানোর প্রয়োজন কমে এবং নিরাপত্তা ও যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে।

পুরনো এক্সপানশন জয়েন্টে র বদলে আধুনিক থিক ওয়েব সুইচ এক্সপানশন জয়েন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে।

রেল জোড়া লাগাতে উন্নত ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক ট্যাম্পার ও আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

রেল গ্রাইন্ডিং মেশিনসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ট্র্যাকের গুণমান উন্নত করা হচ্ছে। PQRS, TRT, T-28-এর মতো যন্ত্র ব্যবহার করে ট্র্যাক বসানোর কাজকে যান্ত্রিক করা হয়েছে।

লেভেল ক্রসিং গেটে ইন্টারলকিং ব্যবস্থা চালু করে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

রেললাইন ও ওয়েল্ড পরীক্ষা করতে উন্নত ফেজড অ্যারে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ট্র্যাকের সার্বিক স্বাস্থ্য মূল্যায়নে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইয়ার্ড এলাকায় ট্র্যাক পরিমাপের জন্য পোর্টেবল ট্র্যাক মেজারিং ট্রলি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ওয়েব-ভিত্তিক ট্র্যাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আরও নিখুঁত করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ভারতীয় রেল নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক রেল পরিষেবা নিশ্চিত করতে ক্রমাগত প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

মাওবাদী নেতা 'কিষাণ দা'-র শেষ চিঠি সামনে, সশস্ত্র সংগ্রাম নিয়ে প্রশ্ন সংগঠনের ভবিষ্যৎ কৌশল ঘিরে জল্পনা

রাঁচি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) ঃ নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী)-র শীর্ষ নেতা প্রশান্ত বোস ওরফে ' দা'-র লেখা একটি গোপন চিঠি তাঁর মৃত্যুর পর সামনে এসেছে, যা সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্য কৌশল নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। রাঁচি জেল থেকে মৃত্যুর আগে লেখা এই চিঠি ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা সংস্থার হাতে পৌঁছেছে এবং তা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। প্রায় এক কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষিত এই মাওবাদী নেতা তাঁর চিঠিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। সংগঠনের বড় ক্ষতির কথা তুলে ধরে তিনি বর্তমান কৌশল পুনর্বিবেচনার ওপর জোর দেন। সূত্রের খবর, ২০ মার্চ ২০২৬-এ লেখা এই চিঠি তিনি মিসির বেসরা ওরফে ' সাগর'-কে উদ্দেশ্য করে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল এবং গুরুতর, যার ফলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে। জঙ্গলে সক্রিয় কর্মীদের প্রতিকূল অবস্থার কথাও তিনি তুলে ধরেন। শনিবার জানা গেছে, চিঠির বিভিন্ন অংশে তিনি পরোক্ষে আত্মসমর্পণের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করাই বেশি বাস্তবসম্মত হতে পারে। এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, সংগঠনের অভ্যন্তরে কৌশলগত অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

সাম্প্রতিক পুলিশি অভিযানে সংগঠনের বড় ক্ষতি হয়েছে বলেও স্বীকার করেছেন ' দা'। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, যথাযথ বিশ্লেষণ ছাড়া সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে গেলে সংগঠন আরও গভীর সংকটে পড়তে পারে। নেতৃত্বের কাছে আত্মসমালোচনা ও পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়ে তিনি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর অনুরোধও করেন। উল্লেখযোগ্য যে, সিপিআই (মাওবাদী)-র শীর্ষ নেতা প্রশান্ত বোস ওরফে ' দা'-র ৩১ মার্চ ২০২৬-এ রাঁচির বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় কারাগারে দীর্ঘ অসুস্থতার পর মৃত্যু হয়। সংগঠনের

' এবং একসময়ের এক কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষিত এই নেতা দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংগঠনের বিস্তার এবং কৌশল নির্ধারণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তদন্তকারী সংস্থার মতে, একাধিক বড় নকশাল হামলার পরিকল্পনা ও অনুমোদনের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৭০টিরও বেশি মামলা নথিভুক্ত ছিল।২০২১ সালে ঝাড়খণ্ড পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেফতার করা হয। এরপর থেকেই তিনি রাঁচির কারাগারে বনিন্দ ছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর শুক্রবার (৩ এপ্রিল) রাঁচির বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। যা জেল আইজি সুদর্শন মণ্ডল এই খবর নিশ্চিত করেছিলেন। নিরাপত্তা মহলের মতে, ' দা'-র এই শেষ চিঠি মাওবাদী সংগঠনের দুর্বল হয়ে পড়া অবস্থারই প্রতিফলন। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর মতো অভিজ্ঞ কৌশলবিদের মৃত্যু এবং এই ধরনের বার্তা সংগঠনের ভবিষ্য কৌশলে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে।বর্তমানে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি তদন্ত করছে, কীভাবে এই চিঠি জেল থেকে সংগঠনের কাছে পৌঁছাল এবং এর সঙ্গে কারা যুক্ত। একইসঙ্গে এই চিঠিকে মাওবাদী কার্যকলাপের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতার বংশবৃদ্ধি, বন্য পরিবেশে প্রথমবার ৪ শাবকের জন্ম দিল ভারতে জন্মানো ' সন্তান

নয়াদিল্লি,শিওপুর, ১১ এপ্রিল (হি. স.)ঃ ভারতের চিতা পুনরুত্থান প্রকল্প বা 'প্রজেক্ট চিতা' এক অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করল। মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে এই প্রথমবার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারতের মাটিতে জন্ম নেওয়া একটি স্ত্রী চিতা চারটি শাবক প্রসব করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা চিতা ' ২৫ মাস বয়সী এই কন্যাসন্তানটি গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কুনোর খোলা জঙ্গলে মুক্ত অবস্থায় ছিল। এর ফলে ভারতে বর্তমানে চিতার মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭-এ। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবরটি ভাগ করে নিয়ে একে ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ইতিহাসে একটি ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান, ২০২২ সালে চিতা পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে বন্য পরিবেশে এটিই প্রথম শাবক জন্মের ঘটনা। এর চেয়েও বড় বিষয় হলো, এই প্রথম

ভারতে জন্ম নেওয়া কোনো দ্বিতীয় প্রজন্মের চিতা প্রাকৃতিক পরিবেশে সফলভাবে বংশবৃদ্ধি করল। ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, এটি প্রমাণ করে যে চিতাগুলি ভারতের বাস্তুসংস্থানের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে। কুনোর দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক রক্ষণাবেক্ষণের ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মোহন যাদব এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি গামিনী ও তার শাবকদের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশ এখন চিতা পুনরুত্থানের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠছে। কুনোর খোলা জঙ্গলে চিতার এই বংশবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে এখানকার মাটি ও পরিবেশ চিতার বংশ বিস্তারের জন্য সম্পূর্ণ অনুকূল। প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আমাদের অঙ্গীকার সফল হচ্ছে। পরিসংখ্যান ও বর্তমান পরিস্থিতি- বনবিভাগের আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, বর্তমানে ভারতে মোট ৫৭টি চিতা রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি চিতা রয়েছে কুনো জাতীয় উদ্যানে এবং বাকি ৩টি চিতা মঃ দসৌর জেলার গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যে মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। কুনোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নবজাতক শাবক ও তাদের মা-উভয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে এবং তাদের ওপর ড্রোনের মাধ্যমে দূর থেকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালে ভারত থেকে চিতা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর, ২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর উদ্যোগে নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চিতা এনে কুনোতে ছাড়া হয়েছিল। সম্প্রতি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বতসোয়ানা থেকেও আরও ৯টি চিতা আনা হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতে জন্মানো চিতার এই প্রজনন ক্ষমতা প্রমাণ করল যে ভারত তার হারিয়ে যাওয়া দ্রুততম প্রাণীকে পুনরায় স্থায়ীভাবে ফিরে পাওয়ার পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত যাত্রী চাপ সামলাতে রেলের চারটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর ঘোষণা

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ভারতীয় রেল চারটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেনগুলি চলবে কলকাত-ভুবনেশ্বর মালা টাউন, আসানসোল-পাটনা এবং কিউল-মালদা টাউন রুটে। প্রথমত, ০৮৪০১ ভুবনেশ্বর-কলকাতা স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার রাত ০০৫০ মিনিটে ভুবনেশ্বর থেকে রওনা দেবে এবং একই দিনে সকাল ০৯.১৫ মিনিটে কলকাতায় পৌঁছবে। বিপরীতে, ০৮৪০২ কলকাতা-ভুবনেশ্বর স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি মঙ্গলবার বিকেল ১৭.১০ মিনিটে কলকাতা থেকে ছা।বে এবং পরের দিন রাত ০০.৪৫ মিনিটে ভুবনেশ্বরে পৌঁছবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) কোচ থাকবে। দ্বিতীয়ত, ০৮৮৭১ ইত।।।।-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি ১৯, ২০ ও ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে রাত ০০৩০ মিনিটে ইতবাড়ি থেকে ছাড়বে এবং পরের দিন সকাল ০৮.০০

মিনিটে মালদা টাউনে পৌঁছবে। বিপরীতে, ০৮৮৭২ মালদা টাউন-ইতবাড়ি স্পেশাল ট্রেনটি ২০, ২১ ও ২৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৫৫ মিনিটে মালদা টাউন থেকে রওনা দেবে এবং পরের দিন বিকেল ১৭.০০ মিনিটে ইতবাড়ি পৌঁছবে। এই ট্রেনটি যাত্রাপথে নিউ ফারাক্কা, রামপুরহাট, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান এবং ডানকুনি স্টেশনে দাঁত্তবে। এই ট্রেনেও সাধারণ, স্লিপার ও এসি কোচের ব্যবস্থা থাকবে। তৃতীয়ত, ০৩২০২ পাটনা-আসানসোল মেমু এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেনটি ১৩ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন ভোর ০৪৩৫ মিনিটে পাটনা থেকে ছা।বে এবং দুপুর ১২৪৫ মিনিটে আসানসোলে পৌঁছবে। বিপরীতে, ০৩২০১ আসানসোল-পাটনা মেমু এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেনটি প্রতিদিন দুপুর ১৩৪৫ মিনিটে আসানসোল থেকে রওনা দিয়ে রাত ২২.১০ মিনিটে পাটনায় পৌঁছবে। এই ট্রেনটি চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জাসিডিহ স্টেশনে থামবে। চতুর্থত, ০৩২০৪ কিউল-মালদা টাউন মেমু এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেনটি ১৩ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ০৬.১০ মিনিটে কিউল থেকে ছা।বে এবং বিকেল ১৫.০০ মিনিটে মালদা টাউনে পৌঁছবে। বিপরীতে, ০৩২০৩ মালদা টাউন-কিউল মেমু এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেনটি প্রতিদিন বিকেল ১৬.০০ মিনিটে মালদা টাউন থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন রাত ০১.০০ মিনিটে কিউলে পৌঁছবে। এই ট্রেনটি নিউ ফারাক্কা, বরহরওয়া, সাহেবগঞ্জ, কাহেলগাঁও, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর এবং আভাইপুর স্টেশনে দাঁড়াবে। রেল সূত্রে জানা গেছে, এই বিশেষ ট্রেনগুলির টিকিট বুকিংয়ের তারিখ খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

টিকিট না পেয়ে রাজনীতি থেকে দূরে অশোক লাহিড়ী দিল্লিতে ফিরে পড়াশোনায় মনোযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ১২ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একসময় সক্রিয় মুখ হলেও, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ায় অনেকটাই আড়ালে সরে গিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন

বিধায়ক অশোক লাহিড়ী। রাজনীতির উত্তাপ থেকে দূরে সরে গিয়ে তিনি এখন ফিরে গিয়েছেন তাঁর পুরোনো জগতে-পড়াশোনা ও গবেষণায়। বর্তমানে তিনি রয়েছেন দেশের রাজধানী নয়াদিল্লি-তে, যেখানে সময় কাটাচ্ছেন লেখালেখি ও বৌদ্ধিক চর্চায়। ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জজনতা পার্টি-র প্রার্থী হিসেবে বালুরঘাট কেন্দ্র থেকে জয়ী হন অশোক লাহিড়ী। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখর দাসগুপ্তা-কে প্রায় ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করেন। রাজনৈতিক ময়দানে তুলনামূলক নতুন হলেও, তাঁর ভদ্র ব্যবহার এবং সংযত রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য খুব অল্প সময়েই তিনি এলাকার মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হন। তবে বিধায়ক হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, বালুরঘাটের সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে তাঁকে কাছে পান না। মাসে কয়েকদিনের জন্য তিনি এলাকায় আসতেন, বাকিটা সময় কাটাতেন অন্যত্র নিজের পেশাগত কাজে। এই অভিযোগ রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত এবারের নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অশোক লাহিড়ীর বদলে বালুরঘাট কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করা হয়েছে আইনজীবী ও সমাজসেবী বিদ্যুৎ রায়-কে। এই সিদ্ধান্তে অশোক লাহিড়ীর একাংশ অনুগামী অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলেও রাজনৈতিক মহলে খবর। এমনকি শোনা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ' প্রার্থী' দেওয়ার কথাও ভাবছেন, যা নির্বাচনের অঙ্কে প্রভাব ফেলতে পারে। নির্বাচনী প্রচার ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে বালুরঘাটে। তবে এই প্রচারে এখনও পর্যন্ত প্রাক্তন বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁর উত্তরসূরি প্রার্থীর পাশে তাঁকে দেখা না যাওয়ায় নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। তিনি আদৌ প্রচারে অংশ নেবেন কিনা, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে পারছেন না বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও। এই প্রেক্ষাপটে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে অশোক লাহিড়ী জানান, তিনি বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন এবং নিজের প।।শোনা ও লেখালেখিতে মনোযোগ দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে নিজের লেখা একটি বই প্রকাশ উপলক্ষে তিনি কলকাতা-এ এসেছিলেন, তবে আবার দ্রুত দিল্লিতে ফিরে গিয়েছেন। বালুরঘাটে কবে ফিরবেন, সে বিষয়ে তিনি বলেন, এখনও ঠিক করিনি। রাজধানীতে তাঁর বর্তমান ব্যস্ততা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেকদিন পড়াশোনা করা হয়নি, এখন সেই কাজটাই করছি। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনও নজরে রাখছি। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, তিনি আপাতত সক্রিয় রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, দলীয় প্রচারে অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আমি কোথাও প্রচারে যাচ্ছি না। দলের পক্ষ থেকে ডাকা বা না-ডাকার প্রশ্ন নয়-আমি দিল্লিতে থাকলে কীভাবে প্রচারে যাব? তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, ইঙ্গিতপূর্ণ এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দল থেকে তাঁকে প্রচারের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়নি। যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও অসন্তোষ বা ক্ষোভের কথা স্বীকার করেননি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বালুরঘাটের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, আমার জানা মতে, দল অশোক লাহীীকে ভবিষ্যতে বড় পরিসরে কাজে লাগাবে। তাঁর এই মন্তব্যে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে দল এখনও অশোক লাহিড়ীর গুরুত্ব অস্বীকার করছে না। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একজন প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদ এবং প্রাক্তন বিধায়কের এইভাবে নির্বাচনের সময়ে আড়ালে চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি শুধু দলীয় কৌশল নয়, বরং অভ্যন্তরীণ সমীকরণের দিকেও ইঙ্গিত করতে পারে। সব মিলিয়ে, অশোক লাহিড়ীর বর্তমান অবস্থান এক ধরনের ' দূরত্ব'-এর প্রতিচ্ছবি। তিনি সরাসরি কোনও বিতর্কে জড়াচ্ছেন না, আবার পুরোপুরি রাজনীতি থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন না। আপাতত তিনি ফিরে গিয়েছেন তাঁর বৌদ্ধিক জগতে-যেখানে রাজনীতির কোলাহলের বদলে রয়েছে চিন্তা, গবেষণা এবং লেখালেখির শান্ত পরিবেশ। এখন দেখার বিষয়, নির্বাচনের পর তিনি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরবেন কিনা, নাকি তাঁর ভবিষ্য পথ আরও বেশি করে জড়িয়ে থাকবে শিক্ষাজগ ও নীতিনির্ধারণের সঙ্গে।

মালদহে প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে খগেন মুর্মু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ১২ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে মালদহে প্রচারে গিয়ে সরাসরি জনরোষের মুখে পড়লেন খগেন মুর্মু। শনিবার দুপুরে মালদা জেলার চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের ঘোষপাড়া এলাকায় প্রচারে যান তিনি, সঙ্গে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী রতন দাশ। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা, বিশেষ করে এলাকার মহিলারা। পাঁচ বছর ধরে এলাকায় অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে বিজেপি নেতাদের কড়া প্রশ্নের মুখে প।তে হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রচার চলাকালীন হঠাই বেশ কয়েকজন মহিলা খগেন মুর্মুকে ঘিরে ধরেন এবং ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনের সময় ছাড়া আর কখনও তাঁকে এলাকায় দেখা যায় না। এক মহিলা সরাসরি প্রশ্ন করেন, পাঁচ বছর কোথায় ছিলেন? আমরা তো আপনাকে শুধু ভোটের সময়ই দেখি। অন্য এক বাসিন্দার কথায়, আমাদের কোনও সমস্যায় পাশে দাঁ।ননি। এখন ভোটের আগে আবার এসেছেন। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা অস্বস্তিতে প।ে যান খগেন মুর্মু ও তাঁর সঙ্গীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে তিনি স্থানীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং এলাকার উন্নয়ন না হওয়ার জন্য দায় চাপান তৃণমূল এর উপর। তাঁর দাবি, গত পাঁচ বছরে রাজ্যের শাসকদল এলাকায় কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাজ করেনি, যার ফলেই মানুষের মধ্যে এই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। খগেন মুর্মু বলেন, মানুষের এই ক্ষোভ আসলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তারা কোনও কাজ করেনি, তাই মানুষ অসন্তুষ্ট। সেই ক্ষোভ আমাদের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি আরও জানান, কেঃদ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থাকলেও রাজ্য সরকারের সহযোগিতা না থাকায় অনেক কাজ বাস্তবায়িত হয়নি।

বনগাঁয় প্রচার ঘিরে তীব্র সংঘর্ষ, বিজেপির বাধার অভিযোগে পাল্টা তৃণমূলের কড়া জবাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ১২ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ-এ নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস-এর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা থেকে ধাক্কাধাক্কি, যা দ্রুত সংঘর্ষের রূপ নেয়। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা, এবং শেষপর্যন্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার সূত্রপাত হয় বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী-র প্রচার কর্মসূচি ঘিরে। রবিবার সকালে বনগাঁ থানার সাহা পাড়া এলাকায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রচারে বেরিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় অভিযোগ, তৃণমূলের একাংশ কর্মী-সমর্থক বিজেপির মিছিলে ঢুকে প্রচারে বাধা দেন এবং ' ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করেন। এর জেরে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের একটি দল বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাঁদের স্লোগানের জবাবে বিজেপির কর্মীরাও পাল্টা স্লোগান দিতে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে তা ধাক্কাধাক্কিতে গড়ায়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই বনগাঁ থানার পুলিশ ও কেঃদ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে হস্তক্ষেপ করে এবং পরিস্থিতি শান্ত করে। ঘটনার পর বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া তৃণমূলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, এই বিক্ষোভ ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। তিনি বলেন, গতকাল রাত থেকেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৫০০ টাকা করে বিলি করা হয়েছে, যাতে কিছু মহিলাকে দিয়ে আমাদের প্রচারে বাধা দেওয়া যায়। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে এই ষ।যন্ত্র করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্য ছিল বিজেপির গণতান্ত্রিক প্রচার কর্মসূচি ব্যাহত করা। অশোক কীর্তনীয়া আরও বলেন, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কো।ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করেই আমরা মানুষের কাছে পৌঁছেছি। পরিবর্তন আসবেই। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, তিনি ঘটনাকে রাজনৈতিকভাবে ব। ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন এবং নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব ফেলতে উদ্যোগী। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। বনগাঁ এলাকার তৃণমূল প্রার্থী বিজেপির অভিযোগকে ' বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, যিনি পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার যোগ্য নন, তাঁর মুখে ব। ব। কথা মানায় না। অশোক কীর্তনীয়ার কথায় কোনও গুরুত্ব নেই। বিশ্বজি দাস আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি প্রার্থী অনুমতি ছা।াই প্রচার কর্মসূচি চালাচ্ছিলেন। তাঁর দাবি, আমাদের দলের কর্মীরা নিজেদের প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় বিজেপির লোকজন হঠাৎ এসে তাঁদের উপর চড়াও হয়। পুলিশের একাংশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বা।তে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। নির্বাচনের আগে এ ধরনের সংঘর্ষ নতুন নয়, তবে প্রতিবারই তা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিশেষ করে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই ধরনের সংঘাত ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে এবং আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছ।ায়। কেঃদ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিও বা।ানো হয়েছে বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে, বনগাঁর এই ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে নতুন করে উত্তাপ ছ।িয়েছে। একদিকে বিজেপির অভিযোগ-তাদের প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে তৃণমূলের পাল্টা দাবি-বিজেপিই অশান্তির সূত্রপাত করেছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ আর না বাড়ে। আগামী দিনে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার, প্রশাসন কতটা দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো কতটা সংযম দেখায়।

নামখানা ব্লকে চৌদ্দ মাদল উৎসব পালন

নামখানা,১২ এপ্রিল ঃ নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো চৌদ্দ মাদল উৎসব। প্রত্যন্ত সু ন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রামের গায়েনের বাজারে এই উৎসব পালিত হয়। এই বছর ২০ তম বর্ষে চৌদ্দ মাদল উৎসব পদার্পণ করল। ৭২ ঘন্টা ব্যাপী অখন্ড তারক ব্রহ্ম নাম নেওয়া হয়েছে।এটি নামখানা ব্লকের ঐতিহ্যবাহী চৌদ্দ মাদল উৎসব। এই চৌদ্দ মাদল উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক ভক্তের সমাগম ঘটে। এখানে সবচেয়ে একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য হলো নদী বক্ষে গঙ্গা আরতি। ১২ জন পুরোহিত দিয়ে কয়েক ঘন্টা ধরে এই আরতি করা হয়। পুজো কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা বলেন, সামনে নির্বাচন রয়েছে তাই আমরা ছোট করে এই চৌদ্দ মাদল উৎসবটি করতে পেরেছি। কলি যুগের শ্রেষ্ঠ নাম হরিনাম সংকীর্তন। আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে যাই না কেন হরিনাম সংকীর্তন

করে যাবো। আগামী দিনে শুধু নামখানা ব্লক নয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসব হিসেবে এই চৌদ্দ মাদল উৎসব হয়ে উঠবে।কলি যুগকে ঠিকঠাক রাখতে গেলে আমাদের সকলের হরিনাম সংকীর্তন করা উচিত। পুজো কমিটির সবাইকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। তিনি আরও বলেন, দুইদিন ছিল কীর্তন গান, কয়েক হাজার ভক্ত দুপুরে মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবন করেছে। শেষ দিন দধিপসরা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ভোট আসে, ভোট যায়, চর মেঘনা থাকে চর মেঘনাতেই

১২ এপ্রিল ঃ শেষ চৈত্রের রোদ বড় তাড়াতাড়ি তেতে ওঠে। কেউ কাকভোরে খেতের কাজে বেরিয়েছেন। কেউ আবার স্নান-খাওয়া সেরে বেরোবেন। ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৯টা। ছিপছিপে মাথাভাঙার দু'পাড়ে একে একে জড়ো হচ্ছেন ওঁরা। শীর্ণ নদীতে শরীর ডুবিয়ে দু'দণ্ড গল্প করেন। তার পরে ' কিংবা ' সেরে যে যাঁর মতো ফিরে যান নিজের দেশে! মাথাভাঙার ও-পারে মহিষকুণ্ডি, জেলা কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। আর, এ-পারে চর মেঘনা, জেলা নদিয়া, ইন্ডিয়া। আপাত ভাবে, নদীর দু'পারের দু'টি আটপৌরে গ্রাম। আসলে দু'টি দেশ! সেই দুই দেশ কিংবা গ্রামের লোকজনের সকাল-বিকেল দেখা হয়। মাঝে এক নদীর ব্যবধান থাকলেও (হোক শীর্ণ, তবুও আন্তর্জাতিক সীমারেখা তো!) কুশল-সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই জমে ওঠে আড্ডা-তর্ক। ভোটের মরশুমে ও-পারের কৌতূহলও বো।ে যায়। এখন সেই মাথাভাঙায় স্নানের ঘাটে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে,-বলি, ও কত্তা, ভোটের সংবাদ কী?-আমাদের আবার ভোট! এখনও তো গাঁয়ে কোনও প্রার্থীর পা-ই পড়েনি গো।-পড়বে, পড়বে। এখনও ঢের সময় আছে।-ঢের আবার কী, তিন হপ্তাও তো আর বাকি নেই! -তা আমাগো আপু দ্যাশছাড়া, আপনাগো দিদি জিতছে তো? এ ভাবেই কথার পিঠে কথা বাড়তে থাকে। ভুরু কুঁচকে সরু আলপথ ধরে হেঁটে যায় বিজিবি-র প্রহরী। এ-পারের আউটপোস্ট থেকেও বাইনোকুলারে চোখ রাখেন তিরিশ বছরের এক বিএসএফ জওয়ান। 'নিজ ভূমে' পরবাসী- কথাটা চর মেঘনার ক্ষেত্রে যেন বর্ণে বর্ণে সত্যি। ভোট আসে, ভোট যায়। চর মেঘনা থাকে চর মেঘনাতেই। গ্রামের উত্তম মণ্ডল বলছেন, 'আগে ভোট ঘিরে প্রত্যাশা থাকত। মনে হতো, আমাদেরও বুঝি সুদিন ফিরবে। এক দিন সত্যি সত্যিই স্বাধীন হব। কিন্তু কোথায় কী!' চৈতি দুপুরে তপ্ত বাতাসে পাক খেয়ে যায় শুধুই দীর্ঘশ্বাস। করিমপুর-ডোমকল রাজ্য স।ক থেকে কিলোমিটার চারেক এগিয়ে গেলে হোগলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেঘনা ক্যাম্প। সেখান থেকে দু'শো মিটার দূরে কাঁটাতারের বেড়া। পাশে বিএসএফের আউটপোস্ট। সেখানে ভোটার কার্ড

দেখিয়ে বিএসএফের অনুমতি মিললে তবেই খোলে পেল্লাই লোহার গেট। সেই গেট পেরিয়ে আরও দু'কিলোমিটার হতশ্রী পথ পেরোলে চর মেঘনা।সেই গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'এমন ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ গ্রামে ছেলেদের বিয়ে পর্যন্ত হতে চায় না! মেয়েরা তো বিয়ের পরে গ্রামের বাইরে চলে যেতে পারে। কিন্তু সাধ করে কে আর নিজের মেয়ে-বোনকে এই বঃিদ-জীবনে পাঠাতে চায়, বলুন?' বছর ১১ আগে, ২০১৫-এর ৩১ জুলাই উত্তরবঙ্গে ছিটমহলগুলো সীমানা ভেঙে এক হয়ে গিয়ে উসবের মেজাজে মেতেছিল। সে বারও চর মেঘনার ভাগ্যে সেই অর্থে শিকে ছেঁড়েনি। কারণ, সরকারি খাতায় ওই গ্রামের 'স্টেটাস' ছিটমহল নয়, এপিএল বা 'অ্যাডভার্স পজেশন ল্যান্ড'। সে বার 'ল্যান্ড ডিসপুট' মিটলেও গ্রামবাসীদের ভোগান্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। গ্রামের ইতি মাহাতো বলছেন, 'আমাদের নিত্যসঙ্গী অভাব আর ভোটার কার্ড। ভারতীয় হয়েও সারাক্ষণ বিএসএফের কাছে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হয়।' তিনি জানাচ্ছেন, কাঁটাতারের গায়ের ওই গেট পেরিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে যেতে হয়। হাসপাতাল, বাজার-হাটও গ্রামের বাইরে। সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ওই গেট খোলা থাকে। রাতবিরেতে কারও প্রসব যন্ত্রণা উঠলে বিস্তর হইচইয়ের পরে ভরসা বিএসএফের গাড়ি। চর মেঘনায় ভোটারের সংখ্যা ৬০০। গ্রামে আছে বলতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। সেখান থেকেই স্বপ্ন দেখার শুরু হয় এখানকার কচিকাঁচাদের। ইতি বলছেন, 'আমরা ছোট থেকে শুনে এসেছি, ভালো করে লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তবেই মিলবে স্বাধীনতা। তখন এই গ্রাম থেকে অন্যত্র গিয়ে স্বস্তিতে বসবাস করা যাবে। আমরাও নতুন প্রজন্মকেও সেই একই কথা বলে চলেছি।' চর মেঘনার অনিমেষ মাহাতোর কথায়, 'গ্রামের শেষপ্রান্তে, মাথাভাঙার পাড় বরাবর কাঁটাতার বসিয়ে দিলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। আমাদেরও আর মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা থাকতে হয় না। ভোটের সময়ে সব দলই আশ্বাস দেয় বটে! তবে, ভোট ফুরোলে যে কে সেই। কাঁটাতারের গেট থেকে গ্রামের রাস্তাটা সেই কবে থেকে বেহাল। সে দিকেও কারও নজর নেই।'এই অন্তহীন 'নেই', সীমান্তের রাঙাচোখ, বিএসএফের অনুশাসন, বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ভয়- এ সব সঙ্গী করেই 'যে জন আছে মাঝখানে'র মতো বেঁচে আছে চর মেঘনা।

ভোটের রাজনীতিতে পাঁচলার জরিশিল্প, হারানো ঐতিহ্য ফিরবে, না কি শুধু ইস্যুতেই সীমাবদ্ধ?

১২এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের পাঁচলা একসময় জরিশিল্পের জন্য সুপরিচিত ছিল। ' হাব' বলতে রাজ্যের মানুষ এককথায় চিনতেন এই এলাকাকেই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐতিহ্য এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। একদা যে শিল্প হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নিশ্চিত করত, আজ তা অস্তিত্ব সংকটে। আর এই সংকটই এখন নির্বাচনী রাজনীতির অন্যতম বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে, যেখানে মুখোমুখি তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। একসময় পাঁচলার প্রায় প্রতিটি পরিবার কোনও না কোনওভাবে জরিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। শুধু স্থানীয় বাসিঃদারাই নয়, আশপাশের এলাকা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকেও মানুষ এখানে কাজের খোঁজে আসতেন। এখান থেকে কাজের বরাত নিয়ে বহু পরিবার জীবিকা নির্বাহ করত। সূক্ষ্ম নকশা ও হাতের নিপুণতায় তৈরি জরির কাজ দেশ-বিদেশে সমাদৃত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বাজার সংকুচিত হয়েছে, কাজ কমেছে, আর শিল্পীরা বাধ্য হয়েছেন পেশা পরিবর্তন করতে। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পাঁচলায় একটি জরি হাব প্রকল্প গড়ে তোলা হয়। পরিকল্পনা ছিল, এই হাবকে কেন্দ্র করে একটি বড় বাজার তৈরি হবে, যেখানে দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীরা এসে সরাসরি কাজের অর্ডার দেবেন। পাশাপাশি আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে, যাতে শিল্পীরা আরও উন্নত মানের কাজ করতে পারেন।প্রকল্পটি শুরুতে কিছুটা আশার আলো দেখালেও, সময়ের সঙ্গে তা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। শিল্পীরা অভিযোগ করেন, পর্যাপ্ত অর্ডার আসেনি, বাজার ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি ঠিকমতো। ফলে জরি হাবের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অনেকেই বলেন, পরিকল্পনার অভাব এবং বাস্তবায়নের দুর্বলতার কারণে এই উদ্যোগ সফল হয়নি। ফলে দিনদিন জরিশিল্পের অবনতি ঘটেছে। বহু শিল্পী বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় চলে গেছেন-কেউ ছোট ব্যবসা শুরু করেছেন, কেউ দিনমজুরির কাজ করছেন। অনেকেই আবার সম্পূর্ণ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় স্থানীয় অর্থনীতিতেও বড় ধাক্কা লেগেছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বিকল্প কর্মসংস্থানের চেষ্টা হয়েছে। এলাকায় একটি ফাউন্ড্রি পার্ক আংশিকভাবে চালু হয়েছে, যা কিছু মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি করেছে। তবে সেটি এখনও পর্যাপ্ত নয় বলে মত স্থানীয়দের। তাঁদের দাবি, জরিশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং বাজার সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি।

NIQ
O/o the Exe. Engineer
Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/NIQ03 /2026-27
Bid submission last date:
16/04/2026 upto 12:00 PM
For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 23/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. **Location:** Monglapur High School, Ghatal Basanta Kumari Girls High School (HS), Akchara High School, Rathipur Barada Banipith (HS), Agarbandh High School, Palashpai Girls High School, KIYABONI HIGH SCHOOL, Phandar Gadadhar Vidyapith, Dantan High (H.S) School, Kotaigarh High School. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in.** Last dt. application: **14.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **14.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **14.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **14.04.2026 at 04.00 P.M.**
Sd/- **Executive Engineer**
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 24/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. **Location:** Antri Swami Vivekananda Adibashi High School, Jalchak Balika Vidyalaya, Khirai S.S. High School, Pindrui High School, Kuapur High School, JAFALA ADARSHA VIDYAYATAN(H.S), Gopali I.M. High School, Telugu Vidyapith, Trilochanpur High School, Baramohanpur High School. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in.** Last dt. application: **14.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **14.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **14.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **14.04.2026 at 04.00 P.M.**
Sd/- **Executive Engineer**
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 22/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. **Location:** Tukuriapat High School, BISHNUPADA PTTI COLLEGE, DABCHA NABKOLA HIGH SCHOOL, Khajra S.C.M. High School, Ranior Khudiram Vidyapith(H.S), Colonelgola Sri Narayan Vidhya Bhabwan, Mohanpur Govt. General Degree Collage, Banapur High School, Panchkhuri Deshbandhu High School, Irhpala K.M. Institution. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in.** Last dt. application: **14.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **14.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **14.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **14.04.2026 at 04.00 P.M.**
Sd/- **Executive Engineer**
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

ইরান-আমেরিকা শান্তি বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর কড়া বার্তা বেঞ্জামিন নেতানিয়েহুর

১২ এপ্রিল ঃ ইরান ও আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তি বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ এ অনুষ্ঠিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক থেকে কোনও ইতিবাচক ফলাফল না আসায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে মুখ খুলেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়েহু, যিনি সরাসরি ইরানকে লক্ষ্য করে কড়া ভাষায় মন্তব্য করেছেন এবং চলমান সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। রবিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহু দাবি করেন, ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ সামরিক অভিযানে ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, ইরান আমাদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন তারাই চাপে রয়েছে। আমাদের কৌশলগত আঘাতে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে প।ছে। তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান যে এই অভিযান এখনও শেষ হয়নি এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হলে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই মন্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে ইজরায়েল পরিস্থিতিকে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক নয়, বরং

কৌশলগত সাফল্য হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। নেতানিয়াহু বলেন, আমরা একটি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছি। তবে লড়াই এখানেই শেষ নয়। তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে যে ইজরায়েল ভবিষ্যতেও ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রাখবে। অন্যদিকে, লেবানন প্রসঙ্গেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি জানান, লেবেননএর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় ইজরায়েল আগ্রহী, তবে তার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। প্রথমত, লেবাননে সক্রিয় সশস্ত্র গোষ্ঠীহেজবুল্লা কে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হতে হবে। দ্বিতীয়ত, এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চুক্তি করতে হবে যা ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। এই শর্তগুলো ইজরায়েলের নিরাপত্তা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, প্রায় ৪০ দিন ধরে চলা সংঘর্ষের পর ইরান ও আমেরিকা দুই সপ্তাহের একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে স্থায়ী শান্তির পথ খোঁজার লক্ষ্যেই দুই দেশের প্রতিনিধিরা ইসলামাবাদে মিলিত হন। কিন্তু প্রায় ২১ ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকের পরও কোনও ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে সাংবাদিকদের জানান, আলোচনার প্রধান বাধা ছিল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আমেরিকা ইতিমধ্যেই ইরানের একাধিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র ধ্বংস করেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না-এমন কোনও নির্দিষ্ট নিশ্চয়তা তারা দেয়নি। এই অনিশ্চয়তাই মূলত আলোচনাকে ভেস্তে দেয়। বিশ্লেষকদের মতে, এই বৈঠকের ব্যর্থতা শুধু ইরান ও আমেরিকার মধ্যকার সম্পর্ককেই প্রভাবিত করবে না, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও অস্থির করে তুলতে পারে। বিশেষ করে ইজরায়েলের সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং তাদের সামরিক অবস্থান এই উত্তেজনাকে আরও বা।য়ে দিতে পারে।এদিকে আন্তর্জাতিক মহল পরিস্থিতির দিকে গভীর নজর রাখছে। বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে পরিস্থিতি আরও অবনতি না ঘটে। তবে বর্তমান অবস্থায় কোনও পক্ষই আপসের পথে হাঁটতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না। সব মিলিয়ে, ইসলামাবাদের ব্যর্থ শান্তি বৈঠক নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে। ইরান, আমেরিকা এবং ইজরায়েলের পারস্পরিক অবস্থান ক্রমেই কঠোর হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও ব। সংঘর্ষের দিকে পরিস্থিতিকে ঠেলে দিতে পারে। এখন দেখার বিষয়, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আবার নতুন করে শুরু হয় কিনা, নাকি সামরিক উত্তেজনাই এই অঞ্চলের ভবিষ্য নির্ধারণ করবে।

‘আই ডাকে ভরে উঠেছিল সম্পর্ক আবেগঘন অধ্যায়ের সমাপ্তি

মুম্বই, ১২ এপ্রিল ঃ ভারতের সঙ্গীত জগতে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোঁসলে তাঁর প্রয়াণে শুধু সঙ্গীত মহল নয়, শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। একই সঙ্গে এক ব্যক্তিগত শূন্যতা তৈরি হয়েছে ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকর-এর জীবনেও, যিনি বহু বছর ধরে তাঁকে ‘ বলে সম্বোধন করতেন। দুই ভিন্ন জগতের দুই কিংবদন্তির মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক অনন্য মা-ছেলের সম্পর্ক, যার অবসান ঘটল এই দু ঃসংবাদে। দু’জনের মধ্যে সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল মুম্বইয়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। যদিও প্রথমে তাঁদের পেশাগত দুনিয়ার মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র ছিল না, তবুও ধীরে ধীরে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। ক্রিকেটের ঈশ্বর হিসেবে পরিচিত শচীন তেণ্ডুলকরের নামকরণও হয়েছিল সুরকার শচীনদেব বর্মন এর নাম অনুসারে, যিনি ছিলেন আশার পারিবারিক সূত্রে ঘনিষ্ঠ। সেই থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আশা ভোঁশলে-এর সংসার ছিল মঙ্গেশকর পরিবারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, এবং তিনি নিজেও ক্রিকেটের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। বহুবার মাঠে গিয়ে ম্যাচ উপভোগ করেছেন তিনি। সেই সূত্রেই শচীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক রূপ নেয় মা-ছেলের বন্ধনে। একাধিক সাক্ষাৎকারে আশা ভোঁসলে নিজেই জানিয়েছেন, শচীন তাঁকে ‘আই বলে ডাকতেন। মারাঠি ভাষায় ‘আই শব্দের অর্থ মা। এই ডাক তাঁর কাছে অত্যন্ত আবেগঘন ছিল। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, শচীন তাঁকে নিজের মায়ের মতো সম্মান করেন, এবং সেই সম্মান তাঁকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছিল। তিনি আরও জানান, প্রথমবার শচীনের মুখে ‘আই ডাক শুনে তিনি অভিভূত হয়ে যান এবং সেই মুহূর্তটি তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকে। শচীনও সবসময় তাঁকে নিজের জীবনে মাতৃসম মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আশা ভোঁসলের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন তিনি। জন্মদিনে শুভেচ্ছা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত-সব ক্ষেত্রেই তাঁদের মধ্যে এই আবেগঘন সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু শচীনই নন, তাঁর স্ত্রীও আশা ভোঁসলেকে মায়ের মতো সম্মান করতেন। বহুবার তাঁরা একসঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। এমনকি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে শচীন ও তাঁর পরিবারের জন্য নিজের জনপ্রিয় গান ‘ আঁখো কি মস্তি ম্যায়’ গেয়েছিলেন আশা ভোঁসলে, যা তাঁদের সম্পর্ককে আরও গভীর করে তুলেছিল। বয়সের ভারে শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও, ২০২৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানে শচীনের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি ভক্তদের মধ্যে আবেগের সঞ্চার করেছিল। পরে একটি চ্যাট শোতেও তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়, যা এই সম্পর্কের উষ্ণতার প্রতীক হয়ে থাকে। আশা ভোঁসলে কেবল সঙ্গীত জগতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর কণ্ঠে প্রায় ১১ হাজারের বেশি গান রয়েছে, যা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক রেকর্ডধারী গায়িকাদের মধ্যে স্থান দিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, অসংখ্য পুরস্কার এবং গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও তাঁর নাম রয়েছে। তবে ভারতীয় সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন তিনি পাননি, যা নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর দিদি এই সম্মান পেয়েছিলেন। যদিও নিজে না পেলেও, তিনি বারবার দাবি করেছিলেন যে শচীন যেন এই সম্মানে ভূষিত হন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে শচীন সত্যিই ভারতরত্ন পান, যা নিয়ে তিনি গভীর গর্ব অনুভব করেছিলেন। আশা ভোঁসলে শুধু সঙ্গীতেই নয়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতাতেও যুক্ত ছিলেন। ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার Brett Lee-এর সঙ্গে তাঁর গাওয়া গানটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পায়, যা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেয়। গত মাসেই শচীনের পুত্রর বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেটাই ছিল জনসমক্ষে তাঁর শেষ উপস্থিতি। এরপর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ৯২ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে এক যুগের অবসান ঘটল। ভারতীয় সঙ্গীতের এক অবিচ্ছেদ্য কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল, আর একই সঙ্গে শেষ হল ক্রিকেট ও সঙ্গীতের মধ্যে গড়ে ওঠা এক অনন্য মানবিক সম্পর্কের অধ্যায়, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্মরণে থাকবে।

কেকেআরে আশার আলো, ফিটনেস টেস্টে পাশ করে ছাড়পত্র পেলেন মাথিশা পাথিরানা

মুম্বই, ১২২ এপ্রিল ঃ চলতি মরশুমে টানা ব্যর্থতার ধাক্কায় যখন চাপে কেকেআর, তখনই শিবিরে এল বড় স্বস্তির খবর। শ্রীলঙ্কার তরুণ পেস সেনসেশন মাথিশা পাথিরানা অবশেষে ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং আইপিএলে খেলার জন্য সবুজ সংকেত পেয়েছেন। ফলে নাইটদের বোলিং আক্রমণ নতুন শক্তি পেতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের কঠোর ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হয়েছেন পাথিরানা। দীর্ঘদিন ধরে চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। এবার ফিট হয়ে ফের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে প্রস্তুত এই ডেথ-ওভার স্পেশালিস্ট পেসার। কেকেআর তাঁকে নিলামে বড় অঙ্কে দলে নিয়েছিল-প্রায় ১৮ কোটি টাকার বিনিময়ে। কিন্তু বিশ্বকাপ চলাকালীন চোট পাওয়ায় তাঁর আইপিএল যাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। নিয়ম অনুযায়ী, বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএলে অংশ নিতে হলে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের ফিটনেস সার্টিফিকেশন ও নো অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন ছিল। সেই প্রক্রিয়াতেই শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন পাথিরানা। শুরুতে তিনি নাকি এই ফিটনেস টেস্ট দিতে অনাগ্রহী ছিলেন বলেও শোনা গিয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত বোর্ডের নির্ধারিত পরীক্ষা দেন এবং রবিবার সেই পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন বলে জানা গেছে। এখন শুধু

আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র পেলেই তিনি কেকেআর শিবিরে যোগ দিতে পারবেন। নাইট শিবিরে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা পেস আক্রমণ। প্রথম কয়েকটি ম্যাচে ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং চোটের কারণে বোলিং ইউনিট কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছে। দলের নিয়মিত পেসার মুসতাজির রহমান-এর অনুপস্থিতি, পাশাপাশি হরশিত রানা এবং আকাশদীপ -এর চোট সমস্যায় বোলিং বিভাগকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভরসা বলতে রয়েছেন তরুণ বোলার বৈভব অরোরা এবং কার্তিক কিন্তু অভিজ্ঞতা ও ম্যাচ-উইনিং দক্ষতার ঘাটতি স্পষ্ট। তাই পাথিরানার আগমনকে কেকেআরের জন্য বড় রিলিফ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কবে থেকে তাঁকে মাঠে দেখা যাবে? কেকেআরের পরবর্তী ম্যাচ রয়েছে মঙ্গলবার, যেখানে প্রতিপক্ষ সিএসকে। এই ম্যাচটি হবে চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠে, উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পাথিরানা দীর্ঘদিন সিএসকে-র জার্সিতে খেলেছেন। তাই তিনি চিপক স্টেডিয়ামের উইকেট ও কন্ডিশন খুব ভালোভাবে চেনেন। তবে পুরনো দলের বিরুদ্ধে তাঁকে মাঠে নামানো হবে কিনা, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি এই ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে যোগ দিলেও সরাসরি খেলবেন না। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, কেকেআর ধীরে ধীরে তাঁকে ম্যাচ ফিট করে তুলতে চাইছে। তাই সিএসকে ম্যাচে না খেললেও পরবর্তী ম্যাচগুলোতে তাঁকে দেখা যেতে পারে। চলতি মরশুমে কেকেআরের পারফরম্যান্সও খুবই হতাশাজনক। প্রথম চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে হার এবং একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় তাদের সংগ্রহ মাত্র এক পয়েন্ট। পয়েন্ট টেবিলের একেবারে নিচে রয়েছে দলটি। এই অবস্থায় প্রতিটি ম্যাচই এখন ‘ডু অর ডাই’ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাথিরানার মতো ডেথ-ওভার বিশেষজ্ঞ পেসার দলে এলে কেকেআরের ম্যাচ পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। তাঁর স্লোয়ার, ইয়র্কার এবং বৈচিত্র্যময় পেস ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। সব মিলিয়ে, কেকেআরের জন্য এটি নিঃসন্দেহে বড় ইতিবাচক খবর। এখন শুধু অপেক্ষা-কখন তিনি পুরোপুরি দলের সঙ্গে যোগ দেন এবং মাঠে নামেন। সমর্থকদের আশা, তাঁর আগমনেই হয়তো নাইট শিবিরের দুর্দশা কিছুটা হলেও কাটবে।

চিনের দেওয়ালে থামল সোনার স্বপ্ন

এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতেও ইতিহাস গড়লেন আয়ুষ শেট্টি

এশিয়ার সেরা হওয়ার স্বপ্ন একেবারে হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল। দীর্ঘ ৬১ বছরের অপেক্ষা কাটিয়ে ফাইনালে উঠে নতুন ইতিহাস গ।ছেলেন ভারতের তরুণ ব্যাডমিন্টন তারকা আয়ুষ শেট্টি। কিন্তু শেষ লড়াইয়ে এসে সেই স্বপ্ন পূরণ হল না। রবিবার এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে চিনের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ শী ইউকি-র কাছে স্ট্রেট গেমে হেরে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে। তবে এই হারেও ম্লান হয়নি আয়ুষের সাফল্য। মাত্র ২০ বছর বয়সে এই মঞ্চে তাঁর পারফরম্যান্স ইতিমধ্যেই তাঁকে ভারতের ব্যাডমিন্টনের নতুন আশার আলো হিসেবে তুলে ধরেছে। শনিবার সেমিফাইনালে বিশ্বসেরা খেলোয়াড়দের একজন কে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিলেন আয়ুষ। উল্লেখ্য, থাইল্যান্ডের এই তারকা ২০২৪ সালের প্যাসি অলিম্পিক ২০২৪-এ রুপোর পদক জিতেছিলেন। এমন একজন হেভিওয়েট প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে আয়ুষ শুধু ফাইনালেই উঠেননি, বরং গোটা বিশ্বের নজর কেড়ে ছিলেন। এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে তিনি ভেঙে দেন দীর্ঘ ৬১ বছরের অপেক্ষা। শেষবার ১৯৬৫ সালে ভারতের দীনেশ খান্না এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে উঠেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি করলেন আয়ুষ, যা ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের জন্য এক বড় মাইলফলক। ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন চিনের বিশ্বমানের খেলোয়াড় শি ইউ কি, যিনি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে একাধিক বড় সাফল্য অর্জন করেছেন। ফলে ম্যাচের আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, লড়াই সহজ হবে না। রবিবারের ফাইনাল ম্যাচে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে খেলতে থাকেন শি ইউ কি। তাঁর গতি, নির্ভুলতা এবং কোর্ট কভারেজ আয়ুষকে প্রথম থেকেই চাপে ফেলে দেয়। মাত্র ১৮ মিনিটে ২১-৮ ফলে প্রথম গেম জিতে নেন চিনা তারকা। তবে দ্বিতীয় গেমে একেবারে অন্য

রূপে দেখা যায় আয়ুষকে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতেই ৭-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যান তিনি। সেই সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচে ফিরতে পারেন ভারতীয় তরুণ। কিন্তু অভিজ্ঞতার জোরে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ান শি ইউ কি। ধীরে ধীরে ব্যবধান কমিয়ে এনে সমতা ফেরান এবং এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নেন। শেষ পর্যন্ত ২১-১০ ফলে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচ জিতে নেন তিনি। ফলাফল হিসেবে আয়ুষ শেট্টিকে রুপোর পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলেও, তাঁর পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এই টুর্নামেন্টে তিনি শুধু ফাইনালে উঠেছেন তা নয়, একাধিক শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। বিশ্বের ৭ নম্বর খেলোয়াড় Li Shi Feng এবং বিশ্বের ৪ নম্বর কে হারিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যতে বড় মঞ্চে তিনি আরও বড় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম। ভারতের ক্রীড়াপ্রেমীরা তাঁর এই পারফরম্যান্সে মুগ্ধ। যদিও সোনা হাতছাড়া হয়েছে, তবুও এত কম বয়সে এই ধরনের সাফল্য ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। উল্লেখ্য, এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত শেষবার পদক জিতেছিল ২০২৩ সালে, যখন পুরুষদের ডাবলসে Satwik-sairaj Rankireddy এবং Chirag Shetty জুটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এরপর তিন বছর পর আবার এই প্রতিযোগিতায় ভারতের ঝুলিতে এল পদক, যা নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য। সব মিলিয়ে, আয়ুষ শেট্টির এই অভিযান শুধু একটি টুর্নামেন্টের গল্প নয়, বরং এটি এক নতুন যুগের সূচনা। তিনি প্রমাণ করেছেন, ভারতের নতুন প্রজন্ম আন্তর্জাতিক মঞ্চে লড়াই করার মতো প্রস্তুত। আজ রুপো হলেও, ভবিষ্যতে তাঁর হাত ধরেই হয়তো আসবে সেই বহু প্রতীক্ষিত সোনার পদক। এখন দেশের ক্রীড়ামহলের একটাই আশা- এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আয়ুষ আরও বড় মঞ্চে, আরও বড় সাফল্য এনে দেবেন ভারতের জন্য।

১৮ বছরেই ঝড় তুললেন গাউট গাউট বোল্টের যুব রেকর্ড ভেঙে ২০০ মিটারে ইতিহাস!

১২ এপ্রিল ঃ অ্যাথলেটিক্স দুনিয়ায় নতুন এক তারকার উত্থান-মাত্র ১৮ বছর বয়সেই বিশ্বকে চমকে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ স্প্রিন্টার গাউট গাউট অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স ইতিমধ্যেই তাঁকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনে ফেলেছে। রবিবার ২০০ মিটার ফাইনালে তিনি দৌড় শেষ করেন মাত্র ১৯.৬৭ সেকেন্ডে, যা শুধু সোনা জেতার জন্যই যথেষ্ট ছিল না-একই সঙ্গে ভেঙে দিল কিংবদন্তি ঈস্ব্ট্ট ক্লাডত-এর যুব বয়সের রেকর্ডও। জামাইকার স্প্রিন্ট কিং উসেইন বোল্ট ২৩ বছর বয়সের আগে ২০০ মিটার দৌড় শেষ করেছিলেন ১৯.৯৩ সেকেন্ডে। এতদিন সেই সময়টাই ছিল একপ্রকার মানদণ্ড। কিন্তু গাউট গাউট তাঁর দুরন্ত গতিতে সেই রেকর্ডকে পেছনে ফেলে নতুন ইতিহাস গড়ে ফেললেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই দৌড়ের আগে গাউটের ব্যক্তিগত সেরা সময় ছিল ২০.০২ সেকেন্ড। অর্থাৎ, খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি নিজের রেকর্ড ভেঙে প্রায় অর্ধ সেকেন্ড উন্নতি করেছেন-যা স্প্রিঃটিংয়ের জগতে বিরল ঘটনা। ফাইনাল রেসের শুরুতে প্রতিযোগিতা ছিল বেশ হাড্ডাহাড্ডি। প্রতিদ্ব ঃদ্বীরাও নিজেদের সেরাটা দিতে চেষ্টা করেন। তবে রেসের মাঝামাঝি থেকেই নিজের ছন্দ খুঁজে পান গাউট। বিশেষ করে বাঁক ঘোরার পর শেষ ১০০ মিটারে তিনি যে গতিবেগ দেখান, তা বাকিদের থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। চোখের পলকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে

ফেলে এগিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত নির্ভয়ে ফিনিশ লাইন অতিক্রম করেন। এই দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন Aidan Murphy, যিনি ১৯.৮৮ সেকেন্ডে রেস শেষ করেন। তৃতীয় স্থানে থাকেন Caleb Law, তাঁর সময় ছিল ২০.২১ সেকেন্ড। তবে পুরো প্রতিযোগিতায় গাউটের আধিপত্য এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তিনি অন্যদের নাগালের বাইরে চলে যান। গত কয়েক বছরে জুনিয়র স্তর থেকে উঠে এসে দ্রুতই সিনিয়র পর্যায়ে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন গাউট। তাঁর পারফরম্যান্সে ধারাবাহিক উন্নতি এবং ব। মঞ্চে আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল অ্যাথলিটে পরিণত করেছে। অভিজ্ঞ প্রতিযোগীদের সঙ্গে নিয়মিত লড়াই তাঁকে আরও পরিণত করেছে, যা তাঁর রেসিং স্টাইলে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০০ মিটার দৌড়ে সফল হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বাঁক নেওয়ার সময় ভারসাম্য বজায় রাখা এবং শেষ ল্যাপে গতি ধরে রাখা। এই দুই ক্ষেত্রেই গাউট অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ট্র্যাকের দ্বিতীয় অংশে তাঁর গতি বাড়ানোর ক্ষমতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে এবং এটিই তাঁর সবচেয়ে বড়শক্তি। এই কৃতিত্বের মাধ্যমে তিনি প্রথম অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলিট হিসেবে ২০০ মিটার ২০ সেকেন্ডের কম সময়ে শেষ করার নজির গ।ছেন। শুধু তাই নয়, অনূর্ধ্ব-২০ স্তরে বিশ্বের দ্রুততম স্প্রিঃটার হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এত অল্প বয়সে এই ধরনের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আরও বড় সাফল্যের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। গাউট গাউট নামটি নিয়েও রয়েছে একটি বিশেষ গল্প। ইংরেজি বানান অনুযায়ী নামের উচ্চারণ ‘ হলেও, প্রকৃত উচ্চারণ ‘ তাঁর বাবা বোনা গুওট জানিয়েছেন, দক্ষিণ সুদান থেকে মিশর হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় আসার সময় সরকারি নথিতে ভুলবশত নামের বানান ‘ লেখা হয়। সেই ভুল বানানই এখন তাঁর পরিচয়ের অংশ হয়ে গেছে, এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি ‘ গাউট’ নামেই পরিচিতি পেয়েছেন। সব মিলিয়ে, গাউট গাউটের এই সাফল্য শুধু একটি রেকর্ড ভাঙার ঘটনা নয়, বরং এটি অ্যাথলেটিক্স দুনিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনার ইঙ্গিত। তাঁর গতি, আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিভা ইঙ্গিত দিচ্ছে-ভবিষ্যতে তিনি হয়তো বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের অন্যতম বড় নাম হয়ে উঠবেন। এখন ক্রীড়াপ্রেমীদের নজর তাঁর পরবর্তী প্রতিযোগিতার দিকে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে, খুব শীঘ্রই তিনি বিশ্বমঞ্চে আরও বড় সাফল্য এনে দিতে পারেন-এমনটাই বিশ্বাস বিশেষজ্ঞদের।

মহামেডানের সামনে অবনমনের চোখ রাঙানি আরও স্পষ্ট

ইন্টার কাশী ১ (আসিফ)
মহামেডান ০

১২ এপ্রিল ঃ আবারও একটা ম্যাচ, আবারও একটা হার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। টানা সাত ম্যাচে হার সাদা-কালো ব্রিগেডের। রেড রোডের ক্লাব যেন অতীতের ছায়া মাত্র। আর সেটাই যেন প্রত্যেক ম্যাচে দেখা যাচ্ছে। হত ম্যাচে পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ১-২ গোলে হারতে হয়েছিল মেহরাজউদ্দিন ওয়া।ুর ছেলেরা। ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে এই ম্যাচে ছিল তাঁদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। সেখানে লড়াকু ফুটবল খেলেও জয়ের মুখ দেখল না তারা। মহামেডানের সামনে অবনমনের চোখ রাঙানি আরও স্পষ্ট।

রবিবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচে প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলে প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবলের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন মহামেডান ফুটবলাররা। তাতে অবশ্য কাজের

কাজ কিছু হয়নি। ১৫ মিনিটে মহম্মদ আসিফ খানের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার কাশী। গোলের পর আধিপত্য নিয়ে খেলতে থাকে তারা। কিছু সুযোগ কাজে লাগালে অবশ্য সমতায় ফিরতে পারত মহামেডান। বিরতির আগে আর কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধেও ম্যাচের চেহারাটা বদলায়নি। বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে থাকে ইন্টার কাশী। সব মিলিয়ে ৫৮ শতাংশ বল পজিশন রাখে তারা। তবে বলে রাখা ভালো, বিপক্ষের গোলমুখ লক্ষ্য করে ১১ বার শট নিয়েছে মহামেডান। সেক্ষেত্রে পিছিয়ে ইন্টার কাশী (৮)। তবে গোলে বল রাখার ক্ষেত্রে এগিয়ে ওয়েন ভাজ, মাকান চোথেরা। তবে বেশ কয়েকবার সুযোগ পেলেও দুই দলই গোল সংখ্যা বাড়াতে পারেনি তারা। সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি মেহরাজউদ্দিনের ছেলেরাও। শেষ পর্যন্ত মহামেডানের স্বদেশি ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতে ৮ নম্বরে থাকল ইন্টার কাশী। তাদের পয়েন্ট ১১। অন্যদিকে, টানা সাত ম্যাচ হেরে তলানিতে মহামেডান।

আইপিএলে নিয়মভঙ্গ নিয়ে তীব্র বিতর্ক, কঠোর তদন্তের দাবি তুললেন ললিত মোদি ‘অ্যাকশন দরকার’

১২ এপ্রিল ঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে ঘিরে নতুন করে বিতর্কের ঝড় .উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, ম্যাচ চলাকালীন নিয়মভঙ্গ হয়েছে, যা কার্যত দুর্নীতির সমান বলে দাবি করেছেন লিগের প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদি তাঁর মন্তব্যে ফের আলোচনায় এসেছে আইপিএল-এর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। ঘটনার সূত্রপাত হয় একটি ম্যাচকে ঘিরে, যেখানে মুখোমুখি ছিল রয়েল চ্যালেঞ্জ বেহ্গালুরু এবং রাজস্থান রয়েলস। অভিযোগ, ম্যাচ চলাকালীন রাজস্থান রয়্যালসের ডাগআউটে দলের এক স্টাফ সদস্যকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন দলের তরুণ ক্রিকেটার বৈভব। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, রাজস্থান দলের ম্যানেজার রোমি ভিন্ডের ডাগআউটে বসে মোবাইলে কিছু দেখছেন। তাঁর পাশেই বসে থাকা বৈভব সূর্যবংশীও স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে বিতর্ক, কারণ আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ চলাকালীন প্লেয়িং এরিয়া বা ডাগআউটে মোবাইল ফোন ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু স্টাফ-যেমন টিম ম্যানেজার বা মিডিয়া ম্যানেজার-মোবাইল রাখতে পারেন, তবে তা মাঠ বা ডাগআউটে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই বিধিনিষেধ মূলত ম্যাচ ফিক্সিং, তথ্য ফাঁস বা অন্য কোনও অনিয়ম রোধ করার জন্যই চালু করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই আইপিএল

প্রশাসনের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়া এসেছে ললিত মোদি-এর কাছ থেকে। তিনি সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, যদি সত্যিই ম্যাচ চলাকালীন এই ধরনের নিয়মভঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। ললিত মোদি বলেন, আমি জানি না ঠিক কী হয়েছে, কিন্তু যদি এমন কিছু ঘটে থাকে, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও আইপিএলের দুর্নীতি দমন শাখা কী করছিল? তাঁর এই মন্তব্যের পর ক্রিকেট মহলে আলোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেই মনে করছেন, লিগের স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সমর্থক ও বিশ্লেষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এটি হয়তো নিরীহ একটি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, আবার অনেকে মনে করছেন, নিয়ম ভঙ্গের বিষয়টি হালকা করে দেখার সুযোগ নেই, কারণ আইপিএল একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং উচ্চ নিরাপত্তা-নিয়ন্ত্রিত টুর্নামেন্ট। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক ক্রিকেটে প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মাঠের ভেতরে তার সীমাবদ্ধতাও কঠোরভাবে মানা প্রয়োজন। কারণ সামান্য অনিয়মও বড় বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি। তবে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে-আইপিএলের মতো বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় লিগে নিরাপত্তা ও নিয়ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর? বিশেষ করে যেখানে কোটি কোটি দর্শক এবং বিশাল অর্থনৈতিক বিনিয়োগ জ।তি, সেখানে এমন অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই গুরুতর হয়ে ওঠে। এখন সব নজর আইপিএল প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। তারা কি কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে, নাকি বিষয়টি সতর্কবার্তায় সীমাবদ্ধ থাকবে-সেই উত্তরই এখন অপেক্ষার বিষয়। সব মিলিয়ে, এই ঘটনা শুধু একটি ম্যাচকে ঘিরে বিতর্ক নয়, বরং গোটা টুর্নামেন্টের শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

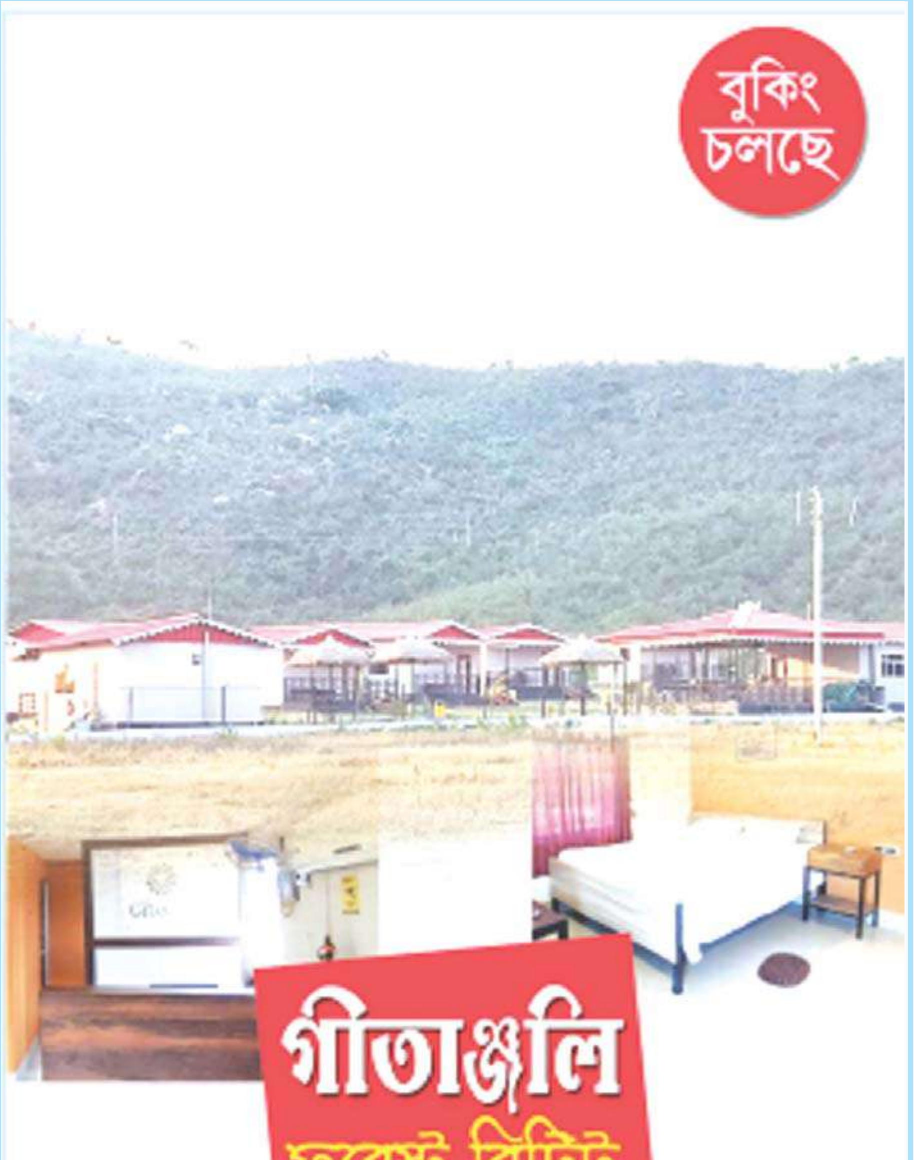

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com